দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৮ ॥ ১৪ মে ২০২৪ ॥ ৩১ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা ॥ ৫ জিলক্বদ ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, অটিজম একটি বিশেষায়িত বিষয়, সমাজের সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন করতে যথাযথ প্রচারণা চালাতে হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর মাধ্যমে পরিচালিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের স্কুল 'ব্লু স্কাই' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে এ কথা বলেন স্পিকার। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান এবং ঢাকা মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান গ্রুপ ক্যাপ্টেন আবু জাফর চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত) বক্তব্য দেন।

হজ ভিসা অনুমোদনের সময় বাড়াতে সৌদির প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার : নিবন্ধিত সব হজযাত্রী যাতে হজ পালন করতে পারে তার জন্য হজের ভিসা অনুমোদনের সময় আরও বাড়ানোর জন্য সৌদি আরবের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল সোমবার গণভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ঈসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলান সৌজন্য সাক্ষাতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান। বৈঠকের পর ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার এম নজরুল ইসলাম এ তথ্য জানান। বিভিন্ন জটিলতায় সৌদি আরব থেকে এখনও ভিসা পাননি ১০ হাজারের বেশি হজযাত্রী। এসময় সৌদি রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নে তার দেশের বিনিয়োগকারী ও কোম্পানির আগ্রহের কথা জানান। এবং সেসব প্রকল্পের একটি তালিকা প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন। জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, যাচাই-বাছাই শেষে বাংলাদেশ পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে। এ প্রসঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য সহায়তার আরেকটি চালান প্রস্তুত করছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে দুইবার সহায়তা পাঠিয়েছে বলেও জানান। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও তার কয়েকটি মিত্র ছাড়া পুরো বিশ্ব ফিলিস্তিনের পক্ষে রয়েছে। সৌদি রাষ্ট্রদূত জানান, তার দেশে প্রায় ৩২ লাখ বাংলাদেশি রয়েছেন। যারা বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরবে বসবাসরত বাংলাদেশিদের আইনি মাধ্যমে ঢাকায় রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রদূতের প্রতি আহ্বান জানান। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) সচিব মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা অনুদান দিচ্ছে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণির দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান দিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য অনলাইনে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এই আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। এরই মধ্যে গত রোববার প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণিতে অধ্যয়নরত দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত চিকিৎসাধীন অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের 'দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০' অনুসরণ করে এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। চিকিৎসা অনুদান প্রাপ্তির জন্য চিকিৎসাধীন শিক্ষার্থীকে ই-চিকিৎসা অনুদান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের https://www.eservice.pmeat.gov.bd/medical লিংকে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত চিকিৎসাধীন শিক্ষার্থী বর্ণিত লিংক ব্যবহার করে অনলাইনে তার চিকিৎসা মেয়াদে

২-এর পাতায় দেখুন

আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস করলে বিএনপি পালানোর পথ পাবে না : কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বাইরে থেকে এসে কেউ বিএনপিকে মদত দেবে, চাঙা করবে, এমন পরিস্থিতি নেই। যারা দাপট দেখাবে তাদের ক্ষমতা মধ্যপ্রাচ্যেই সংকুচিত হয়ে আছে। এখানে সম্প্রসারিত করবে এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। গতকাল সোমবার দুপুরে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। ওবায়দুল কাদের বলেন, ডোনাল্ড লু বাংলাদেশে আসছেন দুই দেশের সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাঠানো চিঠিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যা বলছেন তার বাস্তবায়নটা আমরা দেখবো। তিনি বলেন, এখানে কে আসছে তা নিয়ে ভাবছি না। যাদের প্রেসিডেন্টের কথা ইসরায়েলই শোনে না, আমরা যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার কাকে ভয় পাবো? নতুন করে শরিকদের সঙ্গে বিএনপির আলোচনা শুরুর বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন,

২-এর পাতায় দেখুন

জাল সনদে চাকরি বিআরটিএ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : কারিগরি প্রশিক্ষণের জাল সনদ দিয়ে চাকরি নেওয়ার অভিযোগে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) মোটরযান পরিদর্শক তানভীর আহমেদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সংস্থাটির সহকারী পরিচালক সোমা হোড় মামলাটি করেন। এতে তার চাকরি জীবনে নেওয়া ৩৫ লাখ টাকা বেতন-ভাতাকে আত্মসাৎ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আসামির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০০৪ সালে ১১ মে বিআরটিএ'র মেকানিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। ওই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মেকানিক্যাল

২-এর পাতায় দেখুন

নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য আবাসন প্রকল্প নিচ্ছে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের বিভিন্ন শহরে নিম্ন আয়ের বিশেষ করে বস্তিবাসীদের জন্য আবাসন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। এ উদ্দেশ্যে গতকাল সোমবার সচিবালয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে গণপূর্তমন্ত্রী র, আ, ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী'র সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নবীরুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মো. মোস্তাফিজুর রহমান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব) সিদ্দিকুর রহমানসহ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দফতর/সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক গণপূর্তমন্ত্রী নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ভাড়াভিত্তিক ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি ও তা দ্রুততম সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি পরিবেশ সুরক্ষা, প্রয়োজনীয় বনায়ন, উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ, খেলার মাঠ, সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন, সৌরশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার, পোড়ামাটির ইটের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ব্লক ইট ব্যবহার, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এর ব্যবস্থা, সারফেস ওয়াটার ব্যবহারের সর্বোচ্চ সুযোগ রাখার পরামর্শ প্রদান করেন। প্রাথমিকভাবে তিনি জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় টঙ্গীর দত্তপাড়ায় তিনটি পর্যায়ে ১০০টি বহুতল ভবনে ১২ হাজার ৬০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণের যে প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তা দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা দেন। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি (সম্ভাব্যতা যাচাই) সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ১৭টি ১৫ তলা বিশিষ্ট ভবনে ২ হাজার ১৪২টি

২-এর পাতায় দেখুন

১০ মাসে ১৪৬ মিলিয়ন ডলারের তামাকপণ্য রপ্তানি

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি অর্থবছরে ১৪৬ দশমিক ৮২ মিলিয়ন ডলারের তামাক ও তামাকজাত পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। ফলে কৃষিপণ্য হিসেবে রপ্তানি তালিকার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে তামাকজাত পণ্য। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রকাশিত হাল নাগাদ তথ্যমতে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১০ মাসে ৭৭৪ দশমিক ৫০ মিলিয়ন ডলারের কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ রপ্তানি কৃষিপণ্য হলো ড্রাইফুড। ১০ মাসে ড্রাইফুড রপ্তানি হয়েছে ১৮৪ মিলিয়ন ডলারের; দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টোব্যাকো রপ্তানি ১৪৮ দশমিক ৮৩ মিলিয়ন ডলার; তৃতীয় সবজি ৮৪ মিলিয়ন ডলার; চতুর্থ পশু বা উদ্ভিজ্জ চর্বি এবং তেল ৭৫ মিলিয়ন ডলারের; পঞ্চম মসলা ৪৫ দশমিক ৭০ মিলিয়ন ডলার। এরপরেই রয়েছে পানীয় ও ভিনেগার ২৭

২-এর পাতায় দেখুন

ডোনাল্ড লুর সফরে ভিসানীতি নিয়ে আলোচনা হবে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর ঢাকা সফরে ভিসা নীতি ছাড়াও র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয় উঠে আসতে পারে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। গতকাল সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলাপকালে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি। এসময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই ভালো। শেখ হাসিনা টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট চিঠি লিখে দু'দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং, মার্কিন প্রশাসন থেকে যারাই বাংলাদেশে সফর করুক না কেন, আমাদের সম্পর্ককে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যেই আমরা কাজ করবো। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছাড়াও দুই

দেশের নানা ক্ষেত্রে সম্পর্ক আছে, সেগুলো নিয়েও আলোচনা হবে। ভিসা নীতি বা র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা আমাদের সম্পর্কে কিছুটা ব্যাঘাত করেছিল ঠিকই, তবে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। পাশাপাশি এগুলো যাতে সহজীকরণ করা হয় সেজন্য আমরা ইতোপূর্বে মার্কিন প্রশাসনের হোয়াইট হাউস স্টেট ডিপার্টমেন্টের যেসব কর্মকর্তারা এসেছিল, তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি।

২-এর পাতায় দেখুন

জাতির পিতার সমাধিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী রুমানা আলী। গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় তিনি টুঙ্গিপাড়া পৌঁছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধের বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পবিত্র ফাতেহা পাঠ করে প্রতিমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, '৭৫ এর ১৫ আগস্টের শহীদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্ম উৎসর্গকারী ৩০ লাখ বীর শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া মোনাজাতে অংশ নেন। এসময় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মাহবুবুর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় উপ-

২-এর পাতায় দেখুন

শহীদ মিনারে হায়দার আকবর খান রনোর প্রতি সর্বস্তরের শ্রদ্ধা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) উপদেষ্টা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও লেখক হায়দার আকবর খান রনোর প্রতি সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল সোড়া ১১টায় তার লাশ শহীদ মিনারে নেওয়া হয়। পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। জোহরের নামাজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে তার আরেকটি নামাজই-জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বনানী কবরস্থানে বাবা ও মায়ের পাশে তাকে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য, গত ১০ মে হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে হায়দার আকবর খান রনো শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলাদেশে বাম ধারার রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় ছিলেন হায়দার আকবর খান রনো।

২-এর পাতায় দেখুন

মে মাসের ১০ দিনে প্রবাসী আয় এলো ৮১ কোটি ৩৭ লাখ ডলার

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি মে মাসের প্রথম ১০ দিনে (১ থেকে ১০ মে) প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স দেশে এসেছে ৮১ কোটি ৩৭ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার; যা আগের মাসের তুলনায় বেশি। গতকাল সোমবার এ তথ্য প্রকাশ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। তথ্য অনুযায়ী, ঈদের মাস এপ্রিলে প্রতিদিনে এসেছিল ৬ কোটি ৮১ লাখ ২ লাখ ডলার। আর আগের বছরের মে মাসে প্রতিদিন প্রবাসী আয় এসেছিল ৫ কোটি ৬৩ লাখ ৮৮ হাজার ৬৬৬ ডলার। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের মে মাসের প্রথম ১০ দিনে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে প্রবাসী আয় এসেছে ৭১ কোটি ৫১ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার। এ ছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৯ কোটি ৩৯ লাখ ৫০ হাজার ডলার, বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ১৮ লাখ ৬০ হাজার ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ২৮ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার। দেশে কার্যরত ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রথম ১০দিনে একক ব্যাংক হিসাবে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় এসেছে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। আর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ন্যাশনাল ব্যাংক। এ সময় ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে ২৭ কোটি ২৬ লাখ ৬০ হাজার ডলার। ন্যাশনাল ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে আট কোটি ২৬ লাখ ৫০ হাজার ডলার। জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ছয় কোটি ৫২ লাখ ৩০ হাজার ডলার। এ ছাড়া প্রবাসী আয় সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে তিন কোটি ৮৫ লাখ ৫০ হাজার ডলার এবং সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের তিন কোটি ২৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার এসেছে। এদিকে গত এপ্রিল মাসে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে ২০৪ কোটি ৩০ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার। গত মার্চে দেশে এসেছিল ১৯৯

২-এর পাতায় দেখুন

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুকের সাথে সোমবার সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশ ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা সাক্ষাৎ করেন -**পিআইডি**

খতনা করতে গিয়ে শিশুর মৃত্যু ৩ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ২৬ জুন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মালিবাগে জে এস ডায়াগনস্টিক সেন্টারে খতনা করতে গিয়ে শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার চিকিৎসক এস এম মুক্তাদির ও মাহাবুব মোরশেদসহ তিনজনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ২৬ জুন দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করেনি। এজন্য ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এ দিন ধার্য করেন। চলতি বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার জে এস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেকআপ সেন্টারে শিশু মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে। মারা যাওয়া শিশুর নাম আহনাফ তাহমিন আয়হাম (১০)। বাবার নাম ফখরুল আলম। সে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল। এ ঘটনায় শিশুর বাবা মোহাম্মদ ফখরুল আলম বাদী হয়ে রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় মামলা করেন। মামলায় তিনজনের নাম উল্লেখসহ

২-এর পাতায় দেখুন

দাম বাড়ছেই

শক্তিশালী সিন্ডিকেটের ফাঁদে ডিম-পেঁয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার : মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে দেশের বাজারে দেড়শ' ছাড়িয়েছে ডিমের ডজন। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ সরবরাহ সংকটে ডিমের বাজারে অস্থিরতা চলছে। এর পেছনে রয়েছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। যারা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে হিমাগারে ডিম অবৈধভাবে মজুদ করে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। অন্যদিকে ভারত থেকে আমদানির সুযোগ সত্ত্বেও লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশীয় পেঁয়াজের পর্যাপ্ত সরবরাহের মধ্যে ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানির ঝুঁকি নিতে চায় না ব্যবসায়ীরা। এ ছাড়া ডলারের বাড়তি দাম আমদানিকে অনুৎসাহী করছে। এদিকে গত সপ্তাহজুড়েই রাজধানীর বাজারে ঊর্ধ্বমুখী ডিমের দাম। সর্বশেষ প্রতি ডজন বিক্রি হয়েছে ১৫০ টাকা দরে। বিক্রেতারা বলছেন, পাইকারিতে মাত্র ৩ দিনের ব্যবধানে প্রতি ১শ' পিস ডিমে ২শ' টাকা বেড়েছে। বর্তমানে প্রতি পিস ডিম বিক্রি হচ্ছে ১১ টাকার ওপর, যা বাজারভেদে খুচরায় বিক্রি হচ্ছে ১২.৫০ টাকা থেকে ১৩ টাকা দরে। অথচ চলতি মাসের শুরুতে খুচরা বাজারে প্রতিপিস ডিম বিক্রি হয়েছে ১০ টাকা এবং গত সোমবার বিক্রি হয়েছে ১০.৫০ টাকা রেটে। খামারিরা জানান, গরমের প্রভাবে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের ক্ষতি না হলেও প্রান্তিক খামারিদের লোকসান বেড়েছে, মূলত ডিম নষ্ট হওয়ার কারণে গত মাসজুড়েই খামারিরা কম দামেই কোল্ডস্টোরেজ মালিকদের কাছে ডিম বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে বাজারে ডিমের সরবরাহ এবং দাম এখন তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। এতেই বাজারে সংকট তৈরি হয়েছে বলেও অভিযোগ খামারিদের। এদিকে খামারিরা প্রতি পিস ডিম ৭ টাকা ৫০ পয়সা দরে বিক্রি করলেও বাজারে ভোক্তার ব্যয় ১৩ টাকা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চাহিদা অনুযায়ী ডিমের সরবরাহ বাড়িয়ে-কমিয়ে সিন্ডিকেট চক্র বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে হিমাগারে অভিযান চালিয়ে সম্প্রতি ভোক্তা অধিকার প্রায় অর্ধকোটি ডিমের অবৈধ মজুতের সন্ধান পেয়েছে। যার মধ্যে একটি হিমাগারে পাওয়া গেছে প্রায় ২৮ লাখ ডিম। এভাবে দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য হিমাগারে ডিমের মজুদ বাড়িয়ে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করছে অসাধু চক্র এবং নির্দিষ্ট কিছু ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বাজার দর নির্ধারণ

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ১৪ মে ২০২৪ ॥ ৩১ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা

এবার ভর্তিযুদ্ধ

জিপিএ-৫ পেয়েও ভালো কলেজ পাবে না পৌনে এক লাখ শিক্ষার্থী

স্টাফ রিপোর্টার : প্রকাশিত হয়েছে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১৬ লাখ ৭২ হাজার ১৫৩ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ফল জিপিএ-৫ পেয়েছেন মোট এক লাখ ৮২ হাজার ১২৯ জন শিক্ষার্থী। সবার সামনে এখন ভালো কলেজে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু আসন সংখ্যা সীমিত থাকায় ভালো কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ পাবেন না বহু জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী। আবার দেশের সব কলেজ তাদের নির্ধারিত সংখ্যক আসনের বিপরীতে শিক্ষার্থী পাবে না। কারণ, আসনের তুলনায় ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী কম। সারা দেশে প্রায় সাড়ে ১১ হাজার কলেজে আসন আছে ৩৩ লাখের বেশি। এসএসসি পাস করা সব শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার পরও প্রায় ১৬ লাখ আসন ফাঁকা থাকবে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, গত বছর জিপিএ-৫ পেয়ে কাঙ্ক্ষিত কলেজ পাননি সাড়ে আট হাজার শিক্ষার্থী। পরে তারা অন্যত্র ভর্তি হন। এবারও একই অবস্থা হবে। কারণ, রাজধানীসহ সারা দেশে আড়াইশর মতো কলেজে ভর্তির আগ্রহ থাকে বেশি। এই আড়াইশ কলেজের মধ্যে রাজধানীর ৩০ থেকে ৩৫টি কলেজে সবচেয়ে বেশি আবেদন পড়বে। এই কলেজগুলোতে সর্বসাকুল্যে আসন আছে ৩০ হাজারের মতো। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিদ্যালয় শাখা আছে। ফলে কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানের বিদ্যালয় শাখার শিক্ষার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। তাই বাইরের প্রতিষ্ঠানের জিপিএ-৫ পাওয়া অনেক শিক্ষার্থী এসব কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবেন না। শিক্ষা বোর্ডগুলো মনে করে, সারা দেশে 'ভালো' বা 'মোটামুটি ভালো' মানের কলেজ আছে ২৪০-২৫০টি। যেগুলোতে সবমিলিয়ে আসন আছে এক লাখের মতো। বিপরীতে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছেন এক লাখ ৮২

৭-এর পাতায় দেখুন

শিশু জায়েদকে মামার জিম্মায় দিতে হাইকোর্টের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের ভালুকায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া নারীর শিশু সন্তান মেহেদী হাসান ওরফে জায়েদকে তার মামার জিম্মায় দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। গতকাল সোমবার বিচারপতি এম আর হাসান ও বিচারপতি ফাহমিদা কাদের চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এ আইনজীবী বলেন, আদালত ভালুকা মডেল থানায় দায়ের করা মামলাটি সঠিকভাবে তদন্ত করে দায়ী গাড়ি এবং আসামিকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করার জন্য ভালুকার ওসি, ময়মনসিংহের পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ২০ মের মধ্যে আদালতে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল, সুরতহাল রিপোর্ট ও অন্যান্য তথ্য আদালতে দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার ডিআইজিকে মামলাটি তদারকি করতে বলা হয়েছে। র‍্যাবের মহাপরিচালককে আসামি গ্রেপ্তারের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ

৭-এর পাতায় দেখুন

এনবিআর-কাস্টমসের হয়রানির বিষয় মন্ত্রিসভায় তোলা হবে : বস্ত্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : এনবিআর ও কাস্টমসের যত সমস্যা আছে, তার মধ্যে সেবাগ্রহীতারদের হয়রানি বড় একটি বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক। সামনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিষয়গুলো তোলা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। গতকাল সোমবার সচিবালয়ে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতকালে এসব কথা বলেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও প্রবাসে ব্যবসা করা বাঙালিরাও এনবিআর ও কাস্টমসের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ করে। আমরা

৭-এর পাতায় দেখুন

লালবাগে চোরাই বাইসাইকেলসহ গ্রেপ্তার তিন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর লালবাগ এলাকা থেকে বাইসাইকেল চোর চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে লালবাগ থানা পুলিশ। গ্রেপ্তাররা হলেন মো. মিজান ওরফে লাউ, মো. সোহেল ও তানভীর হোসেন রাব্বি। গত রোববার (১২ মে) লালবাগ ও বংশাল এলাকায় ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল সোমবার লালবাগ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. ইমরান হোসেন মোল্লা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, লালবাগ থানার আব্দুল আজিজ লেনের একটি বাড়ির সামনে কয়েকজন লোক চোরাই বাইসাইকেল বিক্রির উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে এমন তথ্যের

৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক ভূমিমন্ত্রীর সম্পদের অনুসন্ধানে রিট হাইকোর্টের তালিকা থেকে বাদ

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের বিদেশে সম্পদের বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের অনুসন্ধান চেয়ে করা রিট কার্যতালিকা (কজলিস্ট) থেকে বাদ দিয়েছেন হাইকোর্ট। শুনানি নিয়ে গতকাল সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন। আদালতে এদিন রিটের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার এম সারোয়ার হোসেন। তার সঙ্গে ছিলেন অ্যাডভোকেট সালাউদ্দিন রিগ্যান। আর রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল একেএম আমিন উদ্দিন মানিক। দুদকের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট মো. খুরশীদ আলম খান। আর সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন কেসি ও সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। এর আগে ৮ মে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিটটি করা হয়। এতে সাবেক ভূমিমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্রে দুই হাজার ৭৭০ কোটি টাকা এবং ব্রিটেনে ৬৬ কোটি টাকার সম্পদের তথ্য যুক্ত করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সালাউদ্দিন রিগ্যান রিটটি করেন।

৭-এর পাতায় দেখুন

জেন্ডার বাজেটের কার্যকর বণ্টন-বাস্তবায়ন দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : জেন্ডার বাজেট বরাদ্দ থাকলেও সামাজিক কারণে নারীরা সেই প্রাপ্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নারী উদ্যোক্তাদের উত্তরাধিকার আইনের কারণে নারীদের সম্পদের মালিকানা না থাকায় কোন ঋণ পেতে যে গ্যারান্টি দিতে হয় সেটাতে ব্যর্থ হন। এর ফলে বরাদ্দ থাকলেও নারীরা ঋণ পেতে ব্যর্থ হন। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫: নারীসমাজের প্রত্যাশা' শিরোনামে আয়োজিত ওই সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ(বিএনপিএস)-এর নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা রোকেয়া কবীর এ মন্তব্য করেন। এজন্য জেন্ডার বাজেটের কার্যকর বণ্টন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ

৭-এর পাতায় দেখুন

এমপি আবদুল হাফিজ মল্লিককে ইসিতে তলব

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশাল-৬ আসনের সংসদ সদস্য হাফিজ মল্লিককে তলব করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। গত ৮ মে অনুষ্ঠিত বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রকাশ্যে ভোট দিয়ে নির্বাচনি অপরাধ করেছেন তিনি। এ জন্য আগামী বুধবার (১৫ মে) দুপুর ১২টায় তাকে নির্বাচন ভবনে উপস্থিত হতে

৭-এর পাতায় দেখুন

চূড়ান্ত রায়ের আগে আসামিকে কনডেম সেলে নেওয়া যাবে না : হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : চূড়ান্ত রায়ের আগে কোনো ফাঁসির আসামিকে কনডেম সেলে নেওয়া যাবে না বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে অন্য বন্দিদের মতো তাদের কারাগারে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি মো. বজলুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রায় দেন। এর আগে, ২০২১ সালের ২ সেপ্টেম্বর মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত হওয়ার আগে আসামিদের কনডেম সেলে রাখার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন তিন কয়েদি। ওই রিট শুনানি করে ২০২২ সালের ৫ এপ্রিল রুল জারি করেন হাইকোর্ট। এরপর গত বছরের ৫ এপ্রিল মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত হওয়ার আগে আসামিদের কনডেম সেলে বন্দি রাখা কেন বেআইনি হবে না এবং কেন জেলকোডের ৯৮০ বিধি অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। ওই বছরের ১২ ডিসেম্বর এই মর্মে জারি করা রুলের শুনানি শেষ হয়। রিট আবেদনকারী হলেন চট্টগ্রাম কারাগারের কনডেম সেলে থাকা সাতকানিয়ার জিল্লুর রহমান, সিলেট কারাগারে থাকা সুনামগঞ্জের আব্দুর বশির ও কুমিল্লা কারাগারে থাকা খাগড়াছড়ির শাহ আলম। রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির জানান, বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক সাজা কার্যকর করার আইনগত বিধান নেই। এ জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৭৪ ধারা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন নিতে হয়।

৫৫ কেজি স্বর্ণ চুরি মামলার প্রতিবেদন ৩০ জুন

স্টাফ রিপোর্টার : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাস্টম হাউজের গুদাম থেকে ৫৫ কেজি স্বর্ণ চুরির মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পিছিয়ে আগামী ৩০ জুন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার মামলাটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ছিল। কিন্তু এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের উত্তরা জোনাল টিমের পরিদর্শক রাশেদুল ইসলাম প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেননি। এজন্য ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শেখ সাদীর আদালত প্রতিবেদন দাখিলের এ তারিখ ঠিক করেন। জানা গেছে, প্রায় ১৫ কোটি টাকা মূল্যের এসব স্বর্ণ উধাওয়ের বিষয়টি গত বছর ৩ সেপ্টেম্বর অফিস খোলার পর কর্মকর্তাদের নজরে আসে। এ ঘটনায় কাস্টমসের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। মূলত যে স্বর্ণ যাত্রীদের কাছ থেকে জব্দ করা হতো তা কাস্টমস হাউজের গুদামে

৭-এর পাতায় দেখুন

আবদুল্লাহর নাবিকরা স্বজনদের কাছে ফিরছেন আজ

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি: সোমালিয়ায় জলদস্যুমুক্ত জাহাজ এমভি আবদুল্লাহর ২৩ নাবিক স্বজনদের কাছে ফিরছেন আজ। গতকাল সোমবার জাহাজটি কুতুবদিয়ার কাছাকাছি পৌঁছে। জাহাজটির মালিক কেএসআরএম গ্রুপের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম। তিনি জানান, জাহাজটি আজ সন্ধ্যায় বঙ্গোপসাগরের কুতুবদিয়ায় নোঙর করার কথা রয়েছে। কারণ এত বেশি

ড্রাফটের জাহাজ বন্দর জেটিতে ভেড়ানোর সুযোগ নেই। জাহাজটিতে ৫৬ হাজার টন চুনাপাথর রয়েছে। কুতুবদিয়ায় প্রথমে কিছু চুনাপাথর লাইটার জাহাজে খালাস করা হবে। এরপর পতেঙ্গার কাছাকাছি বঙ্গোপসাগরে বন্দর জলসীমায় আনা হবে। সেখানে বাকি পণ্য খালাস করা হবে। তিনি আরও জানান, জাহাজটিতে নতুন ২৩ জন নাবিক যোগদান করবেন আজ। তারা এমভি আবদুল্লাহ জাহাজের দায়িত্ব বুঝে নেবেন। মঙ্গলবার এমভি আবদুল্লাহর ২৩ নাবিক শহরে আসার কথা রয়েছে। সূত্র জানায়, মোজাম্বিক থেকে ৫৫ হাজার টন কয়লা নিয়ে দুবাই যাওয়ার পথে গত ১২ মার্চ সোমালিয়ার দস্যুরা ২৩ নাবিকসহ এমভি আবদুল্লাহ জাহাজটি জিম্মি করেছিল। দেশটির উপকূল থেকে ৬০০ নটিক্যাল মাইল দূরে ভারত মহাসাগর থেকে জাহাজটি জিম্মি করেছিল সশস্ত্র জলদস্যুরা। ১৪ এপ্রিল ভোররাতে জাহাজটি জলদস্যু মুক্ত হয়। এ সময় ৬৫ জন জলদস্যু জাহাজটি থেকে বোটে নেমে যায়। এ সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুইটি যুদ্ধ জাহাজের পাহারায় এমভি

৭-এর পাতায় দেখুন

কেউ বলতে পারবে না পানি উঠবে না : মেয়র রেজাউল

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চসিক, সিডিএ, ওয়াসা, পাউবো, বন্দরসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো নিয়ে একটি শক্তিশালী কুইক রেসপন্স টিম গঠন করতে বলেছেন মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী। গতকাল সোমবার টাইগারপাসে চসিকের সম্মেলন কক্ষে নগরের জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের সমন্বয় সভায় মেয়র এ কথা বলেন। সভাপতির বক্তব্যে মেয়র বলেন, বর্ষা সন্নিকটে। আতঙ্ক বাড়ছে। সামান্য বৃষ্টিতে মুরাদপুরসহ নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। মানুষ অসন্তোষ প্রকাশ করছে। তিনি বলেন, খালের দুইপাশে গাইডওয়াল দিলে কাজ শেষ নয়। মাটি অপসারণ করতে হবে। কিছু খালে কী পরিমাণ মাটি উত্তোলন করেছে তা জানতে হবে। পানি উঠবে, কেউ বলতে পারবে না পানি উঠবে না। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনেক পরিবর্তন আসছে। দুবাই শহর, নিউইয়র্ক শহরে পানি উঠছে। আমাদের খাল গভীর করতে হবে। সেই মাটি উত্তোলন করা গেলে

৭-এর পাতায় দেখুন

শহরের চেয়ে গ্রামে কষ্ট বেশি, খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়ে ১০.২২ শতাংশ

স্টাফ রিপোর্টার : একমাসের ব্যবধানে দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি আবার বেড়েছে। সবশেষ গত এপ্রিল মাসে খাদ্যখাতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ১০ দশমিক ২২ শতাংশে উঠেছে। এর আগের মাস মার্চে এ হার ছিল ৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ। এরও আগে গত বছরের নভেম্বর মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ দশমিক ৭৬ শতাংশ। অর্থাৎ, চার মাস পর খাদ্য মূল্যস্ফীতি আবার ১০ শতাংশ ছাড়ালো। তবে মূল্যস্ফীতির হার শহরের চেয়ে গ্রামে বেশি। সাধারণ, খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত খাতে শহরের চেয়ে গ্রামের মানুষ বেশি চাপে আছে। একই সঙ্গে যেভাবে মূল্যস্ফীতির হার বেড়েছে সেভাবে মানুষের আয় বাড়েনি। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মূল্যস্ফীতির হালনাগাদ এ তথ্য প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা গেছে, এপ্রিল মাসে খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে; গত মাসে এ খাতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ। এর আগে মার্চ মাসে যা ছিল ৯ দশমিক ৬৪ শতাংশ। এদিকে, গত এপ্রিল মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৯ দশমিক ৭৪ শতাংশ হয়েছে; আগের মাস মার্চে এ হার ছিল ৯ দশমিক ৮১ শতাংশ। বিবিএস প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, শহরের চেয়ে গ্রামে মূল্যস্ফীতির হার বেশি। এপ্রিলে শহরে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ৯ দশমিক ৪৬ শতাংশ, অথচ গ্রামে এ হার ছিল ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ। গ্রামে খাদ্যখাতে মূল্যস্ফীতির হার ১০ দশমিক ২৫ শতাংশ এবং খাদ্য বহির্ভূত খাতে ৯ দশমিক ৬০ শতাংশ। অন্যদিকে, শহরে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ৯ দশমিক ৪৬ শতাংশ। শহরে খাদ্যখাতে ১০ দশমিক ১৯ শতাংশ এবং খাদ্যবহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতির হার হয়েছে ৯ দশমিক ০১ শতাংশ। শহরের তুলনায় গ্রামে সব খাতেই মূল্যস্ফীতির হার বেড়েছে। বিবিএস বলছে, যেখানে এপ্রিল মাসে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ৭৪ শতাংশ, সেখানে মজুরি সূচক বেড়ে মাত্র ৭ দশমিক ৮৫ শতাংশ হয়েছে। তার মানে সংসারের খরচ মেটাতে ধারদেনা করতে হচ্ছে। কৃষিতে ৮ দশমিক ২৫, শিল্প খাতে ৭ দশমিক ৩৬ ও সেবা খাতে মজুরি সূচক ৮ দশমিক ৪৫ শতাংশ। কোনো খাতেই ৯ শতাংশের ওপরে মজুরি নেই, অথচ সাধারণ মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের কাছাকাছি।

৭-এর পাতায় দেখুন

গতি নেই আয়ে

মোটরসাইকেলের গতিসীমা পুনর্বিবেচনার দাবি চালকদের

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বনানীর বিআরটিএ ভবনে বিআরটিএ'র চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন মোটরসাইকেল চালকরা। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ মোটরসাইকেল কমিউনিটির ব্যানারে এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এ সময় সংগঠনের সদস্য ছাড়াও শত শত সাধারণ বাইকাররা অংশগ্রহণ করেন। মোটরবাইকারদের দাবি যেখানে রিকশা, ভ্যান, ভটভটি চলে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে, সেখানে মোটরসাইকেল কীভাবে ৩০ কিলোমিটার গতিতে চলবে? এটা কোনোভাবেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার রাস্তায় বিআরটিএ যে গতিসীমা নির্ধারণ করেছে তাও যুক্তিসংগত নয়। সড়ক দুর্ঘটনার কারণগুলোর অন্যতম হলো 'ত্রুটিযুক্ত যানবাহন' ও 'অদক্ষ-অনিরাপদ চালক'। এ দুটি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করছে সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। দুর্ঘটনা কমাতে ওই দুটি কারণের দিকে নজর না দিয়ে যানবাহনের গতিসীমা নির্ধারণ করে দিয়ে তারা নতুন যে উদ্যোগ নিয়েছে তা কতটা ফলপ্রসূ হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নিজেদের কাজের দায় জনগণের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন অনেকে। মোটরবাইকের ৩০ কিলোমিটার

৭-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

সম্পাদকীয় কার্যালয়:
গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট-৩৫, রোড-০২,
সেকশন-০৬, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

সাধারণ বিজ্ঞাপন
প্রতি কলাম ইঞ্চি (রঙিন) ৪,০০০/-
প্রতি কলাম ইঞ্চি (সাদাকালো) ৪,০০০/-

স্পট বিজ্ঞাপন
১ম পৃষ্ঠা : ৩ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বোচ্চ) ১০,০০০/-
শেষের পৃষ্ঠা : ১ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বনিম্ন) ৮,০০০/-

প্রদর্শনী বিজ্ঞাপন
১ম পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ১২ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৫,০০০/-
শেষ পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ৬ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৪,০০০/-
ভিতরের পৃষ্ঠা (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৩,৫০০/-
বিশেষ ক্রোড়পত্র (পূর্ণ পৃষ্ঠা) আলোচনা সাপেক্ষে

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
প্রথম ২০ শব্দের জন্য ৫০০/-
পরবর্তী প্রতি শব্দ ২০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ৬০ শব্দ

হারানো বিজ্ঞপ্তি
অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হারানো বিজ্ঞপ্তির জন্য টাকা নেয়া হয় না।

অন্যান্য বিজ্ঞাপন
নিখোঁজ, জন্মদিন, কৃতি ছাত্র-ছাত্রী, মৃত্যুবার্ষিকী, সন্ধান দিন, বৃত্তিপ্রাপ্তি, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যাত্রাসহ অন্যান্য ৫০০/-

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

জাল সনদে চাকরি

অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ পান তানভীর আহমেদ। তখন ৩৮টি পদের বিপরীতে শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছিল- মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাস এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে অটোমোবাইল বা অটোমোটিভ ট্রেড ও কারিগরি বৃত্তিমূলক দ্বিতীয় পর্ব পাস। এরপর পরীক্ষার পর উত্তীর্ণ মেকানিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য মেধা তালিকার ক্রমানুসারে মোট ১৩ জনের নাম সুপারিশ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ওই বছরের ১ ডিসেম্বর তানভীর আহমেদ মেকানিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে বিআরটিএ'তে যোগ দেন। কিন্তু দুদকের অনুসন্ধানে জানা যায়, চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে অবস্থিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নামে করা তানভীর আহমেদের সনদটি জাল। অর্থাৎ সনদটি ওই কলেজ থেকে ইস্যু হয়নি। এজাহার সূত্রে আরও জানা যায়, অবৈধভাবে নিয়োগ নিয়ে তানভীর ২০০৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৫ লাখ ৩৫ হাজার ৯২ টাকা উত্তোলন করেছেন।

নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য আবাসন

আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। ২য় পর্যায়ে ৪৭টি ভবনে ৫ হাজার ৯২২টি ও তৃতীয় পর্যায়ে ৩৬টি ভবনে ৫ হাজার ৪৩৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মন্ত্রী রাজধানীর করাইল বস্তি ও টি এন্ড টি কলোনির বস্তিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও গণপূর্ত অধিদফতরকে পৃথক পৃথক প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। ৭৫০ বর্গফুট গ্রস আয়তনের এসব ফ্ল্যাটের অভিন্ন ডিজাইন প্রণয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি প্রধান স্থপতিকে মৌখিক নির্দেশনা দেন। রাজধানী ঢাকার পাশাপাশি দেশের অন্যান্য শহরেও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পর্যায়ক্রমে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উত্তরা আবাসন প্রকল্পে (তৃতীয় পর্যায়) নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসনের জন্য ১০ একর জমি নির্দিষ্ট রয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে উক্ত জমিতে নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসনের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণে প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির জন্য মন্ত্রী নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নও সম্ভব হলে গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জনান। ইতোমধ্যে রাজধানীর মিরপুরের জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বস্তিবাসীদের জন্য ৫৩৩টি ভাড়াভিত্তিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করেছে। এসব ফ্ল্যাটে তারা স্বাচ্ছন্দের সাথে বসবাস করছে। এছাড়া সিরাজগঞ্জের কোবদাস পাড়ায় জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের স্বল্প আয়ের মানুষের উন্নত জীবন ব্যবস্থা শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে জেলার নদী ভাঙন কবলিত, ভূমিহীন বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন করা হয়েছে। পরবর্তী প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এসব প্রকল্পের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর জন্য মন্ত্রী পরামর্শ দেন। সেই সাথে সরকারের এসব জনহিতকর কার্যক্রম সম্পর্কে সর্বসাধারণের মাঝে ইতিবাচক প্রচারের জন্য তিনি পরামর্শ দেন।

জাতির পিতার সমাধিতে প্রাথমিক ও

পরিচালক মির্জা হাসান খসরু, গোপালগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি শেখ শামছুল আরেফীন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিখিল চন্দ্র হালদার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মঈনুল হক, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. মাসুদুর রহমান, টুঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খন্দকার আমিনুর রহমান, ট্যুরিস্ট পুলিশের ওসি জিএম হামিদুর রহমান সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধের প্রশাসনিক ভবনে যান। সেখানে রক্ষিত পরিদর্শন বইতে তিনি স্বাক্ষর করেন।

শহীদ মিনারে হায়দার আকবর খান

এছাড়াও তিনি মার্কসবাদ, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, সাহিত্য এবং পদার্থবিদ্যার ওপর অন্তত ২৫টি বই এবং অসংখ্য নিবন্ধ আছে। ২০২২ সালে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পান।

ডোনাল্ড লুর সফরে ভিসানীতি নিয়ে

সেই প্রসঙ্গগুলো স্বাভাবিকভাবেই আসতে পারে। বিএনপির ভারতীয় পণ্য বর্জনের বিষয়ে তিনি বলেন, ভারতীয় পণ্য বর্জনে বিএনপির আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের বাজারকে অস্থিতিশীল করা। তবে তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ড. হাছান মাহমুদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ হলো বিশ্বব্যাংকের সহায়তা ছাড়াই পদ্মা সেতু নির্মাণ। নিন্দুকের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পদ্মা সেতু হয়েছে। পদ্মা সেতু নিয়ে সিপিডি-টিআইবিসহ অন্যান্য সমালোচনাকারীদের জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকলে দেশে যেকোনো উন্নয়ন সম্ভব- সেটির বড় প্রমাণ পদ্মা সেতু বলেন তিনি।

মে মাসের ১০ দিনে প্রবাসী আয়

কোটি ৬৮ লাখ ৫০ হাজার ডলার। এ ছাড়া ফেব্রুয়ারিতে চলতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২১৬ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। আর গত জানুয়ারি মাসে দেশে প্রবাসী আয় এসেছিল ২১০ কোটি ৯ লাখ ৫০ হাজার ডলার।

খতনা করতে গিয়ে শিশুর মৃত্যু

অজ্ঞাত ৩/৪ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ৮টার দিকে আহনাফকে সুন্নতে খতনা করানোর জন্য তার বাবা ফখরুল আলম জে এস হাসপাতালের চিকিৎসক এস এম মুক্তাদিরের কাছে নিয়ে যান। তিনি ওই সময় কিছু টেস্ট লিখে দেন। ওই হাসপাতালেই টেস্টগুলো করে ছেলেকে নিয়ে বাসায় চলে যান। রাতে চিকিৎসক ফোন করে জানান, রিপোর্টগুলো ভালো আছে। সুন্নতে খতনা করতে কোনো সমস্যা নেই। পরদিন ২০ ফেব্রুয়ারি রাত পৌনে ৮টায় ছেলেকে সুন্নতে খতনা করানোর জন্য স্ত্রী খায়রুন নাহারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হাসপাতালে যান। পরে ছেলেকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। আসামিরা জানান, তাদের ২০/২৫ মিনিট সময় লাগবে। তখন আহনাফের বাবা-মা বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন। ৩০/৩৫ মিনিট পর ওটি রুমের দরজায় নক করলে ডাক্তাররা জানান আরও কিছুক্ষণ সময় লাগবে। এভাবে এক ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর আহনাফের বাবা ওটি রুমে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে নিষেধ করা হয় এবং আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে বলা হয়। পরে সন্দেহ হলে ফখরুল জোর করে ওটি রুমে প্রবেশ করেন। সেখানে দেখতে পান, তার ছেলে অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তার বুকে হাত দিয়ে চাপাচাপি করছে এবং ছেলেকে নাকে ও মুখে নল দিয়ে রক্ত বের হওয়া অবস্থায় দেখেন। তখন চিকিৎসক এস এম মুক্তাদিরকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সঠিক উত্তর দেননি। ছেলের অবস্থা দেখে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলে ডাক্তাররা কর্ণপাত না করে নিজেরাই আহনাফের বুকে চাপাচাপি, হাত-পা মালিশ করতে থাকেন। তখন জোর করে ফকরুল আলমকে ওটি রুম থেকে বের করে দেওয়া হয়। দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হলেও তারা শিশুটির বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য না দিয়ে কালক্ষেপণ করতে থাকেন। পরে জোর করে ওটি রুমে প্রবেশ করে ফখরুল জানতে পারেন তার ছেলে আহনাফ তামহিদ মারা গেছেন।

বর্তমান সরকার প্রত্যেক ধর্মের

রক্ষাকালী মন্দির প্রাঙ্গণে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখতে গিয়ে ৩০০নং আসনের সংসদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বীর বাহাদুর উশৈসিং এমন মন্তব্য করেন। এ সময় এমপি আরও বলেন, ধর্ম হবে যার যার, দেশ হবে আমাদের সবার। ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করে বাংলাদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। তিনি বলেন, একমাত্র বান্দরবান জেলাতেই ১২টি সম্প্রদায়ের বসবাস। আর বাঙালিদের পাশাপাশি আরও ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ একসঙ্গে সম্প্রীতিতে মিলিত হয়ে বান্দরবানকে সম্প্রীতির জেলা হিসেবে পরিচিত করেছে। বর্তমান সরকার সমতলের মতো পার্বত্য এলাকায়ও বহু উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে আর তার কারণে দুর্গম পার্বত্য জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পর্যায়েও আজ মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, বিহারসহ অসংখ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ হচ্ছে। সব ধর্মের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান আর সম্প্রীতির সুরতানে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে। মতবিনিময় সভার আগে বীর বাহাদুর উশৈসিং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিটের বাস্তবায়নে ৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে বান্দরবান পৌর এলাকার বালাঘাটা হাজীপাড়া জামে মসজিদের অযুখানা ও ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে বালাঘাটা সার্বজনীন শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মন্দিরের সম্প্রসারণ কাজের উদ্বোধন করেন। এ সময় বান্দরবান পৌরসভার মেয়র মো.সামসুল ইসলাম, বাংলাদেশ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি অমল কান্তি দাশ, কুহালং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মংপু মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিটের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বিন মোহাম্মদ ইয়াছির আরাফাত,সমাজ সেবক তাপস কান্তি দাশ, বালাঘাটা সার্বজনীন শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মন্দিরের সভাপতি প্রিয়তোষ চৌধুরীসহ উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যপ্রযুক্তিতে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি চায়

যাওয়ার জন্য আমরা ভিজিট করছি। পাশাপাশি অ্যানিমেশনে ফ্রান্সের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। আমরা চমৎকার একটি অ্যানিমেটেড ফিল্ম এবং ল্যাব তৈরি করব। সেটিও এবারের সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য। জুনাইদ আহমেদ পলক আরও বলেন, স্যাটেলাইট কোম্পানি এয়ার বাসের পক্ষ থেকে আমাদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও সক্ষমতা তৈরি করার জন্য কিছু প্রস্তাব দিয়েছে। আমরা সেটাও বিবেচনায় নিচ্ছি। বাংলাদেশে আমরা যাতে যৌথভাবে স্যাটেলাইট অ্যাসেম্বল করতে পারি, স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারি, এটিও একটি উদ্দেশ্য।

যুবলীগ নেতা নাজমুল কারাগারে

বাসায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ আনোয়ার হোসেন নামে একজনকে আটক করে। তবে পালিয়ে যান চক্রের মূলহোতা যুবলীগ নেতা নাজমুল হাসান। এ ঘটনায় দুজনকে আসামি করে মামলা করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বিচারে অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় পলাতক নাজমুল হাসানকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেন নিম্ন আদালত। নাজমুল ঢাকার উত্তরার ৫৪ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের নেতা। কিন্তু এ পরিচয়ে আদালতে আত্মসমর্পণ করে যিনি জেল খেটেছেন তার প্রকৃত নাম মিরাজুল ইসলাম। এর মধ্যে সাত বছরের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানিতে প্রকৃত আসামির পরিবর্তে অন্য একজন জেল খাটার বিষয়ে মামলার শুনানিতে আদালত হাইকোর্টের নিকট ব্যাখ্যা চান। অর্থের বিনিময়ে মিরাজুল ইসলামের জেল খাটার বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সিনিয়র অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ আদালতে আবেদন জানান। পরে বিষয়টি শুনানি হয়। শুনানিতে আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বলেন, সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে স্পষ্ট, প্রকৃত ব্যক্তির পরিবর্তে অন্য একজন জেলে গিয়ে জামিনের পর আপিল দায়ের করেন। যার মাধ্যমে প্রকৃত আসামি ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যান। প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে, যার কারণে আদালতের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে আবেদন জানান তিনি। শুনানির সময় আপিলকারী পক্ষের নিয়োজিত আইনজীবী সিনিয়র অ্যাডভোকেট এস এম শাহজাহান ও রমজান খান মামলা হতে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করার আবেদন জানান।

শক্তিশালী সিন্ডিকেটের

করে হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। জানা গেছে, রাজধানীর বাজার নিয়ন্ত্রিত হয় তেজগাঁওয়ের আড়তদারদের মাধ্যমে। মজুদদারদের সরবরাহের ওপর ভিত্তি করে দাম নির্ধারণ করে বিভিন্ন বাজারে এসএমএস করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে কর্পোরেট খামারিরাও। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বাজারে সরবরাহ কিছুটা কমলে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো সরবরাহ কমিয়ে বাজার পরিস্থিতি জটিল করে তোলেন। যদি তারা সরবরাহ বাড়াতেন তাহলে হিমাগার মালিকদের সিন্ডিকেট খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারতেন না। কিন্তু তারা না করে তারাও সুযোগ বুঝে বাজারে ডিম সরবরাহ করছে। এদিকে গত এক মাস ধরে তীব্র দাবদাহে পোল্ট্রি শিল্পে সংকট চলছে। বিশেষ করে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা না থাকার কারণে ক্ষতির মুখে পড়ে প্রান্তিক খামারিরা। গরমে মুরগির মৃত্যু ও অসুস্থতার হার বাড়তে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে। এ ছাড়া ডিম নষ্ট হওয়ার ভয়ে দ্রুত বাজারে ছাড়তে বাধ্য হন। ফলে ডিমের দাম কমে ডজন ১১৫ টাকায় নেমে আসে। চাহিদার তুলনায় বাজারে বেশি দাম থাকায় হিমাগার মালিকরা এই ডিম সংগ্রহ করেন বাজারে এক ধরনের সংকট তৈরি হয়। বাংলাদেশ পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএ) সভাপতি সুমন হাওলাদার বলেন, দিনে প্রায় ৪ কোটি ডিমের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন সাড়ে ৪ কোটি। তাই উৎপাদনে দেশে কোনো সংকট নেই। মূলত রাজধানীর একটি বাজার থেকেই সারাদেশের পাইকারি ও খামারিদের ডিমের বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত হয়। যখন দাম বেশি থাকে তখন মজুদকারীরা ডিমের সংগ্রহ কমিয়ে দেন এবং নিজের মজুদ ডিম বাজারে ছাড়েন। একইভাবে সরবরাহ বাড়িয়ে ডিমের দাম কমিয়ে দিয়ে কম দামে খামারিদের কাছ থেকে ডিম সংগ্রহ করেন। এভাবে এই চক্র সারাবছর বাজার থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। সুমন হাওলাদারের দাবি, সরকার যেন খামারিদের কাছ থেকে ডিমের ক্রয় মূল্য উৎপাদন খরচের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করে দেন। তাহলে এই সিন্ডিকেটের প্রভাব কিছুটা হলেও কমবে। দেখা গেছে, উৎপাদন খরচ প্রায় ১০ টাকা হলেও এপ্রিলজুড়ে ৭ টাকা দরে খামারিরা ডিম বিক্রি করেছেন। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এএইচএম সফিকুজ্জামান বলেন, 'ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে ভোক্তা অধিদপ্তরের যে পার্ট, তা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। হঠাৎ দাম কমিয়ে ডিম মজুত করায় নরসিংদীর এক হিমাগার থেকে ২০ লাখ পিস ডিম উদ্ধার করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জের এগারোসিন্দুর হিমাগার থেকেও ২৮ লাখ ডিম উদ্ধার করেছেন। এ ছাড়া বাজারে ডিমের দাম কমেছে। তারপরও কেন পোল্ট্রি খাদ্যের দাম বাড়তি তা দেখা হচ্ছে'। এদিকে দেশের বাজারে স্বস্তি ফিরছে না পেঁয়াজের দামে। প্রতিদিনই বেড়েছে চলছে অতি প্রয়োজনীয় এই মসলা পণ্যের দাম। সম্প্রতি ভারত পেঁয়াজ রপ্তানির ঘোষণা দিলেও বাজারে এর কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। বরং গত দু-সপ্তাহে প্রায় ২৫ টাকা বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। রোববার রাজধানীর বাজারে প্রতিকেজি পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৭৫ টাকা দরে। অথচ দেশে এখন হালি পেঁয়াজের সরবরাহ সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ভারত থেকে আমদানি অনুমতি পাওয়া গেলেও কি পরিমাণ পেঁয়াজ আনা হবে তা এখন অনিশ্চিত। দেখা গেছে, এখন দেশীয় পেঁয়াজের সরবরাহ ভালো রয়েছে। তাই ব্যবসায়ীরা দাম পেঁয়াজ আমদানি করে সে অনুযায়ী বিক্রি নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। কারণ সরবরাহ আরও বাড়লে দাম কমে যেতে পারে। তখন বেশি দামে আমদানি করে কম দামে বিক্রি করতে হতে পারে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, যে হারে ডলারের দাম বাড়ছে তাতে আগামীতে পেঁয়াজসহ যে কোনো আমদানিনির্ভর খাদ্যপণ্যের বাজারে সংকট আরও বাড়বে। এখন লোকসানের ভয়ে যদি পেঁয়াজ আমদানি না করা হয় তাহলে বিদ্যমান দাম আরও বাড়তে থাকবে। হয়তো দাম ১শ' ছাড়িয়ে গেলে তখন ব্যবসায়ীরা আমদানিতে উৎসাহী হতে পারেন।

১০ মাসে ১৪৬ মিলিয়ন ডলারের

দশমিক ৫৫ মিলিয়ন ডলার ও তৈল বীজ ২৬ দশমিক ৩৫ মিলিয়ন ডলার। তথ্যে দেখা যায়, আগের বছরের চেয়ে চলতি বছরে কম তামাক রপ্তানি হয়েছে। গত বছরের জুলাই-এপ্রিল দশ মাসে তামাক রপ্তানি হয়েছিল ১৪৯ দশমিক ৬৮ মিলিয়ন ডলারের তামাক। যা চলতি বছরের ১০ মাসে প্রায় ২ শতাংশ কম। এবার পুরো বছরের জন্য লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ১৮৫ মিলিয়ন ডলার। এ বিষয়ে জানতে চাইলে, বাংলাদেশ এগ্রি-প্রসেসর অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) সাধারণ সম্পাদক মো: ইকতাদুল হক বাংলানিউজকে বলেন, এ বিষয়ে আমাদের কোন মন্তব্য নেই। আমরা সরকারের কাছে কৃষিপণ্যের ভেতর থেকে তামাক বাদ দেয়ার প্রস্তাব করেছি। কিন্তু এখনো তামাক কৃষির মধ্যে রয়ে গেছে। রপ্তানিতে সরকারি সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্যের মধ্যে অন্যতম কৃষি। দেশ থেকে রপ্তানি হওয়া কৃষিপণ্যের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তামাক ও তামাকপণ্য যা মোট রপ্তানির প্রায় ১৯ শতাংশ। অন্যদিকে ড্রাইফুড মোট রপ্তানি হওয়া কৃষিপণ্যের মধ্যে ২০ দশমিক ৭৭ শতাংশ। আর মোট রপ্তানি আয়ের মাত্র ১ দশমিক ৬৩ শতাংশ কৃষিপণ্য।

আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস করলে

তারা আন্দোলন করবে, শরিকদের সঙ্গে বসবে। সেখানে আমাদের কোনও বক্তব্য নেই। তারা যদি রাজনৈতিকভাবে এগোতে চায় তাহলে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করবো। কিন্তু তারা যদি অগ্নিসন্ত্রাসের প্রস্তুতি নিয়ে রাস্তায় নামে তাহলে আমরা মোকাবিলা করবো। আওয়ামী লীগের প্রসঙ্গে আকাশচুম্বী, ক্ষমার অযোগ্য- বিএনপি নেতাদের এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, আওয়ামী লীগের ইতিহাসে পালিয়ে যাওয়ার রেকর্ড নেই। ২০০৭ সালে আর রাজনীতি করবো না এই মুচলেকা দিয়ে বিদেশে পালিয়ে গেছে তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাদের মূল নেতাই পালিয়ে আছে। ২৮ অক্টোবরের বক্তব্যে তারা বলেছিল আওয়ামী লীগ পালানোর পথ পাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম পল্টনের ময়দানে একে একে অলিগলি কোথা দিয়ে কোথায় পালালো- এটা বিএনপি। আমরা পালাবো কেন? আমাদের শক্তি দেশের জনগণ। আবারও আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস শুরু করলে তাদের পালিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করতে আওয়ামী লীগের দরকার নেই। তাদের নেতিবাচক রাজনীতিই যথেষ্ট। নির্বাচনে না এসে বিএনপি যে মস্ত বড় ভুল করেছে তার মাশুল তাদের দিতে হবে। ১৪ দলীয় জোট আছে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, ১৪ দলীয় জোট আছে। জোটনেত্রী শেখ হাসিনা নিজেই বলেছেন, জোট আছে এবং যথাসময়ে আলাপ আলোচনার জন্য বসবেন। উপজেলা নির্বাচনে এমপি-মন্ত্রী স্বজনদের প্রার্থিতা নিয়ে তিনি বলেন, দলীয় নির্দেশ অমান্য করলে তাদের শাস্তি পেতেই হবে। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে ৭৩ জন এমপি মনোনয়ন পাননি, ২৫ জন ক্যাবিনেট বাদ পড়েছেন। শাস্তিটা আসবেনাই আসতে পারে। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোজাম্মেল হক, এস এম কামাল হোসেন, মির্জা আজম, আফজাল হোসেন প্রমুখ।

দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা

একবার মাত্র চিকিৎসা অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ও হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের সময় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অর্থবছর অথবা এক বছরের মধ্যে হতে হবে। চিকিৎসা অনুদানের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রমাণে জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন/সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক/উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক 'গুরুতর আহত'র সমর্থনে প্রত্যয়নকৃত শিক্ষার্থীর চিকিৎসা সনদ, চিকিৎসা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও নির্ধারিত ফরমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়ন অনলাইনে আপলোড করতে হবে। শিক্ষার্থীদের আবেদন আগামী ১৪ জুন পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে স্বর্ণ পাচারচক্রের মুল হোতারা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সীমান্ত ও বিমানবন্দর ঘিরে ক্রমেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে স্বর্ণ চোরাচালান চক্র। স্বর্ণ পাচার কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছেনা তার অন্যতম কারণ হচ্ছে চক্রের মূল হোতারা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। পাচারকারীরা স্বর্ণ পাচারের জন্য শরীরের জুতা, জুতার সোল, প্যান্ট-শার্টের গোপন জায়গা, শরীরের কোমর ও পায়ুপথসহ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে। আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর হাতে মাঝেমধ্যে দু-একটি চালানসহ দু-একজন পাচারকারী ধরা পড়লেও স্বর্ণ পাচারকারীচক্রের মূল হোতা বা গডফাদাররা থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। সোনা উদ্ধারের পর তাৎক্ষণিকভাবে ধরা পরা ব্যক্তিদের কাছ থেকে সহযোগীদের নাম জানা গেলেও মূল ব্যক্তিদের নাম জানা যায় না। বিভিন্ন স্থান থেকে সোনা ধরা পড়ার খবর গণমাধ্যমে উঠে আসে। মাঝে মাঝে এত সোনা ধরা পড়ে বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জব্দ করে যে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কোথা থেকে আসে আর কারা জড়িত? তারা কেন ধরা পড়ে না? বিজিবি প্রায়শ:ই পাচারকারীসহ বিপুল পরিমান স্বর্ণ আটক করলেও থেমে নেই পাচার। কারন অধিকাংশ পাচারের সংবাদ পাওয়া যায় না। ভারতে সোনার চাহিদা এবং দাম বেশি হওয়ায় সীমান্ত পথে স্বর্ণ পাচার করছে আন্তর্জাতিক ও দেশি পাচারকারীরা। এক সূত্র থেকে জানা গেছে, চোরাচালানীরা কখনও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে, আবার কখনও ম্যানেজ করে ঢাকা থেকে বিভিন্ন জনের হাতবদল হয়ে সোনা পাচার করে ভারতে। বিভিন্ন সময়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন অভিযান চললেও সোনা পাচারের এসব সিন্ডিকেটের অঘোষিত মালিকরা রয়েছে বহাল তবিয়তে। এই চক্রের খুঁটির জোর বেশি থাকার কারণে এদের টিকিটিও কেউ স্পর্শ করছে না বলে জোর মতামত রয়েছে। যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো হওয়ার পাশাপাশি ঘাটে-ঘাটে বিপুল পরিমাণ হিস্যা দিতে পারার কারণে এবং সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকায় প্রতিদিন পাচার হচ্ছে কোটি-কোটি টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ সোনার বার। গত ২০ এপ্রিল দুপুরে খুলনা মহানগরীর লবণচরা থানার জিরো পয়েন্ট এলাকা থেকে ১২টি স্বর্ণের বারসহ মাসুম বিল্লাহ নামে সোনা পাচারকারী চক্রের এক সদস্যকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে ১২টি স্বর্ণের বার বাসে করে সাতক্ষীরায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছেএমন সংবাদের ভিত্তিতে নগরীর জিরো পয়েন্ট এলাকায় টুঙ্গীপাড়া এক্সপ্রেসের একটি বাস থামিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। একপর্যায়ে ঐ বাসের যাত্রী মাসুম বিল্লাহর জুতার নিচে সুকৌশলে লুকিয়ে রাখা স্বর্ণের বারগুলো উদ্ধার করা হয়। ১২টি স্বর্ণের বারের ওজন ১১৬ গ্রাম, যার আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ২০ লাখ টাকা। গত ২২ এপ্রিল যশোরের বেনাপোলের গোগা সীমান্ত থেকে ২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা চয়ন নামে এক যুবককে আটক করে। এ সময় তার জুতার ভেতর থেকে ছয় পিস সোনার বার উদ্ধার করা হয়। সে ভারতে পাচারের জন্য ঐ সোনা নিয়ে যাচ্ছিল। যার বাজারমূল্য প্রায় ৭২ লাখ টাকা। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ঝিনাইদহ, যশোর ও চুয়াডাঙ্গার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এখন স্বর্ণ চোরাকারবারিদের অন্যতম রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) অভিযানে প্রায়ই উদ্ধার হচ্ছে কোটি কোটি টাকার কেজি কেজি স্বর্ণবার ও অলংকার। এরপরও থেমে নেই স্বর্ণ চোরাকারবারিরা। প্রতিনিয়ত কৌশল বদল করে তারা স্বর্ণ পাচার অব্যাহত রাখছে বলে জানা গেছে। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মতে, বিদেশ থেকে স্বর্ণ দেশে আসার পর মূলত দুটি জায়গায় যায়। প্রথমত, বাংলাদেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা এটা কিনে নেন। দ্বিতীয়ত, ভারতে পাচার করা হয়। বিশ্বে স্বর্ণের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভোক্তা দেশ ভারত। সূত্র জানায়, ২০১৩ সালের ২৪ জুলাই বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় স্বর্ণের চোরাচালান আটক করেছিলেন শুল্ক গোয়েন্দারা। এদিন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটের কার্গো হোল্ড থেকে ১২৪ কেজি স্বর্ণ জব্দ করা হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানায়, দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে আসা বারগুলো প্রধানত শাহজালাল ও চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে দেশে প্রবেশ করে। যেসব বাংলাদেশি স্বর্ণ বহন করেন দুবাই থেকেই তাদের ও তাদের একজন স্বজনের ফোন নম্বর, পাসপোর্টের কপি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, এনআইডির ফটোকপি রেখে দেওয়া হয়। প্রবাসীরা প্লেন থেকে নামার পর প্রথমে যান কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাউন্টারে। সেখানে গিয়ে বারের ট্যাক্স দিয়ে রসিদ নেন। বার বৈধ করার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশি ডিলারের প্রতিনিধি বিমানবন্দরের আশপাশ থেকে রসিদসহ স্বর্ণ বুঝে নেন। বিশ্বস্ত এক সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রামের হাজারী লেন ও নিউমার্কেট এলাকার বেশ কয়েকজন স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বর্ণ চোরাচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত এবং তারা চট্টগ্রামকে রুট ব্যবহার করে মিয়ানমার থেকে ভারতে স্বর্ণ পাচার করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। চোরাচালানের স্বর্ণ প্রথমে চট্টগ্রামে আসে এবং পরে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সহায়তায় ঢাকার তাঁতিবাজার হয়ে ভারতে পাঠানো হয়। কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের কিছু স্বর্ণ ব্যবসায়ী মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, বিভিন্ন সময়ে সোনাসহ আটক ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক সোনা পাচারকারীদের কাছে বাংলাদেশ এখন একটি নিরাপদ রুট। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা সোনা বাংলাদেশ হয়ে চলে যাচ্ছে প্রতিবেশী দেশের বাজারে। পাচার হওয়া সোনার কিছু অংশ মাঝেমধ্যে ধরা পড়ছে ঢাকার হজরত শাহজালাল ও চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দরেও। নাম না প্রকাশের শর্তে এক সিআইডি কর্মকর্তারা বলছেন, চোরাচালানের টাকা দিয়ে কেউ করেছেন বাড়ি, কেউ কিনেছেন গাড়ি, কেউ বানিয়েছেন বিপণিবিতান, কেউ আবার গরুর খামার করেছেন।

ডাক বিভাগকে সাড়ে ৫ কোটি টাকা রাজস্ব দিল 'নগদ'

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের শীর্ষস্থানীয় মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সঙ্গে রাজস্ব ভাগাভাগি করেছে। ২০২৩ সালের আয় থেকে ৫ কোটি ৫১ লাখ ৩৭ হাজার ৫৫৮ টাকার রাজস্ব ডাক বিভাগকে বুঝিয়ে দিয়েছে নগদ। বাংলাদেশ সচিবালয়ে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে নগদ কর্তৃপক্ষ ডাক বিভাগের প্রাপ্য রাজস্বের চেক হস্তান্তর করে। অনুষ্ঠানে নগদ লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী তানভীর এ মিশুকের কাছ থেকে চেক গ্রহণ করেন ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) তরুণ কান্তি সিকদার। এ সময় ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং নগদ লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক মো. সাফায়েত আলমসহ দুই প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। নগদ লিমিটেড ও ডাক বিভাগের চুক্তি অনুযায়ী, নগদের সেবা থেকে মোট আয়ের ৫১ শতাংশ রাজস্ব পায় বাংলাদেশ ডাক বিভাগ। বাকি ৪৯ শতাংশ রাজস্ব পায় নগদ লিমিটেড। এর আগে ২০২০ সালে ১ কোটি ১২ লাখ টাকা, ২০২১ সালে ৩ কোটি ৩১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৭৭ টাকা ও ২০২২ সালে ৪ কোটি ৫০ লাখ ৪৬ হাজার টাকা রাজস্ব ডাক বিভাগকে বুঝিয়ে দিয়েছে নগদ লিমিটেড। অনাড়ম্বর এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল সেবা হিসেবে নগদের ভূয়সী প্রশংসা করেন জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি মনে করেন, এ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের কারণে দেশ ডিজিটাইজেশন থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে অনেকটাই অগ্রগামী হচ্ছে। এছাড়া খুব দ্রুতই যাত্রা শুরু করতে যাওয়া নগদ ডিজিটাল ব্যাংকের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন নগদ ডিজিটাল ব্যাংক দেশকে ক্যাশলেস সোসাইটিতে পরিণত করার দিকে এগিয়ে নেবে। চেক হস্তান্তর শেষে নগদ লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী তানভীর এ মিশুক বলেন, আমরা সবসময়ই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে থাকি। আমরা ডাক বিভাগের ডিজিটাল সেবা হিসেবে যাত্রা শুরু করেছি। সেজন্য চুক্তি অনুযায়ী ডাক বিভাগের সাথে রাজস্ব ভাগাভাগি করি আমরা। আশা করি, আমাদের পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ আরও দীর্ঘায়িত হবে এবং আরও অনেক দুয়ার উন্মোচন হবে। ২০১৯ সালের মার্চে যাত্রার পর থেকেই সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে নগদ। পিছিয়ে পড়া মানুষকে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিতে এনে দেশের ডিজিটাল আর্থিক খাতে বিপ্লব ঘটিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এখন দেশের অন্যতম শীর্ষ এ মোবাইল আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক সাড়ে ৯ কোটির ওপরে। প্রতিষ্ঠানটি এখন গড়ে দৈনিক এক হাজার ৮০০ কোটি টাকা লেনদেন করে থাকে। নগদ দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য স্মার্ট ফোনের জন্য ই-কেওয়াইসি ও বাটন ফোনের জন্য *১৬৭# সেবা উদ্ভাবন করে। পাশাপাশি সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জসহ অত্যাধুনিক সব সেবার মধ্য দিয়ে আর্থিক খাতে পরিবর্তন ঘটিয়েছে নগদ। এর পাশাপাশি নগদ অত্যাধুনিক সাইবার নিরাপত্তার মাধ্যমে গ্রাহকের তথ্য ও অর্থের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপবৃত্তি থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা তহবিল, সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বিভিন্ন সহায়তা ও ভাতার টাকা অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে উপকারভোগীদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে নগদ। সব মিলিয়ে ২৭টি মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিতরণের দায়িত্ব পালন করছে এ প্রতিষ্ঠানটি।

গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরের কলেজ মোড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় শের খান (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও দুজন। গতকাল সোমবার সকাল ৮টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শের খান ঢাকা মিরপুর-২ এর রূপনগর আবাসিক এলাকার ছিদ্দিক খানের ছেলে। আহতরা হলেন- প্রাইভেটকারচালক সোহেল ও নড়াইল এক্সপ্রেসের যাত্রী নড়াইলের লোহাগাড়া উপজেলার মোস্তফার ছেলে হাফিজুর (৪০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নড়াইল থেকে ছেড়ে আসা নড়াইল এক্সপ্রেসের একটি যাত্রীবাহী বাস বিপরীতমুখী ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা প্রাইভেটকারটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাইভেটকার আরোহী শের খান নিহত হন ও অপর দুজন আহত হন। খবর পেয়ে মুকসুদপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মী ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। মুকসুদপুর থানার ওসি মোহাম্মদ আশরাফুল আলম জানান, ঘাতক বাসটি জব্দ করা হলেও এর চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছেন। তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

ময়মনসিংহে ভারতীয় হাতির আক্রমণে কৃষক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সীমান্তবর্তী ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলায় ভারতীয় বন্য হাতির আক্রমণে মো. আলতাফ উদ্দিন (৭০) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার ভোর সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার দুবাজুড়ি এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত আলতাফ উদ্দিন স্থানীয় বানাইচিংড়ি গ্রামের মৃত জাফর উদ্দিনের ছেলে। এদিন সকালে হালুয়াঘাট থানার এসআই মো. আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, পাকা ধান কেটে জমিতে বিছিয়ে রাখা হয়েছিল। রাতে ওই ধান পাহ-াড়া দিচ্ছিলেন কৃষক আলতাফ উদ্দিন। শেষ রাতে হঠাৎ ভারতীয় বন্য হাতির দল ওই ধান ক্ষেতে হানা দেয়। এ সময় হাতির আক্রমণে মারাত্মক আহত হন আলতাফ। পরে আশপাশের লোকজন তাকে স্থানীয় জয়রামকুড়া হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক ওই কৃষককে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আইনি ব?্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানিয়েছেন ওই পুলিশ কর্মকর্তা।

রোহিঙ্গা নেতাকে গুলি করে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা শিবিরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের গুলিতে মোহাম্মদ ইলিয়াছ (৪৩) নামে এক রোহিঙ্গা নেতা নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার ভোরে উখিয়ার ক্যাম্প-৪ এক্সটেনশনের সি-৩ ব্লকে এ ঘটনা ঘটে। ইলিয়াছ ওই ক্যাম্পের সি-ব্লকের আবুল কাশেমের ছেলে। তিনি ব্লকের হেড মাঝি (কমিউনিটি নেতা) ছিলেন। উখিয়া থানার ওসি মো. শামীম হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গত রোববার রাতে নিজ ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন ইলিয়াছ। গতকাল সোমবার ভোরে ১০ থেকে ১৫ জন দুর্বৃত্ত ঘরের দরজা ভেঙে তাকে তুলে নিয়ে যায়। এক পর্যায়ে পার্শ্ববর্তী হ্যান্ডিক্যাপ অফিসের পেছনে নিয়ে তাকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। ওসি জানান, প্রাথমিকভাবে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী সংগঠন আরসার সদস্যরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হচ্ছে। এছাড়া লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

চট্টগ্রামে নসিমন উল্টে চালকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে নসিমন গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে চালক মোহাম্মদ তারেক (২৫) এর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার পাইন্দং ইউপির বেড়াজালি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোহাম্মদ তারেক করবলা টিলা এলাকার বাদশা আলমের ছেলে। নসিমন গাড়ির হেলপার মো. জিহান জানান, বড় ট্রলি গাড়িকে সাইড দিতে গিয়ে নসিমন উল্টে বিলে পড়ে যায়। এসময় চালক তারেক চাপা পড়ে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা.আরেফিন আজিম বলেন, গুরুতর আহত অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বরিশালের হিজলায় চেয়ারম্যান পদে আপন দুইভাই ও চাচা-ভাতিজার লড়াই

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশাল সদর ও বাকেরগঞ্জ উপজেলা নির্বাচনে প্রথম দফায় ভোটগ্রহণের পরিবেশ ও ফলাফলের পর পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে প্রার্থীদের মনোবল অনেকেটাই বেড়েছে। তাই এখন প্রার্থীরাও প্রচারণার মাঠে সরব। দ্বিতীয় দফায় ২১ মে অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে বরিশালের হিজলা ও মুলাদী উপজেলার ভোটগ্রহণ হবে। আর এ নির্বাচনে হিজলা উপজেলায় চেয়ারম্যান প্রার্থীদের নিয়ে বেশ উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ ভোটারদের মাঝে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, চেয়ারম্যান পদে পাঁচ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যারা সবাই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গেই যুক্ত আছেন। আর এই পাঁচ প্রার্থীর মধ্যেই রয়েছেন আপন দুই ভাই এবং চাচা-ভাতিজা। যারা প্রতীক বরাদ্দ পেয়ে শুরু করেছেন প্রচার-প্রচারণা । উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি দুইবারের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান সুলতান মাহমুদ (টিপু সিকদার) মটরসাইকেল প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অপরদিকে তার আপন ভাই উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আলতাফ মাহমুদ (দিপু সিকদার) ঘোড়া প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। এছাড়া সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মরহুম বেলায়েত হোসেন ঢালীর ছেলে মো.নজরুল ইসলাম (রাজু ঢালী) চিংড়ি মাছ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণার মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। এদিকে তার আপন চাচা মো. দেলোয়ার হোসেন (ফারুক ঢালী)ও আনারস প্রতীকে নির্বাচন করছেন হিজলা উপজেলা থেকেই। এই চারজন প্রার্থী ছাড়াও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সার্জেন্ট মো.হাফিজুর রহমান হেলিকপ্টার প্রতীক নিয়ে লড়াই করছেন এবারের ভোটে। ভোটাররা বলছেন, আপন সহোদর আর চাচা-ভাতিজার ভোট যুদ্ধে নামায় এখন নির্বাচনী আমেজটাই ভিন্ন। অনেকটাই পারিবারিক লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে প্রার্থীদের ভোটের লড়াই। তবে যে ভালো কাজ করবে এবং যার মাধ্যমে উপজেলার উন্নয়ন হবে তাকেই ভোট দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ভোটাররা। এদিকে হিজলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. জাহাঙ্গির হোসেন বলেছেন, এখন পর্যন্ত আচরণ বিধি লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। নির্বাচনকে উৎসবমুখর করতে যা প্রয়োজন তাই করা হবে। চেয়ারম্যান ছাড়াও হিজলা উপজেলায় ভাইস চেয়ারম্যান পদে পাঁচ জন প্রার্থী ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে আরও দুজন প্রার্থী রয়েছেন। ভাইস চেয়ারম্যান পদের প্রার্থীরা হলেন- সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মো. লোকমান হোসেন, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মো. সোলাইমান (শান্ত),উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. ফারুক ইসলাম। এছাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মো. কামরুজ্জামান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও হিজলা গৌরবদী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মিলনের ছেলে উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো.সাইদুল ইসলাম মাহিম নির্বাচন করছেন। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান নাজমা বেগম ও উপজেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সেলিনা ইসলাম। ছয় ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত হিজলা উপজেলায় ভোট কেন্দ্র রয়েছে ৪৯ টি। আর একজন হিজড়া ভোটারসহ এ উপজেলায় মোট ভোটার সংখ্যা এক লাখ ৩১ হাজার ৬২১ জন।

কুমিল্লায় যুদ্ধাপরাধ মামলার আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লায় যুদ্ধাপরাধ মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত রোববার রাতে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র?্যাব)-১১ কুমিল্লার একটি দল জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। গতকাল সোমবার সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছেন র?্যাব-১১ কুমিল্লার উপপরিচালক মাহমুদুল হাসান। গ্রেপ্তারকৃত আসামির নাম মো. আবু বক্কর সিদ্দিক (৮০)। তিনি সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার উত্তর কদমতলা গ্রামের বাসিন্দা। র?্যাব কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান জানান, জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার উত্তর রামপুর এলাকা থেকে আবু বক্কর সিদ্দিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি। তিনি দীর্ঘদিন কুমিল্লায় তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আত্মগোপন করে ছিলেন। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে তাকে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ধর্ম নিয়ে কটূক্তি: জবি শিক্ষার্থীর ৫ বছর কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) থেকে সাময়িক বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী তিথি সরকারকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক জুলফিকার হায়াত এ রায় দেন। ২০২০ সালের ৫ নভেম্বর ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে আবু মুসা রিফাত নামে এক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করেন। মামলায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে কটূক্তি করে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ আনা হয়। মামলায় অভিযোগ করা হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী তিথি সরকার গত ১৬ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিজের ফেসবুক পেজ থেকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও কটূক্তি করেছেন। এরপর পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) তিথি সরকারকে গ্রেপ্তার করে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার কারণে তিথিকে তার সংগঠন ছাত্র অধিকার পরিষদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। একই অভিযোগে ওই বছর ২৬ অক্টোবর রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত আদেশে তিথি সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বহিষ্কার করা হয়।

রাজধানীতে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হাজারীবাগ বউবাজার এলাকায় কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় শিল্পী বেগম (৪২) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হাজারীবাগ বউবাজার বেড়িবাঁধে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্বজনরা ওই নারীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক দুপুর দেড়টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। তার ছেলে মো. রাব্বী জানান, তাদের বাড়ি বরিশাল জেলার গৌড়নদী উপজেলার নরসিংহলপট্টি গ্রামে। বর্তমানে হাজারীবাগ বউবাজার বালুমাঠ এলাকায় ভাড়া থাকে। তার মা শিল্পী বেগম বাসা বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করতেন। তিনি আরও জানান, তার বাবা আল-আমিন হাওলাদার রিকশাচালক।

সাত বিভাগে বৃষ্টির আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম ছাড়া দেশের বাকি সাত বিভাগে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি হতে পারে এসব বিভাগের বিভিন্ন স্থানে। পাশাপাশি বাড়তে পারে গরম। গতকাল সোমবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর প্রভাবে আগামী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগসমূহের দুএক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে।

লালবাগে চোরাই বাইসাইকেলসহ

ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় থানার একটি টিম। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় মিজানকে চোরাই বাইসাইকেলসহ গ্রেপ্তার করা হয়। পরে মিজানের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বংশালের নাজিরা বাজার এলাকা হতে সোহেল ও তানভীর হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, গ্রেপ্তাররা পেশাদার চোরাই বাইসাইকেল কেনা-বেচা চক্রের সক্রিয় সদস্য। তারা ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থান হতে চোরাই বাইসাইকেল সংগ্রহ করে সহজ-সরল লোকদের কাছে বিক্রি করতো। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। লালবাগ থানার মামলায় গ্রেপ্তারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এমপি আবদুল হাফিজ মল্লিককে

বলেছে ইসি। গতকাল সোমবার নির্বাচন কমিশনের উপসচিব মো. আতিয়ার রহমান এমপি আবদুল হাফিজ মল্লিককে চিঠি পাঠান। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, নির্বাচনে ভোটগ্রহণের দিন আপনি ৪৭নং মঙ্গলসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে প্রকাশ্যে ভোট দিয়েছেন। যার ভিডিও বিভিন্ন গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়) ছবিসহ প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ্যে ভোট দিয়ে ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা না করা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা অনুসারে শাস্তিযোগ্য নির্বাচনি অপরাধ। ওই অপরাধ সংঘটনের কারণে আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও পদ্ধতিগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্পিকারের কাছে কেন পত্র দেওয়া হবে না, সে বিষয়ে আগামী বুধবার (১৫ মে) দুপুর ১২টায় নির্বাচন কমিশনে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই অবস্থায় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে আপনাকে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

জেন্ডার বাজেটের কার্যকর বণ্টন

(বিএনপিএস)। বিএনপিএস'র পরিচালক শাহনাজ সুমীর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। মূল বক্তব্যে ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, সরকার জেন্ডারবান্ধব বাজেট করলেও বাস্তব অগ্রগতি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পর্যালোচনা বা সমীক্ষা পাওয়া যায় না। পর্যবেক্ষণের অভাবে বাজেটে বরাদ্দের কতটুকু নারীর জীবনের কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো, সে বিষয়েও কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। তাই মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর বরাদ্দকৃত জেন্ডার বাজেটের কার্যক্রমগুলো কীভাবে সরাসরি নারীর ক্ষমতায়ন ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত, তার অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রতি বছর তৈরি ও জনসমক্ষে পেশ করতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে রোকেয়া কবীর বলেন, দেশের ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠীই নারী; যাদের সিংহভাগই সম্পদহীন, ক্ষমতাহীন, উপার্জনের সুযোগবঞ্চিত ও পরনির্ভরশীল। গত কয়েক বছরের বাজেটে নারীদের বড় আকারের ঋণ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু একজন নারীকে বড় আকারে ঋণ নিতে হলে সম্পদ বন্ধক দিতে হয়। যার উত্তরাধিকারে সমান অধিকার নেই, তিনি কীভাবে সম্পদ বন্ধক রাখবেন? সম্পদ বন্ধক ছাড়া নারীদের ঋণ প্রদানের নিয়ম চালু করতে হবে। এজন্য উত্তরাধিকার আইনে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। খাসজমির বণ্টনে নারীদের ক্ষেত্রে শর্তবিহীন (উপযুক্ত ছেলে থাকা) বণ্টন নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি।

আবদুল্লাহর নাবিকরা স্বজনদের কাছে

আবদুল্লাহ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা পার হয়। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে তখন জাহাজের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া, ডেকে হাই প্রেসার ফায়ার হোস বসানো হয়, যাতে জলদস্যুরা ফের হামলা করলে উচ্চচাপে পানি ছিটানো যায়। গত ২২ এপ্রিল বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সোয়া সাতটার দিকে জাহাজটি দুবাইয়ের আল হামরিয়া বন্দরের জেটিতে ভিড়েছিল। কয়লা খালাস শেষে ২৭ এপ্রিল স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নতুন ট্রিপের পণ্য লোড করতে ইউএইর মিনা সাকার (Mina Saqr) বন্দরে যায়। সেখান থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল এমভি আবদুল্লাহ।

৫৫ কেজি স্বর্ণ চুরি মামলার

রাখা হয়েছিল। তবে কীভাবে এতো পরিমাণ স্বর্ণ উধাও হলো সে বিষয়ে কাস্টমসের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি। এ ঘটনায় সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা সোহরাব হোসেন বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

সাবেক ভূমিমন্ত্রীর সম্পদের

রিটের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আইনজীবী নিজে। রিটে 'সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সাম্রাজ্য যুক্তরাজ্যে' ও 'ব্রিটেনে বাংলাদেশি রাজনীতিবিদের ২০০ মিলিয়ন পাউন্ডের সাম্রাজ্য' শিরোনামে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত দুটি প্রতিবেদনের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রতি নির্দেশনা চাওয়া হয়। এর আগে ২৮ এপ্রিল দুদকে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদের অনুসন্ধান চেয়ে আবেদন করেছিলেন এই আইনজীবী। এতে ফল না পেয়ে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে দুদকের চেয়ারম্যান, কমিশনার (অনুসন্ধান), কমিশনার (তদন্ত) ও সচিব বরাবরে লিগ্যাল (আইনি) নোটিশ পাঠানো হয়। এরপরও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধানের নির্দেশনা চেয়ে ৮ মে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিটটি করা হয়। এর আগে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিদেশে সম্পদের বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। নির্বাচনী হলফনামায় বিদেশে সম্পদ থাকার কথা গোপন করার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। লন্ডনে ব্যবসা ও সম্পদ থাকার কথা এক সংবাদ সম্মেলনে স্বীকার করেন সাবেক ভূমিমন্ত্রী। তবে তিনি দাবি করেন, বিদেশের সম্পদ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে কোনো টাকা নেননি। সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, তার বাবা ১৯৬৭ সাল থেকে লন্ডনে ব্যবসা করেছেন। তিনি নিজে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করে ১৯91 সাল থেকে সেখানে ব্যবসা করেন। এরপর তিনি লন্ডনে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছেন। হলফনামায় বিদেশে সম্পদের তথ্য দেওয়ার আলাদা কোনো ছক নেই বলেও জানান তিনি। তার এই বক্তব্যকে অযৌক্তিক বলেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, নির্বাচনী হলফনামায় মিথ্যা বা অপর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশ করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। হলফনামায় একজন প্রার্থীর সব সম্পদের বিবরণ প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা দেশে বা বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন। এ ঘটনার তদন্ত দাবি করে টিআইবি।

কেউ বলতে পারবে না পানি উঠবে

জনগণ দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাবে। পাহাড়ের মাটি এসে নালা ভরছে। পাহাড় কাটা বন্ধ করতে হবে। এর জন্য সব সংস্থা একযোগে কাজ করতে হবে। লালখান বাজারের পাহাড়ের মাটি জিইসি পর্যন্ত চলে গেছে। চসিককে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। জলাবদ্ধতা নিরসনে সিলট্রেপ করতে হবে। নয়তো আমরা সন্দিহান। ৩৬টি খালের কাজ চলছে। বাকি ২১টি খালের অবস্থা খারাপ। কোনোটা ভরাট হয়ে গেছে। কোনোটা বেদখল হয়ে গেছে। এগুলো উদ্ধারে আমরা পরিকল্পনা করছি। তিনি বলেন, বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার জায়গা নান্দনিক। উঁচু দেয়ালের জন্য নান্দনিক ভিউ দেখা যাচ্ছে না। বে টার্মিনালে উঁচু দেয়াল দেওয়া হলে পতেঙ্গা অন্ধকার কুটুরিতে পরিণত হবে। তাই কোনো প্রকল্প নেওয়ার সময় সমন্বয় সভায় আলোচনা করা উচিত। প্রকৃতিকে পরিবর্তন করা যাবে না। পরিবর্তন করতে গেলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবে। উপস্থিত ছিলেন সিডিএর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউনুছ, চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক একেএম ফজলুল্লাহ প্রমুখ। সিডিএর পক্ষ থেকে জানানো হয়, জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের ৭০ দশমিক ৩৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৬০ বর্গকিলোমিটারের জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ চলছে। আসন্ন বর্ষায় জলাবদ্ধতা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে কাজ করছে সিডিএ। বর্ষায় ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম কাজ করবে। ১২০ কিমি রিটেইনিং ওয়াল, ৩৬টি ব্রিজের কাজ শেষ হয়েছে।

মোটরসাইকেলের গতিসীমা

গতিসীমা নির্ধারণের কারণে মোটরবাইকের পেছনে যেসব দ্রুতগতির যানবাহন চলবে সেগুলো সামনে থাকা মোটরবাইককে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনার পরিমাণ বাড়বে বা পেছনে থাকা যানবাহনগুলো যদি সামনে থাকা মোটরবাইকের গতিতে চলতে থাকে তাহলে যানজটের পরিমাণ আরও বাড়বে। তাছাড়া বাংলাদেশের সব রাস্তায় লেন নেই বা লেন তৈরি করাও সম্ভব নয়। মোটরবাইকের এ গতিসীমা নির্ধারণের কারণে যেখানে লেন নেই সেখানে আরও দুর্ঘটনার পরিমাণও বাড়বে। বাইকাররা বলছেন, আমরাও আইন মেনেই চলতে চাই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এ আইন মানতে গিয়ে দুর্ঘটনার সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা আছে। তাই মোটরবাইকারদের দাবি যারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং যানবাহন পরিচালনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সঙ্গে নিয়ে একটি কমিটি করে এ নীতিমালাকে সংশোধন করে নতুন একটি যুগোপযোগী, কার্যকরী ও বাস্তবসম্মত নীতিমালা তৈরি করা যার মাধ্যমে রাস্তার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, দুর্ঘটনা সংখ্যা কমিয়ে আনা এবং রাস্তার যানজট সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়।

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে

চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা বেশ কিছুদিন ধরে যাত্রাবাড়ীসহ রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় পথচারীদের চাকুর ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা ও মোবাইল ফোনসহ বিভিন্ন মূল্যবান সম্পদ ছিনতাই করে আসছিলেন। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

শাহিন হত্যা পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন ৪

হোসেন। সুমন ও শফিকুল ছাড়া বাকি ১৩ আসামি কারাগারে। তাদের মধ্যে ৯ জন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। ২০২১ সালের ১৬ মে শাহিন উদ্দিন হত্যাকাণ্ডের পর ওই রাতেই নিহতের মা আকলিমা বেগম বাদী হয়ে পল্লবী থানায় সাবেক এমপি আউয়ালসহ ২০ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন। মামলায় এম এ আউয়ালকে প্রধান আসামি করা হয়। এছাড়া অন্য আসামিরা হলেন, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা সুমন, মো. আবু তাহের, মুরাদ, মানিক, মনির, শফিক, টিটু, কামরুল, কিবরিয়া, দিপু, আবদুর রাজ্জাক, মরন আলী, লিটন, আবুল, বাইট্টা বাবু, বড় শফিক, কালু ওরফে কালা বাবু, নাটা সুমন ও ইয়াবা বাবু। মামলার এজাহারে আকলিমা বেগম বলেন, ২০২১ সালের ১৬ মে বিকেল ৪টার দিকে সুমন ও টিটু নামের দুই যুবক শাহিন উদ্দিনকে জমির বিরোধ মেটানো হবে বলে জানিয়ে ফোন করে ডেকে নেন। শাহিন উদ্দিন মোটরসাইকেলে পল্লবীর ডি-ব্লকের ৩১ নম্বর সড়কের ৪০ নম্বর বাসার সামনে গেলে সুমন ও টিটুসহ ১৪ থেকে ১৫ জন মিলে তাকে টেনে-হিঁচড়ে ওই বাড়ির গ্যারেজে নিয়ে যান। এসময় শাহিন উদ্দিনের ৬ বছরের ছেলে মাশরাফি গেটের বাইরে ছিল। গ্যারেজে নিয়ে তাকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকেন তারা। এরপর তাকে ওই গ্যারেজ থেকে বের করে ৩৬ নম্বর বাড়ির সামনে আবার কুপিয়ে ফেলে রেখে চলে যান। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এনবিআর-কাস্টমসের হয়রানির বিষয়

আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করেছি। সমস্যা যখন চিহ্নিত হয়েছে সমাধান হতে বাধ্য। সুতরাং আমরা সমাধানের সূত্রগুলো বের করব এবং সমাধানগুলো খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, রোববার কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত এসেছিলেন। তিনি এনবিআর এবং কাস্টমসের হয়রানি নিয়ে কথা বলেছেন। এছাড়া সাংবাদিকরা রয়েছেন অনেক কথা আছে, যেগুলো আমি বলতে পারব না। সমস্ত জায়গা থেকে একটি অভিযোগ আসছে। আমি সম্প্রতি ওমরাহ হজ করে এসেছি। সৌদি আরবে ব্যবসায়ী-রা জোর করেই আমার সঙ্গে বসে ছিলেন। বাঙালি ব্যবসায়ীরা সেখানে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকেও একই ধরনের অভিযোগ এসেছে। তিনি জানান, দুটি বিষয় আছে, একটি হলো রেমিট্যান্স পাঠানো, আর আরেকটি তারা যে ব্যবসা করে, তারা যেসব মালামাল পাঠায় তা নিয়ে চট্টগ্রাম কাস্টমস ও এনবিআরের সমস্যা পোহাতে হয় তাদের। সর্বসাকুল্যে আমি বলব এনবিআর এবং কাস্টমসের যে সমস্যাগুলো রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এটা বড় সমস্যা। আমি সমস্যাগুলো নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী বলেন, পোশাক শিল্পকে আমরা শুধু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হিসেবে দেখছি না, সমাজ পরিবর্তনেও আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। দারিদ্র বিমোচনেও আপনারা মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন। প্রায় ৪২ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত অধিকাংশ শ্রমিক নারী। নারীরা স্বপ্ন দেখতে শিখেছে। কাজেই সেই শিল্পকে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিজিএমইএ'র দাবির প্রেক্ষিতে মন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রস্তুত না করে বাইরে কোথাও শিল্প করতে দেওয়া যাবে না, এটা শিল্পনীতি হতে পারে না। আপনারা নগদ সহায়তা প্রদান ২০২৬ সাল পর্যন্ত বলবৎ রাখার দাবি জানিয়েছেন। আমাদের টার্গেটে পৌঁছাতে হলে বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে এই নগদ সহায়তার বিষয়টি থাকতে হবে। এর আগে বিজিএমইএ সভাপতি এস এম মান্নান (কচি) বলেন, আমাদের আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় হয়রানির জায়গা এনবিআর। এনবিআরের চেয়ারম্যান অত্যন্ত সৎ একজন মানুষ। কিন্তু তার নিচে যারা আছে... আলোর নিচে যেমন অন্ধকার সেই অন্ধকার। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করলে অডিট হয় না। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করলে আমদানি- রপ্তানির ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়। এতে করে নির্দিষ্ট সময়ে আমরা আমাদের মাল আমদানি করতে পারছি না, রপ্তানিও করতে পারছি না। তিনি বলেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করলে আইনি কোন বাধা থাকে না। কিন্তু যোগাযোগ না করলেই হয়রানির শিকার হতে হয়। আমরা যাতে আইন মেনেই সুন্দর সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা করতে পারি তার দাবি জানাচ্ছি। আমরা হয়রানিমুক্ত ব্যবসা করতে চাই। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সার্কুলার জারি করেছে অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরে শিল্প করা যাবে না। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে মাত্র তিনটি চালু হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল চালু না করেই বাহিরে শিল্প করা যাবে না, এমন নির্দেশনা দিলে বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এই সার্কুলার তুলে নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। এ সময় ২০২৬ সাল পর্যন্ত পোশাক রপ্তানিতে নগদ সহায়তা বহাল রাখার দাবি জানান বিজিএমইএ সভাপতি। পাশাপাশি সোর্স ট্যাক্স ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে দশমিক ৫০ শতাংশ করার দাবি জানান তিনি।

শিশু জায়েদকে মামার জিম্মায়

দিয়েছেন আদালত। আদালত ভিন্নরূপ দাবি না থাকায় শিশুটির তত্ত্বাবধান ও হেফাজতের জন্য তার মামার কাছে অস্থায়ীভাবে হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন। শিশুটির আরো উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া এবং এ ব্যাপারে পদক্ষেপগুলো প্রতিবেদন আকারে আদালতে দাখিল করতে হবে। শিশুটির অভিভাবকত্ব নিয়ে সংশ্লিষ্ট আদালতে দরখাস্ত দাখিল ও নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ময়মনসিংহের ভালুকায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মায়ের মৃত্যু হলেও কোল থেকে ছিটকে পড়ে অলৌকিক বেঁচে আছে দেড় বছরের শিশুপুত্র মেহেদী হাসান ওরফে জায়েদ। মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে শিশুটি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২৬ নং ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তার ছবি দেওয়া হয়। পরে ছবিটি ভাইরাল হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে শিশুটির কোনো আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান পাওয়া না গেলেও দুই দিন পর রোববার স্বজনদের মাধ্যমে পরিচয় মিলেছে তাদের। নিহতের বড় ভাই রবিন মিয়া ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসে মর্গে থাকা বোন জায়েদা খাতুনের (৩২) মরদেহ এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভাগ্নে মেহেদী হাসানকে শনাক্ত করেন। নিহত জায়েদা খাতুন সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলার খুশিউড়া গ্রামের মো. রমিজ উদ্দিনের মেয়ে। এদিকে রোববার সকালে হাসপাতালের পরিচালককে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শিশুটিকে দেখতে ওয়ার্ডে যান। এ সময় হাসপাতালের পরিচালক গোলাম ফেরদৌস সাংবাদিকদের জানান, শিশুটি এখন শঙ্কামুক্ত। সমাজসেবা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকবে। প্রকৃত অভিভাবক পেলে তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এদিকে পুলিশ জায়েদার স্বামী ফারুক মিয়াকে খুঁজছে। হাসপাতালে আগত স্বজনদের কেউ কেউ বলছেন, শিশুর বাবা ফারুক মিয়া হাসপাতালে আড়াল করে আছেন। ভালুকা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতাউর রহমান জানান, ৯ মে শুক্রবার রাত ৩টার দিকে ভালুকা উপজেলার ভরাডোবা হবিরবাড়ি মাস্টারবাড়ি এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় অজ্ঞাতপরিচয় মা ও শিশুপুত্রকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কীভাবে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা তারা জানেন না। স্থানীয় লোকজন খবর দিলে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর ওই নারী মারা যান। শিশুপুত্রটি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। নিহতের বড় ভাই রবিন মিয়া জানান, প্রথমে ময়মনসিংহের তারাকান্দায় বিয়ে হলেও স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সেই সংসার ভেঙে যায় তার বোন জায়েদা খাতুনের। এরপর জায়েদা খাতুনের বিয়ে হয় নরসিংদীর পলাশ থানার গজারিয়া ইউনিয়নের কফিল উদ্দিনের ছেলে মো. ফারুক মিয়ার সঙ্গে। স্বামী ফারুক মিয়া এর আগেও একটি বিয়ে করেন। সেই ঘরে এক স্ত্রী ও তিন সন্তান রয়েছে।

জিপিএ-৫ পেয়েও ভালো কলেজ

হাজার ১২৯ জন। তাই ভালো কলেজগুলো যদি কেবল জিপিএ-৫ পাওয়াদেরই ভর্তি করে তারপরও সব প্রার্থী এসব কলেজে ভর্তি হতে পারবেন না। অন্তত ৮০ হাজার শিক্ষার্থীকে ভর্তি হতে হবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় গ্রেডের কলেজে। শূন্য থাকবে প্রায় ১৬ লাখ আসন বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এবং আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের তথ্য বলছে, সারা দেশে নয় হাজার ১৮১টি কলেজ ও মাদ্রাসায় একাদশ শ্রেণিতে পাঠদান করানোর অনুমতি রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিযোগ্য আসন আছে প্রায় ২২ লাখের মতো। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিকে আছে আরও প্রায় সাড়ে ৪৩ হাজারের বেশি আসন। আর কারিগরি বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পর্যায়ে প্রায় নয় লাখ আসন রয়েছে। সবমিলিয়ে আসন রয়েছে প্রায় সাড়ে ৩৩ লাখ। এবার পাস করেছে ১৬ লাখ ৭২ হাজার। অর্থাৎ সব শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার পরও আসন শূন্য থাকবে প্রায় সাড়ে ১৬ লাখ। সবার নজর থাকবে ২৫০ কলেজে একাধিক শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, দেশে সাড়ে ১১ হাজার প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণিতে পাঠদান হলেও মূলত আড়াইশ কলেজে ভর্তির আগ্রহ থাকে সবার। এর মধ্যে প্রায় ২০০টি হলো কলেজ ও মাদ্রাসা, ৪৭টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, একটি গ্রাফিক্স আর্ট ইনস্টিটিউট ও একটি গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকস ইনস্টিটিউট রয়েছে। ৫১৫টি বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থাকলেও ডজনখানেক প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। ডিপ্লোমা ইন কমার্সের সাত প্রতিষ্ঠান ও বিএমটি এবং ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠানেও কিছু শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। এবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৪৯ হাজার ১৯০ জন। তাদের প্রায় সবাই ঢাকার ভালো কলেজে ভর্তি হওয়া চেষ্টা করবেন। এছাড়া দেশের অন্যান্য জেলা ও বিভাগ থেকে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হওয়ার জন্য আসবেন অনেকে। রাজধানীর ভালো কলেজগুলোতে ৩০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ নেই। অথচ জিপিএ-৫ পাওয়া এক লাখ ৬২ হাজার শিক্ষার্থীর সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে রাজধানীর নামিদামি কলেজগুলো। জানতে চাইলে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তপন কুমার সরকার বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এবার একাদশের আসন নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। পর্যাপ্ত ভর্তিযোগ্য আসন থাকলেও ভালো কলেজে ভর্তির জন্য যুদ্ধ হবে। শিক্ষার্থীরা যদি নিজ ফল ও নম্বরের দিকে নজর রেখে আবেদন করে তাহলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তিন ধাপে হবে ভর্তির আবেদন প্রতি বছরের মতো এবারও একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা তৈরি করেছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। আজ (সোমবার) শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে বৈঠকে এ নীতিমালা চূড়ান্ত হওয়ার কথা রয়েছে। নীতিমালায় বড় কোনো পরিবর্তন না এলেও কলেজ ফি-তে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এ ব্যাপারে তপন কুমার সরকার বলেন, একাদশে ভর্তির নীতিমালার খসড়া তৈরি করা হয়েছে। খসড়া নীতিমালা অনুযায়ী আগামী ২৬ মে থেকে ভর্তির আবেদন নেওয়া হবে।

নীতিমালা তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানান, ২৬ মে শুরু হবে ভর্তির আবেদন। তিন ধাপে চলবে আবেদন প্রক্রিয়া। সব প্রক্রিয়া শেষ করে ১ জুলাই থেকে একাদশ শ্রেণিতে ক্লাস শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রাপ্ত নম্বর মাথায় রেখে কলেজ পছন্দ করতে হবে একই জিপিএ পেয়ে অমুক ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ পেল, আমি কেন পাইনিড়প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এমন অভিযোগ আসে। গত বছর এসএসসির সর্বোচ্চ ফল জিপিএ-৫ পেয়েও কোনো কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়নি আট হাজার ৫৫৮ জন শিক্ষার্থী। এছাড়া আবেদন করেও কোনো কলেজে মনোনয়ন পায়নি ৪৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনালে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে (জিপিএ নয়) ভর্তির মেধাক্রম তৈরি করা হবে। প্রার্থী যেন তার প্রাপ্ত নম্বর মাথায় রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পছন্দের তালিকা দেন। নয়তো জিপিএ-৫ পাওয়ার পরও অনেকে প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায় জায়গা পাবে না। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ বলেন, পছন্দের ক্ষেত্রে অনেকে যে ভুলটা করেন তা হলোড় প্রাপ্ত নম্বরের দিকে না তাকিয়ে যে কোনো কলেজে আবেদন করা।

তিনি বলেন, সর্বোচ্চ ১০টি কলেজ পছন্দ দেওয়ার সময় পছন্দের কলেজের আসন সংখ্যা কত, গত বছর সর্বনিম্ন কত নম্বর প্রাপ্তরা ভর্তি হতে পেরেছেড় এগুলো জেনে নিয়ে তালিকা দিতে হবে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ধরা যাক ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে আসন আছে আড়াই হাজার। সেখানে প্রথমে ভিকারুননিসা থেকে পাস করা ছাত্রীরা অগ্রাধিকার পাবেন। এরপর যে সিট ফাঁকা থাকবে তাতে বাইরে থেকে ভর্তি করানো হবে। সেখানে যদি পাঁচশ আসনের বাইরে থেকে ছাত্রী নেওয়া হয়, সেই আসনের বিপরীতে ২০ হাজার আবেদন পড়লে সাড়ে ১৯ হাজারই বাদ পড়বে। এখানে আফসোস করার কিছু নেই। ভর্তিতে ৭ শতাংশ কোটা বহাল থাকছে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে মোট শূন্য আসনের ৯৩ শতাংশ মেধা কোটা হিসেবে বিবেচিত হবে। এসব শূন্য আসন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। বাকি ৭ শতাংশের মধ্যে ৫ শতাংশ বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য এবং দুই শতাংশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য রাখা হয়েছে। এসব আসনে শিক্ষার্থী না থাকলে তা মেধা কোটায় বিবেচিত হবে। কোটার ক্ষেত্রে আবেদনকারী সংখ্যা বেশি হলে মেধার ভিত্তিতে তালিকা করা হবে। নিজস্ব পদ্ধতিতে ভর্তি করবে নটর ডেম, হলিক্রস ও সেন্ট যোসেফ ২০১৫ সাল থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি করানো হয়। তবে হলিক্রস, সেন্ট যোসেফ ও নটর ডেম কলেজ নিজেদের মতো করে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করে। প্রতি বছরের মতো এবারও এই তিন কলেজ নিজস্ব পদ্ধতিতে ভর্তি করাবে বলে জানা গেছে। জানতে চাইলে নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ হেমন্ত পিউস রোজারিও বলেন, হাইকোর্ট থেকে অনুমতি নিয়ে প্রতি বছর আমরা নিজস্ব পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র নির্বাচিত করি। এবারও একই পদ্ধতিতে ভর্তি করানো হবে।

লিফটে আটকে রোগীর মৃত্যু: স্বজনদের দুষছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লিফটে আটকে থেকে রোগী মৃত্যুর ঘটনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে চিঠি দিয়ে অবহিত করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সেখানে উল্লেখ করা হয়, লিফটের দরজায় রোগী ও তার স্বজনদের ধাক্কাধাক্কির কারণে নিরাপত্তা নিরাপত্তাব্যবস্থা কাজ করেনি। চিঠিতে আরও দাবি করা হয়, লিফটে রোগীসহ অন্যরা ৪৫ মিনিট নয়, মাত্র ১০-১৫ মিনিট আটকে ছিলেন। শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ডা. জাহাঙ্গীর আলম ও গণপূর্ত বিভাগ ই/এম-১০, ঢাকার নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুল হালিম চিঠিতে স্বাক্ষর করেন। গত রোববার বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর ওই চিঠি পাঠানো হয়। গতকাল সোমবার সকাল ১০টায় হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ডা. জাহাঙ্গীর আলম চিঠি পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গণপূর্ত বিভাগের পক্ষ থেকে চিঠিটি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যাচ্ছে বিদ্যুৎবিভ্রাটের কারণে হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের ৯ ও ১০ তলার মাঝখানে লিফটটি আটকে গেলে এটির স্বয়ংক্রিয় রেসকিউ ডিভাইস কাজ করার জন্য এক মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু লিফটে থাকা লোকজন ও আটকে পড়া রোগীসহ তাদের স্বজনেরা দরজা ধাক্কাধাক্কি করায় লিফটের নিরাপত্তাব্যবস্থা কাজ করেনি। পরবর্তীতে লিফট অপারেটর মেশিন কক্ষে হাত দিয়ে ম্যানুয়ালি লিফটটি একটি ফ্লোরে আনার আগেই রোগীসহ লোকজন দরজা খুলে বের হয়ে আসে। এসব কাজ সম্পন্ন করতে ১০-১৫ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়। লিফটটি আগে থেকে ত্রুটিপূর্ণ ছিল না দাবি করে চিঠিতে বলা হয়েছে, লিফটটি নিয়মিত সার্ভিস ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং বর্তমানে লিফটি চালু আছে। আটকে পড়া রোগীসহ অন্যান্য লোকজন দরজা ধাক্কাধাক্কি করায় লিফটির সমস্যা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। রোগীর অসুস্থতা নিয়ে চিঠিতে বলা হয়েছে, নিহত মমতাজ হার্টের রোগী ছিলেন। তাৎক্ষণিক রোগীকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। গণমাধ্যমকেও চিঠিতে ভুল তথ্য প্রচারের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত রোগী ৪৫ মিনিট লিফটে আটকে থাকার তথ্য সঠিক নয়। প্রসঙ্গত, গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লিফট আটকে রোগী মমতাজ বেগমের (৫৩) মৃত্যু হয়। তিনি গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার বাড়িগাঁও গ্রামের শরীফ উদ্দীনের স্ত্রী। গত রোববার বেলা ১১টায় মেডিসিন বিভাগ থেকে সিসিইউতে স্থানান্তরের সময় পৌনে এক ঘণ্টা লিফটে আটকে থেকে তার মৃত্যু হয়। এমনটাই জানান রোগীর স্বজনেরা।

কুমিল্লায় রায় শুনে পালানোর সময় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ২ আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : মৃত্যুদণ্ড সাজা শুনে পালানোর সময় দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গত রোববার দুপুরে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের যুবলীগ নেতা জামাল উদ্দিন হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। এ সময় ৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৯ জনকে মৃত্যুদণ্ডসহ ৫০ হাজার করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। রায় ঘোষণার পরদিন গতকাল সোমবার ভোররাতে কুমিল্লা থেকে পালানোর সময় পরোয়ানাভুক্ত দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। র‍্যাব-১১-এর উপপরিচালক মাহমুদুল হাসান এসব তথ্য জানিয়েছেন। তারা হলেন চৌদ্দগ্রামের শিলরী গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে খন্দকার মফিজুর রহমান (৫২) ও আলকরা গ্রামের নজির আহম্মদের ছেলে রেজাউল করিম বাবলু (৪২)। র‍্যাব-১১-এর উপপরিচালক মাহমুদুল হাসান জানান, গত ২০১৬ সালের ৮ জানুয়ারি রাতে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে যুবলীগ নেতা জামাল উদ্দিনকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নিহত জামালের বড় বোন বাদী হয়ে চৌদ্দগ্রাম থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, তৎকালীন ইউপি চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন বাচ্চু নির্বাচিত হয়ে সাধারণ জনগণের ওপর অত্যাচার, অপকর্ম, চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। এসব ব্যাপারে জামাল উদ্দিন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে জামালের সঙ্গে প্রধান আসামি ইসমাইল হোসেন বাচ্চুর শত্রুতা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে আসামিরা ২-৩ বার তাকে হত্যার চেষ্টা করেন। পরে পূর্বপরিকল্পিতভাবে আলকরা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি জামাল উদ্দিনকে ডেকে নিয়ে চৌদ্দগ্রাম পদুয়ার রাস্তার মাথায় প্রথমে গুলি করে এবং পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করে হত্যা করা হয়। এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ২০১৬ সালে ১৮ এপ্রিল প্রধান আসামি ইসমাইল হোসেন বাচ্চুসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। পরে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আদালত প্রধান আসামিসহ ৯ জনের মৃত্যুদণ্ড ও প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন। এ ছাড়া ৯ জনকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। রায়ে খালাস পান ৫ জন। রায়ের সময় আদালত কাঠগড়ায় উপস্থিত ছিলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আলী হোসেন। তাকে গত ২৯ মার্চ গ্রেপ্তার করে র?্যাব। সাজা ঘোষণার পর গতকাল সোমবার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র?্যাব। গ্রেপ্তার আসামিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অভিনেত্রী হিমুর মৃত্যু: মামলার প্রতিবেদন দাখিল ১ জুলাই

স্টাফ রিপোর্টার : অভিনেত্রী হুমায়রা হিমুর মৃত্যুর ঘটনায় আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পিছিয়েছে। প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১ জুলাই দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ নুরুল হুদা চৌধুরীর আদালত প্রতিবেদন দাখিলের এই তারিখ ঠিক করেন। গতকাল সোমবার মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। কিন্তু এ দিন পুলিশ প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি। এ জন্য বিচারক প্রতিবেদন দাখিলের নতুন তারিখ ঠিক করেন। মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, ঘটনার দিন হিমুর বাসায় তার প্রেমিক মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন ওরফে রুফি (৩৬) এবং মেকাপম্যান মিহির ছিলেন। এরমধ্যে মিহির তার বাসাতেই থাকতেন আর রুফি ঘটনার ৬ মাস আগে থেকে নিয়মিত হিমুর বাসায় যাতায়াত করেন এবং মাঝেমধ্যে বাসায় রাত্রীযাপন করতেন। অভিযোগে বলা হয়, গত ১ নভেম্বর রুফির মোবাইল নম্বর ও ভিগো আইডি ব্লক করে দেন হিমু। বিষয়টি নিয়ে উভয়ের মধ্যে ঝামেলা হয়। গত ২ নভেম্বর বিকাল ৩টার দিকে রুফি বাসায় এসে কলিং বেল দিলে মিহির বাসার মেন দরজা খুলে দিলে তিনি বাসায় প্রবেশ করেন। মিহির তার রুমে চলে যান। ৫টার দিকে রুফি মিহিরের রুমে গিয়ে চিৎকার করতে করতে বলেন হিমু আত্মহত্যা করেছে। পরে মিহির তাকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি তো রুমেই ছিলেন। রুফি জানান তিনি বাথরুমে ছিলেন। ওই সময় হিমু রুমের সিলিং ফ্যানের হুকের সঙ্গে রশি লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মিহির সঙ্গে সঙ্গে হিমুর রুমে প্রবেশ করে তাকে ফাঁস নেওয়া অবস্থায় পান। রুমে থাকা দুটি কাঁচের গ্লাস ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। তাৎক্ষণিক তারা দুজন হিমুকে নামিয়ে উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তখন রুফি হিমুর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন দুইটি নিয়ে কৌশলে চলে যান। হিমুর মৃত্যুর ঘটনায় তার খালা নাহিদ আক্তার গত ২ নভেম্বর রাতে জিয়াউদ্দিন ওরফে রুফিকে আসামি করে মামলাটি করেন। মামলা দায়েরের পর রুফিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ঝিনাইদহ-১ আসনে উপনির্বাচন ৫ জুন

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহ-১ শূন্য আসনে উপনির্বাচন আগামী ৫ জুন অনুষ্ঠিত হবে। এই আসনে নির্বাচনের সময়সূচি পুনর্নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসি সচিবালয়ের সচিব মো. জাহাংগীর আলমের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে নতুন সময়সূচি নির্ধারণের বিষয়টি জানানো হয়। এর আগে গত ৮ মে ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা) আসনের উপনির্বাচন স্থগিত করে হাইকোর্টের দেয়া আদেশ স্থগিত করেন চেম্বার আদালত। ফলে ওই আসনে উপনির্বাচনে বাধা কেটে যায়। গত ১৬ মার্চ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল হাই। তার মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়। পরে এই আসনে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। তবে গত ৬ মে আসনটির স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নজরুল ইসলামের এক আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ঝিনাইদহ-১ আসনের উপনির্বাচন স্থগিত করে আদেশ দেন বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ। ওইদিন আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী সৈয়দ মামুন মাহবুব। পরে তিনি সাংবাদিকদের আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ২১ দিনের জন্য এ নির্বাচন স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। গর্বশেষ গত ৮ মে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে করা আবেদনের শুনানি শেষে হাইকোর্টের দেয়া আদেশ স্থগিত করেন। এতে আসনটিতে নির্বাচনের বাধা কেটে যায়।

থানচির ব্যাংক ডাকাতির মামলায় ৪ আসামি রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বান্দরবানের থানচি উপজেলার সোনালী ও কৃষি ব্যাংকে ডাকাতির মামলায় কেএনএফের সহযোগী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা তিনজনের ও ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা এক জিপচালকের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার দুপুর ১টায় কঠোর পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আসামিদের বান্দরবান জেলা কারাগার থেকে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। পরে তদন্তের অগ্রগতির জন্য আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করলে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. নুরুল হক সোনালী ও কৃষি ব্যাংকে ডাকাতির ঘটনায় থানচি থানায় করা দুই নম্বর মামলায় টাইসন বম ও ভান লিয়ান বমের দুদিন এবং তিন নম্বর মামলায় আরও দুদিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন। একই সঙ্গে থানচি থানার তিন নম্বর মামলায় গ্রেপ্তার করা ভান লাল বয় বমের দুদিন এবং জিপচালক কপিল উদ্দিন সাগরের একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। পরে আসামিদের আবার কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে জেলহাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। বান্দরবান আদালতের জিআরও বিশ্বজিৎ সিংহ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। গত ৩ এপ্রিল দুপুরে বান্দরবানের থানচি উপজেলার সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকে ডাকাতির ঘটনা ঘটে আর এ ঘটনায় চারটি মামলা হয়েছে। এর আগের রাতে রুমার সোনালী ব্যাংকে ডাকাতি, ম্যানেজারকে অপহরণ এবং পুলিশ ও আনসারদের অস্ত্র ও গুলি লুট করা হয়। এদিকে ঘটনার পর বান্দরবানের রুমা, থানচি ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় যৌথবাহিনীর অভিযান শুরু হয়েছে। চলমান এ অভিযানে এ পর্যন্ত কেএনএফের ৮৫ জন সদস্য ও সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বরিশালে বাসচাপায় পথচারী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশাল নগরীতে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় এক তরুণ পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার বেলা ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন মহানগর পুলিশের এয়ারপোর্ট থানা পরিদর্শক (তদন্ত) লোকমান হোসেন। নিহত জসিম হাওলাদার (২০) বরিশালের উজিরপুর উপজেলার বাইটখালী গ্রামের মনির হাওলাদারের ছেলে। পরিদর্শক লোকমান হোসেন জানান, বরিশাল নগরীর কাশিপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন পথচারী জসিম। এ সময় বরগুনা থেকে ঢাকাগামী যমুনা লাইন পরিবহনের একটি বাস অপর একটি গাড়িকে অতিক্রম করে তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি জানান, বরিশাল দক্ষিণ ফায়ার সার্ভিসের সামনের সড়কে বাসটি রেখে চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছেন। লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা হবে বলেও জানিয়েছেন এই পুলিশ কর্মকর্তা।

ফরিদপুরে কিশোর হত্যার দায়ে যুবকের ৮ বছরের কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরে শাহেদ শেখ (১৭) নামের এক কিশোরকে হত্যার দায়ে ইব্রাহিম মোল্যা (১৯) নামে এক যুবককে আট বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ফরিদপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের বিচারক মো. হাফিজুর রহমান এ রায় দেন। রায়ের সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ইব্রাহিম মোল্যা ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার রায়ের পানাইল এলাকার আলম মোল্যার ছেলে। জানা গেছে, হত্যার ঘটনার সময় আসামি ইব্রাহিম মোল্যার বয়স ১৭ ছিল। তবে রায়ের সময় আদালত ওই যুবকের বয়স ১৮ পার হওয়ায় আগেই কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের আটকা আদেশ বাতিল করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানামূলে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। পরে তাকে পুলিশ প্রহরায় জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। আদালত সূত্রে জানা যায়, ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার চরডাঙ্গা গ্রামের জসিম মোল্যার মেয়ের সঙ্গে প্রতিবেশী সৌদি প্রবাসী শেখ সাদিরের ছেলে শাহেদের সঙ্গে কথা বলাকে কেন্দ্র করে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ২০২২ সালের ৩০ জানুয়ারি বেলা ১২টার দিকে নিহত শাহেদ বাড়ির পাশের মুদির দোকানে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মেয়েটির পরিবারের লোকজন লোহার রড ও লাঠি-সোটা দিয়ে তার ওপর অতর্কিত হামলা করে। এতে শাহেদের মাথা ফেটে গুরুতর আহত হয়। পরে আহত কিশোরকে প্রথমে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে অবস্থা অবনতি হওয়ায় ফরিদপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর ওই দিন রাতে সে মারা যায়। এই ঘটনায় নিহতের খালু লিটন খান বাদী হয়ে অভিযুক্তদের নামে আলফাডাঙ্গা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। আলফাডাঙ্গা থানার এসআই মো. ওয়াহিদুজ্জামান ২০২২ সালের ২৮ জুন আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের পিপি স্বপন পাল জানান, দীর্ঘ সাক্ষ্যপ্রমাণ শেষে আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে অভিযুক্ত যুবককে দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ায় তাকে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন আদালত। এদিকে নিহতের মা শিল্পী বেগম এই রায়ে সন্তুষ্টি হয়নি। তাই তিনি উচ্চ আদালতে আপিল করার কথা জানান তিনি।

বিএসএফের পোশাকসহ মাদক পাচারকারী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহী সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচারকারী এক ব্যক্তিকে বিএসএফ'র পোশাকসহ আটক করেছেন র‍্যাব-৫ এর সদস্যরা। ওই ব্যক্তি মাদক চোরাচালানের সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) পোশাক পরে সীমান্ত এলাকায় যেতেন। এই কৌশল অবলম্বনের কারণে বিএসএফ কিংবা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা তাকে চিনতে পারতেন না। তবে শেষ পর্যন্ত ওই মাদক পাচারকারী র‍্যাবের হাতে ধরা পড়েছেন। আটক ওই মাদক কারবারির নাম মো. রেন্টু (৪০)। তার বাড়ি রাজশাহীর কাটাখালী থানার মাসকাটাদীঘি এলাকায়। আগে তার বাড়ি ছিল ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন দুর্গম চর চরখিদিরপুরে। র‍্যাব-৫ এর একটি দল গত রোববার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে রেন্টুকে তার মাসকাটাদীঘির বাড়ি থেকে আটক করে। এ সময় রেন্টুর বাড়ি থেকে ৮০০ পিস নিষিদ্ধ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, ১১৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও এক সেট বিএসএফ'র পোশাক জব্দ করেছে। গতকাল সোমবার দুপুরে র‍্যাব-৫ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনীম ফেরদৌস জানান, রেন্টু একজন চিহ্নিত মাদক কারবারি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বালুর ব্যবসার পাশাপাশি মাদক ব্যবসা করেন। আর কৌশল হিসেবে বিএসএফের পোশাক পরেই চোরাচালানের জন্য সীমান্তে যেতেন। র‍্যাবের এই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, এতে বিজিবি কিংবা বিএসএফের কেউ তাকে দূর থেকে সহজে চিনতে পারতেন না। আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদে রেন্টু এ কথা জানিয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে কাটাখালী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় তার নামে মামলাও দায়ের করা হয়েছে। ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে পুলিশ তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে।

বরিশাল-৬ আসনের এমপি হাফিজ মল্লিককে তলব

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচনী অপরাধের ব্যাখ্যা দিতে বরিশাল-৬ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল হাফিজ মল্লিককে তলব করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। গতকাল সোমবার তাকে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়েছেন ইসির নির্বাচন ব্যবস্থাপনা শাখার উপ-সচিব মো. আতিয়ার রহমান। চিঠিতে বলা হয়, গত ০৮ মে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণের দিন তিনি (হাফিজ মল্লিক) ৪৭ নম্বর মঙ্গলসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে প্রকাশ্যে ভোট দেন। এর ভিডিও নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়) ছবিসহ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রকাশ্যে ভোট দিয়ে ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা না করা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন।

সম্পাদকীয়

নির্বাচারে বন ধ্বংস
সরকারকে কঠোর হতে হবে

দেশে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নামেও ধ্বংস করা হচ্ছে বন। পরিসংখ্যান বলছে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দেশে যেখানে ২৫ শতাংশ বন থাকার কথা, সেখানে রয়েছে মাত্র ১০ দশমিক ৭৪ শতাংশ। বিশেষজ্ঞের মতে, খাতাকলমে এ হিসাব দেখানো হলেও বাস্তবে তাও নেই। এ অবস্থায় বন ও পরিবেশ গবেষকরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলছেন, বনের শত্রু বনসম্পদ রক্ষায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই। তারা ব্যক্তিস্বার্থে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেন বনাঞ্চল। পরিবেশ মন্ত্রণালয় সূত্রও বলছে, এমন অভিযোগে তথ্য বন উজাড়ে জড়িত শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এরই মধ্যে শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে। জানা গেছে, গত কয়েক বছরে শুধু কক্সবাজারে ২৪ দশমিক ৩৩ শতাংশ বন উজাড় হয়েছে। এর মধ্যে রোহিঙ্গাদের হাতে ১০ শতাংশ এবং বাকি ৯০ শতাংশ উজাড় হয়েছে স্থানীয়দের মাধ্যমে। আবার বনায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ ও উদ্যোগ নেওয়া হলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা নষ্ট হচ্ছে। যেমন, ২০২২-২০২৩ অর্থবছর দেশে ৭ কোটি ৯০ লাখ ৮৫ হাজার ৬০০টি গাছের চারা লাগানো হলেও অধিকাংশই আর টেকেনি। আবার বন রক্ষায় আইনেও দুর্বলতা রয়েছে বলে অভিযোগ আছে। ফলে আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিয়েও রয়েছে সংশয়। আমরা মনে করি, বনাঞ্চল রক্ষায় আইনের বিধান কঠোর ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্বশীল আচরণেরও প্রয়োজন আছে। সাধারণত বন বিভাগের নামে সংরক্ষিত বন থাকলেও তা রক্ষার দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের। সেক্ষেত্রে বন ও বনসম্পদ রক্ষায় জেলা প্রশাসকরা কেন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছেন না, তাও খতিয়ে দেখা দরকার। এছাড়া বনের জমিতে অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা, বনের আশপাশের জমিতে সরকারি-বেসরকারি শিল্পকারখানা ও স্থাপনা তৈরিতে বরাদ্দ প্রদান, বনকেন্দ্রিক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং বনের জমি জবরদখলের মাধ্যমে বন ধ্বংসের বহুমুখী কর্মযজ্ঞ চলছে বলে যে অভিযোগ রয়েছে, তারও সত্যতা নিশ্চিত হওয়া দরকার। বনসম্পদ ও বনভূমি রক্ষায় নিয়োজিতরাই যদি ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাহলে তা পরিবেশের জন্য যে একটি মারাত্মক অশনিসংকেত, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বনের যেসব কর্মীর মদদে বনভূমি জবরদখল ও উজাড় হচ্ছে, তাদেরও যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। বন রক্ষায় যদি অধিদপ্তরের সদিচ্ছার ঘাটতি থাকে, তবে এর কারণ উদ্ঘাটন করে সে ব্যাপারেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া পরিবেশের স্বার্থেই জরুরি। বনায়নের উদ্যোগের পাশাপাশি বনভূমি পুনরুদ্ধারেও নিতে হবে কার্যকর পদক্ষেপ। পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশ কীভাবে বনায়ন রক্ষা ও বৃদ্ধিতে কাজ করছে, সে সম্পর্কে জেনে আমাদের আবহাওয়ার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হলে তা অনুসরণে জোর দিতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না, নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস করার কারণে বন ও বন্যপ্রাণী হুমকির মুখে পড়েছে। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী এবং বনজ সম্পদ রক্ষায় সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

ফিটনেসবিহীন গাড়ির দৌরাত্ম্য বন্ধ হোক

ফিটনেসবিহীন ও লক্কড়ঝক্কড় গাড়ির দখলে রাজধানীর সড়ক। রুটপারমিট ছাড়াই রাজপথে চলছে অনেক বাস। নির্ধারিত রুটে চলে না অনেক বাস। বরং নোংরা সিট ও লক্কড়ঝক্কড় বাসেই গাদাগাদি করে যাত্রী পরিবহন করা হচ্ছে। ফলে রাজধানীর গণপরিবহনে যাত্রীদের চরম ভোগান্তি হজম করতে হচ্ছে। মূলত এক শ্রেণির পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের কারণেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আশির দশক থেকেই ঢাকার গণপরিবহনের মূল ভরসা বাস। এর পরও বাসের কেন এমন দশা? রাজধানীতে প্রায় ছয় হাজার বাস ও মিনিবাস চলাচল করে। এসব বাসের মালিক দুই হাজারের বেশি। মালিকেরা বেশি আয়ের আশায় চুক্তিতে চালকের হাতে বাস ছেড়ে দেন। বাস-মিনিবাসের মালিকদের একটি বড় অংশ রাজনৈতিক নেতা, কর্মী বা প্রভাবশালী ব্যক্তি। ফলে তাঁদের ওপর বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) তেমন নিয়ন্ত্রণ নেই। ইচ্ছেমতো বাস পরিচালনা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবহন খাতে নিয়মিত চাঁদাবাজিও হয়। বিপুল চাঁদাবাজির বিষয়টি পরিবহনের ভাড়া নির্ধারণের সময় আমলে নেওয়া হয় না। তাই চাঁদার টাকা তুলতে পরিবহনের মালিকেরা বাড়তি ভাড়া আদায় করেন। বাসের আকৃতি পরিবর্তন করে বেশি যাত্রী পরিবহনের চেষ্টা করা হয়। এ কারণেই রক্ষণাবেক্ষণে টাকা খরচ করতে চান না পরিবহনের মালিকেরা। এমনকি আইনের প্রয়োগের অভাব রয়েছে। বাসের আকৃতি পরিবর্তন কিংবা যাত্রীদের স্বচ্ছন্দ ঠিক আছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব বিআরটিএর। সংস্থাটি দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। ঢাকা মহানগরীতে চলমান বাস-মিনিবাসের মধ্যে প্রায় ৬৮ শতাংশের দরজা-জানালা ভাঙা। বসার সিট ছেঁড়া। ৮০ শতাংশ বাস-মিনিবাসের সিটে দুই স্তরের কাঠামো (স্টিল ও ফোম/কাপড়) নেই। আর যেসব বাসে স্টিলের কাঠামোর ভেতর ফোম বা কাপড়ের স্তর রয়েছে, সেগুলোরও অধিকাংশ ছেঁড়া। তাছাড়া রাজধানীর অধিকাংশ বাসের পেছনের সিগন্যালিং লাইটগুলো অকেজো। কিছুকিছু বাস-মিনিবাসে পাখা থাকলেও বেশিরভাগই নষ্ট থাকে। আর এসব বিষয়ে ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতা নেই বললেই চলে। তবে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে দ্রুত এর লাগাম টানতে হবে। কেননা- সড়ক পরিবহন আইনে শাস্তি ও জরিমানা বাড়ানো এবং পরে আইনের বিধিমালা করা হলেও মাঠপর্যায়ে প্রয়োগের অভাবে থামানো যাচ্ছে না ফিটনেসবিহীন যানবাহন। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিটনেস ও সড়কের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ছে, সচেতন হওয়া জরুরি

প্রচন্ড উত্তপ্ত বাতাস এবং হাঁসফাঁস করা প্রচন্ড গরমে জনজীবন অচল হয়ে পড়েছে। দেশ জুড়ে তাপপ্রবাহ বইছে। তীব্র গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে মানুষ। হিট স্ট্রোক , ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন রোগ বালাই ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। হাসপাতাল ও চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত চেম্বারে গরমজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়া রোগী বাড়ছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু, বৃদ্ধ ও কো-মর্বিডিটির (অন্যান্য রোগে আক্রান্ত) রোগীরা। চলমান তাপপ্রবাহের মধ্যে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গরমে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। প্রচণ্ড গরমের কারণে দেশের অনেক স্থানে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে কয়েকজনের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে। চিকিৎসকরা বলেছেন, এরকম তীব্র গরমের সময় সতর্ক না থাকলে শারীরিক নানা সমস্যার পাশাপাশি হিট স্ট্রোকে মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায়। মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট। কোনো কারণে শরীরের তাপমাত্রা ১০৪ ডিগ্রির বেশি হয়ে গেলে মানুষের রক্তচাপ কমে যায়, এমনকি অচেতনও হয়ে পড়তে পারে। এ সমস্যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় ‘হিট স্ট্রোক’ বলে। যথাসময়ে চিকিৎসা না করলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। আগে আমরা ঋতু ধরে বলতে পারতাম কখন কী হবে। কিন্তু এখন সেটা বলা সম্ভব না। এটা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে না, সারা বিশ্বেই এমন অবস্থা। এটার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। আমরা জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাড়িয়ে দিয়েছি। আরেকটা বিষয় হলো শিল্পায়নের আগে যে তাপমাত্রা ছিল, শিল্পায়নের পর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বেড়ে গেছে। ফলে আমরা যে উষ্ণতার দিকে যাচ্ছি, সেটা তো আগে থেকেই ধারণা করা হয়েছিল। এখন সেটাই হচ্ছে।” বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে মানুষের শরীরও গরম হয়ে যায়। এর ফলে রক্তনালীগুলো খুলে যায়। এর জের ধরে রক্ত চাপ কমে যায় যে কারণে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন করা হৃদপিণ্ডের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এসব কারণে মৃদু কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে যার মধ্যে রয়েছে ত্বকে ফুসকুড়ি পড়া, চুলকানি এবং পা ফুলে যাওয়া যা রক্তনালী উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রচুর ঘাম হওয়ার কারণে শরীরে তরল পদার্থ ও লবণের পরিমাণ কমে যায়, গুরুতর ক্ষেত্রে দেহে এ-দুটো জিনিসের মধ্যে যে ভারসাম্য আছে তাতেও পরিবর্তন ঘটে। হিট স্ট্রোক থেকে বাচঁতে হলে কিছু বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যেমন যথাসম্ভব ঘরের ভেতরে বা ছায়াযুক্ত স্থানে থাকতে হবে। প্রচন্ড রোদে বাইরে যাওয়ার সময় টুপি বা ক্যাপ অথবা ছাতা ব্যবহার করতে হবে প্রচুর পরিমাণে পানি বা খাবার স্যালাইন অথবা ফলের রস পান করতে হবে। রোদে দীর্ঘ সময় ঘোরাঘুরি করা যাবে না। গ্রীষ্মকালে তীব্র শারীরিক পরিশ্রম এড়িয়ে চলতে হবে।

> **কানো কারণে শরীরের তাপমাত্রা ১০৪ ডিগ্রির বেশি হয়ে গেলে মানুষের রক্তচাপ কমে যায়, এমনকি অচেতনও হয়ে পড়তে পারে। এ সমস্যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় ‘হিট স্ট্রোক’ বলে। যথাসময়ে চিকিৎসা না করলে মৃত্যু পর্যন্ত**

কিশোরী মায়ের সংখ্যা বাড়ছে
কন্যা সন্তানকে বাল্যবিয়ে না দিয়ে স্বয়ম্ভর করি

শাহানা হুদা রঞ্জনা

শহরে যে কিশোরী মেয়েগুলো কাজ করতে আসে, এদের মধ্যে অনেকেই বিবাহিত এবং সন্তানের মা। গ্রামে বাবা-মা বিয়ে দিয়েছিল ১৩-১৪ বছর বয়সে। এরপর এক সন্তানের মা হয়েছে সেই কিশোরী মেয়েটি। বাচ্চা হওয়ার পর তার প্রতি স্বামীর শারীরিক আকর্ষণ কমতে শুরু করে এবং একদিন স্বামী উধাও হয়ে যায় অথবা আরেকটা বিয়ে করে সংসার শুরু করে। মেয়ে ফিরে আসে বাবার গৃহে, হয় একা, নয়তো সন্তানসহ। আবার শুরু হয় বাবার বা ভাইয়ের পরিবারে আশ্রিত হয়ে থাকার সংগ্রাম। এটা কোনো অপরিচিত কাহিনি বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মেয়েদের মোটামুটিভাবে নিজের পায়ে দাঁড় না করিয়ে কম বয়সে বিয়ে দিলে অধিকাংশ মেয়েকে এ ভাগ্য মেনে নিতে হয়। আমাদের দেশে শতকরা ৪১ শতাংশেরও বেশি মেয়ের বিয়ে হচ্ছে ১৮ বছরের আগেই অর্থাৎ কৈশোরেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বাল্যবিয়ে দেওয়ার পক্ষে নানাধরনের যুক্তি থাকতে পারে কিন্তু এর কোনোটাই সমস্যা সমাধানের পথ নয়। অথচ সচেতনতার অভাবে, পারিবারিক পলিটিক্সের শিকার হয়ে মেয়েদের এই পথেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বাল্যবিয়ের পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি মেয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বাবা-মায়ের দায়িত্বপালন করা। কিন্তু বাস্তবে এর কতটা হচ্ছে? আসলেই কি মেয়েগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে? নাকি মেয়েগুলো অধিকতর নিরাপত্তাহীন পরিবেশে গিয়ে পড়ছে? অধিকাংশ শ্বশুরবাড়িতে বাল্যবধূ নির্বাচন করা হয়, যেন বউরা দীর্ঘদিন সংসারের কাজ করতে পারে, সহজেই সন্তানের মা হতে পারে এবং স্বামীকে যৌন আনন্দ দিয়ে ধরে রাখতে পারে। সমাজে শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত এবং পড়াশোনা না জানা পুরুষদের অনেকেই তাদের শারীরিক ও অন্য চাহিদা মেটানোর জন্য কম বয়সী মেয়ে বিয়ে করতে চায়। তারা মনে করে ১৬ বছরের কম বয়সী মেয়েরাই প্রকৃত ‘কুমারী’ এবং কম বয়সী মেয়ে বিয়ে করলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ হবে। খুবই আশংকাজনক ব্যাপার হলো বরের বাড়ি থেকে ১২ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য খুবই চাপ দেওয়া হয়। আর তাই এ বয়সেই বিয়ে দেওয়াটা সহজ মনে করে পাত্রীর অভিভাবক। আইনের ফাঁক দিয়ে অভিভাবক, ঘটক, পাত্রপক্ষ এর সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে। তাই তো বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন করা সত্ত্বেও দেশের ৫০ শতাংশ কিশোরী মেয়ে পড়াশোনা বাদ দিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য হচ্ছে। কম বয়সী মেয়েগুলো যখন বিয়ের পর বাবার বাড়িতে আসে, তখন বোঝা যায় তারা শ্বশুরবাড়িতে কতটা নির্যাতন, নিপীড়ন ও দারিদ্র্যের মধ্যে থাকে। অথচ এই কথাটা মেয়েগুলো বাবা-মাকে বলতে চায় না। কারণ তারা বাবা-মায়ের মনে দুঃখ দিতে চায় না। অনেকে বললেও বাবা-মা বিশ্বাস করেন না। অধিকংশ মেয়েই মনে করে এ তার ভাগ্য। মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী?একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতে গিয়ে প্রায় ২০-২৫টি জেলায় বাল্যবিয়ের শিকার মেয়েদের ওপর কিছু কেস স্টাডি সংগ্রহ করে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলাম ২০২১/২২ সালে। সেখানে দেখেছি প্রতিটি মেয়েই বাধ্য হয়েছে পড়াশোনা ছেড়ে বিয়ে করতে। বিয়ে করার পর সিংহভাগ মেয়ে সংসারের যাঁতাকলে পড়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। সংসারের প্রায় সব কাজ ঘরের বউকে দিয়ে করানো হয় এবং সবচেয়ে কম খাবার খেতে দেওয়া হয়। এরপর যখন ক্লান্ত দেহ নিয়ে এরা স্বামীর যৌন চাহিদা মেটাতে পারে না, তখন স্বামী মুখ ফিরিয়ে নেয়, নির্যাতনও করে। অবশ্য বাল্যবিয়ের এই চিত্র পাওয়ার জন্য কেস স্টাডি সংগ্রহ বা বিবিএসের জরিপের ওপর নির্ভর করতে হয় না। আমাদের চারপাশে অসংখ্য মেয়ে দেখছি যাদের বিয়ে হচ্ছে ১৩ থেকে ১৮ বছরের মধ্যেই। যে কম বয়সী মায়েরা বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘুরছে বা কাজ করছে, তাদের প্রায় সবারই বয়স ১৮ এর নিচে। এদের কারও কারও দুটি বাচ্চাও আছে। কারও স্বামী কাজ করতে অন্য জেলায় গেছে, কারও স্বামীর সাথে তালাক হয়ে গেছে, কারও স্বামী আছে কিন্তু খোঁজখবর রাখে না। লাবণ্যহীন ভাঙা শরীর, দারিদ্র্য ও অপুষ্টির ছাপ মা এবং সন্তান দুজনের মধ্যেই। এদের কেউ কেউ রক্তশূন্যতায় ভুগছে। কোলের শিশুটিও অপুষ্ট এবং বয়সের তুলনায় ছোট। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত 'বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস-২০২৩ (বিএসভিএস-২০২৩)' শীর্ষক জরিপে দেখা গেছে, গত তিন বছরে দেশে বাল্যবিয়ের প্রবণতা বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিয়ের প্রবণতা বেশি। সেখানে ৪৪ দশমিক চার শতাংশ নারীর বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়সের আগে। তবে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) পরিচালিত বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (ডিবিএইচএস) ২০২২-এর তথ্যের সঙ্গে বিবিএসের জরিপের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নিপোর্টের জরিপে দেখা গেছে, ৫১ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই। বাল্যবিয়ের শিকার মেয়েদের মধ্যে যারা গর্ভবতী হচ্ছেন, তাদের শতকরা ২৫ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ১৯। এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সাম্প্রতিক এক সরকারি গবেষণায়। এতদিন বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার জরিপে এই ভয়াবহ তথ্য উঠে এলেও সরকার এর বিরোধিতা করেছে। অপরিণত বয়সে গর্ভবতী হওয়ার পর এই মেয়েদের যতটুকু বিশ্রাম দরকার, ততটা পায় না, যতটা পুষ্টিকর খাওয়া দরকার, সেটাও পায় না। ফলে শরীর হয়ে পড়ে রুগণ, শীর্ণ আর কোলের বাচ্চাটি হয় খুব দুর্বল ও অসুস্থ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, ১০ থেকে ১৯ পর্যন্ত সময়টাকেই কৈশোরকাল বা বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এসময় মানুষের দেহ, মন ও বুদ্ধিবৃত্তিক যে পরিবর্তন ঘটে, তা একেবারেই অচেনা তাদের কাছে। এসব সমস্যা নিয়ে কারও সাথে শেয়ার করা যায় না। অনেক প্রশ্ন তৈরি হয় শরীর ও মন নিয়ে কিন্তু উত্তর পাওয়া যায় না। আইসিডিডিআরবি’র (২০০৫ সালের) তথ্য অনুযায়ী বয়ঃসন্ধিকালের শিশুরা বাবা-মা অথবা তাদের শিক্ষকদের সাথে নিরাপদ যৌন জীবন ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে তেমন কোনো কথাই বলে না বা বলতে পারে না। অন্যদিকে শহর কিংবা গ্রামের, শিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত অভিভাবকরাও এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সন্তানকে সচেতন করেন না। গবেষণাটিতে বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশে এই ঝুঁকিপূর্ণ বয়সে থাকা শিশুরা এমন একটা সমাজে বা গোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করে, যারা সনাতনী ধ্যানধারণা বিশ্বাস করে ও চর্চা করে। প্রজনন স্বাস্থ্য, যৌন জীবন নিয়ে আলোচনাকে ঘরে-বাইরে, এলাকায়, স্কুলে এখনো ভয়াবহভাবে ঠেকানোর চেষ্টা করা হয়। প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কতগুলো খুব জরুরি বিষয় জানা দরকার যেমন- প্রজনন স্বাস্থ্যতত্ত্ব, যৌনতা, পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌনবাহিত রোগ। অথচ এসব নিয়ে আলোচনা করাটা বাংলাদেশের প্রায় সবধরনের পরিবারগুলোতে গর্হিত কাজ। অথচ এ বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে, যৌনজীবন শুরু হচ্ছে এবং এরাই সন্তানের মা হচ্ছে। অপরিচিত পরিবেশ, বয়স্ক স্বামী, বয়ঃসন্ধিকালের দৈহিক সম্পর্ক, বৈবাহিক জীবন ও দাম্পত্য সম্পর্ক এবং অপরিণত বয়সে সন্তান ধারণ শিশু-কিশোরীদের খুবই শঙ্কার মধ্যে ফেলে দেয়। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, প্রতিরোধ সত্ত্বেও আমরা দেশে বাল্যবিয়ে রোধ করতে পারছি না। বাংলাদেশে অসংখ্য মেয়ের বিয়ে হচ্ছে তাদের ১৮ বছরের জন্মদিন হওয়ার আগেই। এদের মধ্যে অর্ধেকের বিয়ে হয় ১৫ বছরের আগে (তথ্যসূত্র ইউনিসেফ)। বাল্যবিয়ে ঘটার দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ দেশ। মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার পক্ষে অনেকেই। তারা মনে করেন বিয়ে না দিলে মেয়েরা প্রেম করবে, শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করবে, চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে অথবা নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করবে। এছাড়া তারা বিভিন্ন ধরনের নোংরা মন্তব্য করেন। অথচ অপরিণত বয়সে বিয়ের পর যে একটি মেয়েকে কতটা ভয়াবহ অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, এটা নিয়ে সমাজ ভাবে না। সেই অসহায় মেয়েটির দায়িত্বও কেউ নিতে চায় না। বছর দুয়েক আগে টাঙ্গাইলে ১৪ বছর বয়সী মেয়েটিকে যে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে তার বিয়ের ছবি দেখলেই যে কেউ বুঝতে পারবে। বিয়েটা ছিল তার কাছে আতংকের নাম। শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সময় তার চোখে কোনো স্বপ্ন, আনন্দ ও শিহরন ছিল না, ছিল ভয়। নতুন মানুষ, নতুন জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ভয়। সেই কিশোরী মেয়েটির কাছে বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা আরও বেশি ভয়াবহ হয়েছিল। ২০ বছরের বড় স্বামীর পাশে তাকে দেখাচ্ছিল ভয়ার্ত হরিণীর মতো। সেই ভয়টিই সত্যি হয়েছিল মেয়েটির জীবনে। অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন সম্পর্কের কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাকে শেষ পর্যন্ত মারা যেতে হলো। মেয়েটি বিয়ে করতে চায়নি। কিন্তু বাবা-মা ধনী ছেলে হাতছাড়া করতে চাননি। শেষ পর্যন্ত মৃত মেয়ে নিয়ে তাদের ঘরে ফিরতে হয়েছে। বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (বিএসভিএস) -২০২৩ অনুসারে, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী মেয়েদের সন্তান জন্মদানের হার ৭৩ শতাংশ। আগের বছরের জরিপে এ সংখ্যা ছিল ৭০ শতাংশ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপে দেখা গেছে, দেশের মোট অন্তঃসত্ত্বা নারীর মধ্যে ২৫ শতাংশেরই বয়স ১৫ থেকে ১৯ বছর। বিষয়টি নিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রওনক জাহান বলেন, “আমরা প্রায়ই দেখি ১৬ বছরের কম বয়সী মেয়েরা দ্বিতীয়বারের মতো গর্ভধারণ করে আমাদের কাছে আসে। আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি কেন তারা গর্ভধারণ করেছে, তখন অনেকে বলে যে বাচ্চা হলে তাদের বিয়ে সুরক্ষিত হয় বা শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দৃঢ় হয়”। (সূত্র: দি ডেইলি স্টার)। চিকিৎসকরা মনে করেন এই বয়সে গর্ভধারণ মেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। শিশু-কিশোরীদের নিরাপত্তার জন্য বিয়ে দেওয়াটা কোনো সমাধান নয়। ভালো বিয়ে হবে বলে অভিভাবকরা কন্যা সন্তানকে যে গৃহে পাঠাচ্ছেন বা যে মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছেন, সেখানে তারা কতটা সুখী হতে পারছে? কতজন নির্যাতিত হয়েও মুখ বন্ধ করে থাকছে, কতজন সন্তান কোলে নিয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসছে, সেটা হিসাব করে দেখার সময় এসেছে। যৌতুক নিয়ে ছোট ছোট মেয়েগুলোকে বিয়ে করে। আশা মিটে গেলে বাবার বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। বাল্যবিয়ের কারণ হিসেবে কিশোর-কিশোরীর প্রেম বা গর্ভধারণের ঘটনা খুবই দুর্বল একটা যুক্তি। এক্ষেত্রেও বিয়েটা কোনো সমাধান হতে পারে না। বরং সন্তানকে ঠিকমতো শিক্ষা দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। যাতে তারা সাবধান হয় এবং অনৈতিক সম্পর্কে জড়িত না হয়। কারণ এতে তার ও পরিবারের বিপদ বাড়ে। দেখা গেছে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে ২৫ দশমিক ৪৬ শতাংশ বাল্যবিয়ের শিকার হয়। ভালো পাত্র পাওয়া গেছে, এই ছুতোয় বিয়ে দেওয়া হয় শতকরা ২২ দশমিক ৪৯ জনের।

অভাব অনটনের কারণে কম বয়সেই বিয়ে দেওয়া হয় ১৮ দশমিক ৯৯ জনের। এছাড়া ধর্মীয় বিশ্বাস, পড়াশোনায় কম উৎসাহ, যৌতুকের ভয়ে, সামাজিক চাপের কারণেও কিছু বাল্যবিয়ের ঘটনা ঘটছে। বেসরকারি সংস্থা এমজেএফ এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র ১ দশমিক ৫ শতাংশ বাল্যবিয়ে হয় বিয়ে পূর্ববর্তী শারীরিক সম্পর্কের কারণে, যা খুবই নগণ্য। প্রেমের কারণে মাত্র ৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ বিয়ে হয় বাল্য বয়সে। আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়েও কেন আমাদের মেয়েদের এত কম বয়সে বিয়ে হচ্ছে? কেন বাল্যবিয়ের শিকার শতকরা ৬৩ দশমিক ৭৪ শতাংশ ছাত্রী? এরা ঝরে পড়ছে স্কুল থেকে। এমনকি উৎপাদনশীল কাজের সাথে জড়িত শতকরা ১১ দশমিক ৬৩ শতাংশ মেয়েও বাধ্য হয়ে চলে যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি। মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার কাজে সবচেয়ে সক্রিয় থাকেন ঘটকরা। ৪১ শতাংশেরও বেশি মেয়ের বিয়ে হয় ঘটকদের ফন্দি ফিকিরে পড়ে। মালাউই, মোজাম্বিক, জাম্বিয়া, গাম্বিয়া ও তানজানিয়ার মতো দেশও তাদের বাল্যবিয়ে আইনের মধ্যে থাকা ফাঁকফোকরগুলো বন্ধের জন্য বড় ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে, সেখানে আমরা একটি চমৎকার আইনের ভেতরে ফাঁকফোকর ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমাদের বড় দুর্বলতা হচ্ছে বাবা-মা, অভিভাবক, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় নেতা, সামাজিক মতমোড়লদের আমরা এই ইস্যুটি নিয়ে তেমন সচেতন করতে পারছি না। মেয়েদের প্রতি আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে হবে। মেয়েরা মোটামুটি শিক্ষিত হতে পারলে এই মেয়েই একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়ালে সে নিজের পাশাপাশি সংসারের দায়িত্বও ভাগ করে নিতে পারবে। বর্তমান সময়ে নারীকে শক্ত হতে হবে, আয় করতে হবে কারণ পুরুষের পাশাপাশি নারীর জীবন অনেক জটিল হয়ে যাচ্ছে। অতীতকালে বেশিরভাগ নারী পরিবারকে জগৎ ভেবেই সেখানে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেয়েছেন। পরিবারের সফলতার জন্য, নিজের ভালোবাসার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সুখী হতে চেয়েছেন। এখন সেটা পরিবর্তিত হয়েছে। নারী এখন বাইরের জগতের লড়াইতেও সম শক্তি নিয়ে লড়ছেন। সন্তান এলে তার ওপর চাপ বেড়ে যায় দ্বিগুণ। তাই সন্তান ধারণ, সুস্থ সন্তান জন্মদান এবং তাকে বড় করার জন্য মাকে হতে হবে স্বয়ম্ভর।

লেখক: যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও কলাম লেখক।

বারবার পুড়ছে বাংলাদেশের ফুসফুস

জিল্লুর রহমান

বাংলাদেশের ফুসফুস বা হৃৎপি- খ্যাত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সুন্দরবনে গত ২২ বছরে ২৪ বার আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। সুন্দরবনের চারটি রেঞ্জের মধ্যে কেবল শরণখোলা ও চাঁদপাই রেঞ্জেই প্রতি বছর শুষ্ক মৌসুমে পরিকল্পিতভাবে আগুন লাগানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বনে আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধানে প্রতিবার তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তবে বনের সুরক্ষায় তদন্ত কমিটির সুপারিশগুলো থেকে যায় ফাইলবন্দী ও পর্দার আড়ালে। বন বিভাগের হিসাব মতে, কেবল শরণখোলা ও চাঁদপাই রেঞ্জের বিভিন্ন স্থানে ২৩ বার লাগা আগুনে পুড়েছে ৭১ একর ৬৬ শতাংশ বনভূমি। সর্বশেষ ৪ মে ২০২৪ আগুন লাগার ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। বন বিভাগের তথ্য মতে, সুন্দরবন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের আমুর বুনিয়া এলাকায় আগুনের সূত্রপাত হলে দুই কিলোমিটারের অধিক এলাকাজুড়ে তা ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো আকাশপথে হেলিকপ্টারে করে পানি ছিটানো হয়। বন বিভাগ বলছে, সুন্দরবনের যে স্থানে আগুন লেগেছে তা লোকালয় থেকে অনেক দূরে এবং এর ধারে কাছে কোনো লোক বসতি নেই। বনের ওই স্থানে বিভিন্ন গাছে মৌচাক আছে এবং মধু সংগ্রহের জন্য সেখানে মৌয়ালদের যাতায়াত রয়েছে। তবে সঠিক কী কারণে আগুন লেগেছে তা তদন্ত করার আগে বলা মুশকিল। তবে এর আগে বনে মধু সংগ্রহকারী মৌয়ালদের ফেলে দেয়া ধোঁয়া সৃষ্টির জন্য মশাল থেকেও বনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশ এমনিতেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়াও নদীবিধৌত ব-দ্বীপ বাংলাদেশ আরও নানা প্রাকৃতিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত ঝুঁকিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– দাবদাহ, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও উপকূলীয় এলাকায় বন্যা। সুন্দরবন বনবিভাগ সূত্রে জানা যায়, গত ২২ বছরে খুলনা ও সাতক্ষীরা রেঞ্জ এলাকায় কোনো অগ্নিকা-ের ঘটনা ঘটেনি। সর্বশেষসহ ২৪টি অগ্নিকা-ের সবকটি ঘটেছে শরণখোলা ও চাঁদপাই রেঞ্জ এলাকায়। প্রথমে ২০০২ সালে চাঁদপাই রেঞ্জের কটকা ও নাঙ্গলী এলাকায় আগুন লাগে। ২০০৫ সালে পচা কুরালিয়া ও গুটাবাড়িয়া সুতার খাল এলাকায় দুবার, ২০০৬ সালে তেরাবেকা, আমর বুনিয়া, খুরিয়াখালী, পচাকুড়ালিয়া ও ধানসাগর এলাকায় পাঁচবার, ২০০৭ সালে পচাকুড়ালিয়া, নাঙ্গলী ও ডুমুরিয়া এলাকায় তিনবার, ২০১০ সালে গুলিশাখালীতে, ২০১১ সালে নাঙ্গলীতে দুবার, ২০১৪ সালে গুলিশাখালীতে, ২০১৬ সালে পচাকুড়ালিয়া, নাঙ্গলী ও তুলা তলায় তিনবার, ২০১৭ সালে মাদ্রাসার সিলা এলাকায়, ২০২১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ধানসাগার, ৩ মে শরণখোলা দাসের ভাড়ানি ও ৪ মে একই এলাকায় আবারও আগুন লাগে। সর্বশেষ ৪ মে ২০২৪ চাঁদপাই রেঞ্জের আমর বুনিয়া এলাকায় আগুন লাগে। গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, বর্ষা মৌসুমে মাছ শিকারের সুবিধার্থে আসাধু জেলেরা পরিকল্পিতভাবে আগুন লাগিয়ে বনের বিভিন্ন স্থান ফাঁকা করে ফেলে। পরবর্তী সময় তারা ওই স্থানে জাল পেতে মাছ ধরে। বিষয়টি অনেকটা ওপেন সিক্রেট হলেও কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয় না। শুধু আগুনে সুন্দরবনই পুড়ছে না। বন্যপ্রাণী ও মৎস্যসম্পদ প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে চলছে একশ্রেণীর চক্র। প্রতিবার আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধান ক্ষতি নিরূপণ ও ভবিষ্যতে অগ্নিকা-ের ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়। তবে সেসব তদন্তের প্রতিবেদন ও দুর্ঘটনা এড়াতে করা সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়নি। এর আগে সুন্দরবনে আগুন লাগার ঘটনায় কারণ হিসেবে বনে মধু সংগ্রহকারী মৌয়ালদের ফেলে যাওয়া আগুনের কু-লী, জেলেদের ফেলে দেয়া বিড়ি-সিগারেট, বন মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের প্রতিশোধমূলক আচরণ, অনাবৃষ্টির খরা দাবদাহ এবং দুষ্কৃতকারীদের ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন ধরার বিষয় রয়েছে বলে বিগত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে জানা যায়। এ কারণে এ আগুন লাগার দায়ভার কোনোভাবেই বন বিভাগ এড়াতে পারে না। আগুন লাগার জন্য দায়ী অসাধু মাছ ব্যবসায়ী ও বন কর্মকর্তারা। অদক্ষ মৌয়ালদের কারণেও এ আগুন লেগেছে। এ ব্যাপারে বন বিভাগ ও সরকারকে আরও উদ্যোগী হয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি যা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলীর অন্যতম। বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন এটি। জীববৈচিত্র্যে ভরপুর সুন্দরবন সারা বিশ্বের মানুষের কাছে অন্যতম এক আকর্ষণীয় স্থান। শৌর্য-বীর্যের প্রতীক রয়েল বেঙ্গল টাইগারের প্রিয় আবাসভূমি এটি। ঘূর্ণিঝড় সিডর, আইলা, ফনী ও বুলবুলের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা করে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরবন, যা দেশের অহঙ্কার। দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম মানগ্রোভ বনভূমি আমাজনকে বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস আর সুন্দরবনকে বলা হয় বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার ফুসফুস বা হৃৎপি-। কিন্তু সেই সুন্দরবন মনুষ্য সৃষ্ট অগ্নিকা-ের ন্যায় নানা অবহেলায় আজ চরম হুমকির মুখে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার পাপাশাপাশি, সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতেও যেমন, ঠিক তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের মোট বনজসম্পদের একক বৃহত্তম উৎস সুন্দরবন। কাঠের ওপর নির্ভরশীল শিল্পের কাঁচামালের এক বিশাল অংশ জোগান দিয়ে আসছে সুন্দরবন। বহুমানুষ সুন্দরবনকেন্দ্রিক জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় কখনও অগ্নিকা- আবার কখনও নানা অজুহাতে নির্বিচারে গাছ কেটে উজাড় করা হচ্ছে বনটি। অনেকেরই হয়তো স্মরণে আছে, ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ এর আক্রমণে মানুষের মতো সুন্দরবনও মরিয়া হয়ে বুক পেতে প্রমাণ করেছে, সেই আমাদের বিপদের সবচেয়ে বড় বিশ্বস্ত বন্ধু। সুন্দরবন এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ঢালস্বরূপ বর্মন হিসেবে কাজ করেছে। শুধু ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষেত্রেই ঘটেনি। এর আগে ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বরে বুলবুল, ২০০৯ সালের ২৫ মের ঘূর্ণিঝড় আইলা এবং ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় সিডর মারাত্মক বিধ্বংসী ক্ষমতা নিয়ে আছড়ে পড়লেও সুন্দরবনে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ফলে অনেক কম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল; প্রাণহানিও হয়েছিল আশঙ্কার চেয়ে অনেক কম। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূল ও তৎসংলগ্ন এলাকার মানুষকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষায় দেয়ালের মতো কাজ করে সুন্দরবন। গবেষকরা বলছেন, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষার অন্যতম শক্তি সুন্দরবন। সিডর, আইলা ও বুলবুলের সময় সুন্দরবন মানববর্মনের ন্যায় রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছে অথচ মানবসৃষ্ট কিছু কারণে সুন্দরবন ও এরকম প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ছে। আর সুন্দরবনের পাশে নির্মিতব্য রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ‘মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা’ হয়ে দেখা দিয়েছে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পাওয়া সুন্দরবন। এভাবে চলতে থাকলে একমাত্র প্রাকৃতিক বর্মন সুন্দরবন হারিয়ে যেতে বেশি দিন সময় লাগবে না। এজন্য সবাইকে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি সুন্দরবন রক্ষায় সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। দুর্যোগ মোকাবিলা সাফল্য ধরে রাখতে হলে এসব বিষয়ে সক্ষমতা ধরে রাখার পাশাপাশি আমাদের আরও সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। সুন্দরবনের মোট আয়তনের প্রায় ৬২ শতাংশ বাংলাদেশে অবস্থিত। প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা এ বনসমুদ্র থেকে উঠে আসা দুর্যোগেগুলোকে প্রথম মোকাবিলা করে। বাংলাদেশের ফুসফুস খ্যাত সুন্দরবন অক্সিজেনের এক বিশাল ফ্যাক্টরি হিসেবে কাজ করে।

সুন্দরী গাছের জন্য বিখ্যাত বলে সুন্দর বন নামটি সর্বমহলে গৃহীত। হাজারো জীববৈচিত্রের মধ্যেও সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত। এর অর্থনীতিক গুরুত্বও অনেক। সুন্দরবন থাকার কারণে আমরা সৌভাগ্যবান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সুন্দরবনকে আমরা প্রতিনিয়ত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। কখনো উন্নয়নের নামে, আবার কখনো ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় দলগত স্বার্থের কারণে। খবরে প্রকাশ, অগ্নিকা- এড়াতে বিভিন্ন সময় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের জোরালোভাবে তিনটি সুপারিশ করা হয়। এ তিনটি সুপারিশ হলো সুন্দরবনসংলগ্ন লোকালয়ের সঙ্গে মিশে যাওয়া নদী খাল খনন, অগ্নিকা-প্রবণ এলাকার প্রতি দুই কিলোমিটার পরপর ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করে নজরদারির ব্যবস্থা করা এবং ভোলা নদীর পাশ দিয়ে কাঁটাতার অথবা নাইলনের রশি দিয়ে বেড়া দেয়ার ব্যবস্থা করা। তাছাড়া বাংলাদেশের ফুসফুস বা হৃৎপি- খ্যাত সুন্দরবনকে আগুন থেকে রক্ষার জন্য লোকালয়-সংলগ্ন নদীখাল খনন ও কাঁটাতারের বেড়া দেয়া জরুরি। একই সঙ্গে বন অপরাধীদের দৌরাত্ম্য রোধে বনরক্ষীদের তৎপরতা বৃদ্ধি করা ও অসাধু বন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্বশেষ সুন্দরবনে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে বন বিভাগ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটি তদন্ত করে তদন্ত রিপোর্ট দিবে, দায়ীদের চিহ্নিত করবে, কার অবহেলা কতটুকু তা-ও বের হবে, শাস্তির সুপারিশও করবে কিন্তু কে দায়ী তা হয়তো কেউ জানবে না। তবে যেই দায়ী থাকুক না কেন, বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার ফুসফুস সুন্দরবনকে রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবাইর এবং সুন্দরবনকে আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্যই রক্ষা করতে হবে। অগ্নিকা-ের মতো মনুষ্য সৃষ্ট অবহেলায় যে-ই জড়িত থাকুক না কেন, তাকে অবশ্যই আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

[লেখক : ব্যাংকার]

থাইল্যান্ড যেভাবে এগিয়ে

ড. ইউসুফ খান

অনেকদিন পর গেলাম থাইল্যান্ডে। আগেও বেশ কয়েকবার থাইল্যান্ড ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে। তবে কোভিড-১৯ এর পর এটাই প্রথম। আজকাল থাইল্যান্ড ভ্রমণ অনেকের কাছে ডাল-ভাত হয়ে গেছে। অনেকেই আছেন যারা চিকিৎসা সেবা নিতে প্রায়ই থাইল্যান্ড যায়। আবার কেউ কেউ ভেকেশনে যায়। আমি মূলত বেড়ানোর উদ্দেশ্যেই গিয়েছি। কেন যেন দেশটি খুব ভালো লাগে। ঢাকা থেকে মাত্র আড়াই ঘণ্টার জার্নি। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই ব্যাঙ্ককের সুবর্ণভূমি বিমানবন্দর। সত্যি কথা বলতে কি, যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার দীর্ঘ ভ্রমণ বড্ড টায়ারিং, যা বরাবরই আমার অপছন্দ। সেদিক দিয়ে থাইল্যান্ডের তুলনা থাইল্যান্ড-ই। দেশটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখ-ের কেন্দ্রে অবস্থিত। ঐতিহাসিক নাম শ্যামদেশ এবং দাপ্তরিকভাবে থাইরাজ্য বলা হয়। পরবর্তীতে অবশ্য শ্যামদেশের পরিবর্তে থাইল্যান্ড নামকরণ করা হয়। দেশটিতে রয়েছে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক নয়নাভিরাম দৃশ্য। নজরকাড়া অসংখ্য স্থানের জন্য এটি পর্যটকদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক, চাও ফ্রায়া নদীর তীরে গড়ে ওঠা একটি প্রাণবন্ত রঙিন শহর। আর এই রঙিন শহরে গিয়ে নিজেদের একটু সজিব করে তুলতে কে না চায়? থাইল্যান্ডে রাজতন্ত্রের শাসন চলে। বর্তমানে আর্থিক ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে এটি একটি আঞ্চলিক শক্তির নাম। ৭ কোটি মানুষের দেশ থাইল্যান্ডে প্রায় ৭০টি ভাষা প্রচলিত রয়েছে। তবে সরকারি ভাষা হলো থাই। বৌদ্ধ ধর্ম প্রধান ধর্ম। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইসলাম ধর্ম। দেশটিতে ৪০ হাজারের বেশি বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। পুরো থাইল্যান্ডজুড়ে মন্দিরের ছড়াছড়ি। থাই ভাষায় মন্দিরকে বলা হয় ‘ওয়াট’। দর্শনীয় স্থান হিসেবে বৌদ্ধ মন্দিরগুলো খুবই আকর্ষণীয় জায়গা। তবে থাইল্যান্ড মুসলমানদের দ্বিতীয় জনগোষ্ঠী হওয়ায় ঐতিহ্যবাহী অনেক মসজিদ ও ইসলামিক স্থাপনাও রয়েছে। স্বল্প খরচে ভ্রমণের জন্য পুরো বিশ্বের পর্যটকদের কাছে থাইল্যান্ড অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি দেশ। পর্যটনবান্ধব দেশটির পর্যটনশিল্প গড়ে উঠেছে মূলত সমুদ্র সৈকত ও অজস্র দ্বীপপুঞ্জ ঘিরে। বাংলাদেশের ভ্রমণপিপাসুদের পছন্দের তালিকায় দেশটি রয়েছে শীর্ষে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে থাইল্যান্ড বেড়ানোর মজাটাই অন্য রকম। জিভে জল আনে এমন বহু সুস্বাদু খাবার মেলে ব্যাংককে। থাই খাবার যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি এর খ্যাতি রয়েছে বিশ্বজুড়ে। তাই বছরের পর বছর ধরে সারা বিশ্বের পর্যটকদের কাছে ব্যাংকক এক অনন্য আকর্ষণ। অন্যদিকে আতিথেয়তার দিক থেকেও ব্যাঙ্ককের জুড়ি মেলা ভার। ব্যাঙ্ককে গিয়ে চায়না টাউনের বিখ্যাত স্ট্রিট ফুড ট্রাই করতে কিন্তু ভুল করবেন না। মুখরোচক খাবারের এক অপূর্ব সমাহার রয়েছে এই মার্কেটে। কি নেই এখানে! পেঁপের সালাদ, আম মিশ্রিত স্টিকি রাইস, থাই অমলেট উইথ স্টিমড রাইস, নুডলস স্যুপ, স্পাইসি থাই সি ফুড, থাই ফ্রাইড নুডলস ইত্যাদি ব্যাঙ্ককের জনপ্রিয় খাবার। ব্যাঙ্ককের ফলও খুবই মজাদার ও সুমিস্ট। রাস্তার দুই পাশে ভ্যানের মধ্যে হরেকরকম রঙিন ফল বিক্রি হচ্ছে। যেমন-বিচি ছাড়া পেয়ারা, ড্রাগন ফল, আম, পেঁপে, কলা, তরমুজ, লংগন, রাম ভুটান ইত্যাদি। আমার সবচেয়ে পছন্দ রাম ভুটান। ফলটি দেখতে একটু অন্যরকম হলেও খেতে খুব মজা। ভেতরটা অনেকটা লিচুর মতো। আমরা বাংলাদেশীরা ব্যাংকক গেলে সাধারণত যে হোটেলগুলোতে উঠি তার বেশির ভাগই সুকুম্ভিত এলাকায় অবস্থিত। আমিও ব্যতিক্রম নই। বড় সুবিধা হলো পাশেই বাঙালি রেস্তোরাঁ ও দোকানপাট গড়ে উঠেছে। হাতের কাছে সবই পাওয়া যায়। আশপাশের অন্যান্য হোটেলগুলোতেও বাংলাদেশীদের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। বাঙালিদের এসব দোকানে মোবাইল সিম থেকে শুরু করে ডলার কেনাবেচা, প্লেনের টিকিটসহ সবকিছুই পাওয়া যায়। তবে এসব দোকানের সাইড বিজনেস হলো ট্যুর প্যাকেজের মধ্যস্থতা হিসেবে কাজ করা। থাইল্যান্ডে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে তাহলো তারা তাদের মাতৃভাষাকে সম্মান করে। পুরো শহরে এমন কোনো সাইনবোর্ড বা ব্যানার খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে থাই ভাষা লেখা হয়নি। তবে কোথাও কোথাও টুরিস্ট এলাকায় থাই ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিও আছে। থাইরা বলতে গেলে ইংরেজি জানেই না। তারপরও আকারে ইঙ্গিতে ম্যানেজ করে নেয়। তবে এর জন্য তাদের মধ্যে হীনম্মন্যতা কাজ করে না। জাতি হিসেবে এরা যেমন উদ্যোগী, তেমনি পরিশ্রমী। আর এ জন্যই সবকিছু ছাপিয়ে তাদের অগ্রগতি সবার নজর কাড়ে। ব্যাঙ্কক শহরটি এখন চিকিৎসা সেবার একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের অনেক ধনী সিঙ্গাপুর বা লন্ডনে চিকিৎসা সেবা নিতে যায়। সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ অনেক জনপ্রিয় একটি চিকিৎসা কেন্দ্র, যা বিশ্বমানের সেবা প্রদান করে থাকে। তাদের স্বাস্থ্যসেবাও ব্যয়বহুল। ব্যাঙ্ককের বামরুনগ্রাদ হসপিটালটিও ধনী ব্যক্তিদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে। ঢাকায় এদের অফিসও আছে। তবে এটির পাশাপাশি ব্যাংককে আরও কয়েকটি হসপিটাল রয়েছে। তন্মধ্যে ব্যাংকক হসপিটাল অন্যতম। সুকুম্ভিত থেকে বামরুনগ্রাদ হসপিটাল খুব কাছেই। যেখানে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার জন্য প্রচুর বাংলাদেশীর সমাগম ঘটে। হসপিটালে হাঁটতে গেলে দুই চারজন বাংলাদেশীর সঙ্গে ধাক্কা লাগাটাই যেন স্বাভাবিক। এ থেকে বোঝা যায় চিকিৎসার নামে বাংলাদেশের মানুষ কত বিপুল পরিমাণ টাকা এ দেশে ব্যয় করে। আমার ধারণা, বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি লোক ভারতে যায়। তারপরেই থাইল্যান্ডের স্থান। এটাও ভাবি যে, বাংলাদেশ থেকে এত লোক চিকিৎসা নিতে ভারতে যায় কিংবা থাইল্যান্ড আসছে। তাহলে কী এসব লোক বাংলাদেশে অপচিকিৎসার শিকার হয়েছে? কিংবা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা মানসম্পন্ন নয়? এ জন্যই কী তারা বিদেশমুখী? আমার এক বন্ধু মাঝে মধ্যেই চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভারতে যান। একদিন তাকে বললাম, দেশেও তো চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। তাহলে ভারত কেন যাও? উত্তরে বন্ধু জানালো, সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চ মানের চিকিৎসা নিতেই সে ভারতে যায়। একসময় থাইল্যান্ডও আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। তাদের অবকাঠামো বা সেবা কোনোটাই আমাদের চাইতে ভালো ছিল না। বরং কুখ্যাতি ছিল সেক্সট্রেডে নিমজ্জিত একটি দেশ হিসেবে। সেই দেশ এখন কেবল বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের আরও বহুদেশের চিকিৎসা কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। খুব জানতে ইচ্ছে করে, এমনকি ম্যাজিক ওদের আছে যা আমাদের নেই! স্বাধীনতার ৫২ বছর পার হয়ে গেলেও স্বাস্থ্যখাতে কেন আমাদের এই দৈন্যদশা? আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কেন এতটা ভঙ্গুর?

সুইডেনে ইসরায়েলি গায়িকা, রাস্তায় হাজারো মানুষের প্রতিবাদ

আর্ন্তজাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলের এক প্রতিযোগীকে গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেওয়ায় সুইডেনের মালমো শহরে ১০ হাজারের বেশি মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। 'ইউরোভিশন সং কনটেস্ট' নামের ওই গানের প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সেমিফাইনালের আগে হাজার হাজার মানুষ সুইডেনের শহরটিতে বিক্ষোভ করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন পরিবেশ নিয়ে আন্দোলনকারী গ্রেটা থুনব্যার্গ। তবে এ প্রতিবাদের কয়েক ঘণ্টা পরেই ইসরায়েলের প্রতিযোগী এডেন গোলান তার গান 'হ্যারিকেন' গেয়ে মানুষের ভোটেই প্রতিযোগিতার ফাইনালে পৌঁছেন। সুইডেনের মালমোতে 'ইউরোভিশন সং কনটেস্ট' নামে গানের এই প্রতিযোগিতা হচ্ছে। সেখানে অনুষ্ঠানস্থলের চারপাশে কংক্রিটের ব্লক বসানো হয়েছে। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রতিবাদকারীদের মিছিল শান্তিপূর্ণ ছিল। বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনের পতাকার রংয়ের স্মোক ফ্লেম জ্বালান। তারা ইসরায়েলবিরোধী স্লোগান দেন। এই মিছিলের উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, তারা আগামীকাল শনিবার ফাইনালের আগে আবারও মিছিল করবেন।

নাগরিকদের সতর্ক করল ইসরায়েল ইসরায়েল সরকার তাদের দেশের নাগরিকদের সাবধান করে দিয়ে বলেছে, তাদের আক্রমণ করা হতে পারে। তারা যেন সতর্ক থাকেন। এডেন গোলান যখন ড্রেস রিহার্সাল দিচ্ছিলেন, তখনই বিদ্রুপ ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

গানের এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা হলো ইউরোপীয় ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন (ইবিইউ)। তারা জানিয়েছে, ইসরায়েল-হামাস লড়াইয়ের পর ইসরায়েলের প্রতিযোগীকে নেওয়া নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। গোলানকে তার গানের নামও বদল করতে হয়েছে। প্রথমে তার গানের নাম ছিল 'অক্টোবর রেইন'।

ভোটের আগে জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আবগারি দুর্নীতির মামলায় অবশেষে জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার তাকে আগামী ১ জুন পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেন ভারতের সুপ্রিমকোর্ট। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। জামিন আদেশে বলা হয়েছে, আগামী ১ জুন লোকসভা ভোটের পর ২ জুন তাকে ফের আত্মসমর্পণ করতে হবে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পক্ষ থেকে লিগাল টিম বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রিতে একটি অভিযোগ দায়ের করে। ইডির বিরুদ্ধে আনা ওই অভিযোগে বলা হয়, তারা হলফনামা দিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের বিরোধিতা করছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের লিগাল টিমের অভিযোগ, অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের মামলা চলাকালীন কীভাবে হলফনামা জমা করে ইডি সেটির বিরোধিতা করছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আইনজীবীরা। অন্যদিকে ইডি দাবি করে, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কোনোভাবেই নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে অনুমতি দেয়া উচিত নয়। নির্বাচনে প্রচার করা কারও সাংবিধানিক বা মৌলিক অধিকার নয়।

যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্রের চালান বন্ধ করলে একাই লড়বে ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী যদি গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চল রাফায় পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণের নির্দেশ দেন, তাহলে দেশটিতে অস্ত্রের চালান বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ইসরায়েল 'একাই দাঁড়াতে পারে'। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের প্রয়োজন হলে... আমরা একা দাঁড়াব। আমি বলছি, প্রয়োজন হলে আমরা আমাদের নখ দিয়ে লড়াই করব।' খবর বিবিসির। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, রাফা আক্রমণ করলে তিনি আর্টিলারি শেলসহ কিছু অস্ত্রের চালান আটকে দেবেন।

বেসামরিক লোকের প্রাণহানির আশঙ্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে বোমার চালান স্থগিত করেছে। নেতানিয়াহু অবশ্য গত বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কতা প্রত্যাখ্যান করতে ১৯৪৮ সালের যুদ্ধের কথা স্মরণ করে বলেন, '৭৬ বছর আগে স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা অনেকের বিরুদ্ধে অল্প ছিলাম। আমাদের কাছে অস্ত্র ছিল না। ইসরায়েলের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ছিল, কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রবল চেতনা, বীরত্ব ও ঐক্যের জোরে আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম।' ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাইডেন যদি অস্ত্রের চালান বন্ধ করে দেন, তবে ইসরায়েলের কাছে যা আছে, আমাদের নখ দিয়ে হলেও অন্তরের শক্তিতে ও ঈশ্বরের সাহায্যে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে জয় লাভ করব।' এদিকে নেতানিয়াহুর প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট বলেছেন, ইসরায়েলের শত্রুদের পাশাপাশি সেরা বন্ধুদেরও বোঝা উচিত, তার দেশকে বশ করা যাবে না। তিনি বলেন, 'আমরা শক্ত হয়ে দাঁড়াব, আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করব।' জাতিসংঘ বলেছে, ক্রমাগত বোমাবর্ষণে এবং ইসরায়েলি ট্যাংকগুলো নির্মিত শিবির এলাকার কাছাকাছি আসার কারণে সোমবার থেকে ৮০ হাজারের বেশি মানুষ রাফা ছেড়ে পালিয়েছেন। জাতিসংঘ সতর্ক করে বলেছে, ১০ লাখের বেশি মানুষ আশ্রয় নেওয়া শহরটিতে খাদ্য ও জ্বালানি শেষ হয়ে যাচ্ছে, কারণ কাছাকাছি সীমান্ত ক্রসিং দিয়ে সাহায্য সামগ্রী গ্রহণ করা যাচ্ছে না। ইসরায়েলি সৈন্যরা তাদের অভিযানের শুরুতে মিসরের সঙ্গে যুক্ত রাফাহ ক্রসিং বন্ধ করে দেয়। জাতিসংঘ বলেছে, পুনরায় খোলা ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্ত কেরেম শালোম ক্রসিংয়ে পৌঁছানো তাদের লরি ও কর্মীদের জন্য খুবই বিপজ্জনক।

ইসরায়েলি হামলায় একই পরিবারের ৮ জন নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজায় অতর্কিত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। শুক্রবার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজার খান ইউনিসে ইসরায়েলি বিমান হামলায় একই পরিবারের আটজন নিহত হয়েছেন। খবরে বলা হয়েছে, খান ইউনিসের আবাসান আল-কাবিরাতে এক পরিবারের ওপর বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। এতেই একই পরিবারের আটজন নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন অনেকে। তবে এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি ইসরায়েল। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে রাফাতে হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী যদি গাজার রাফাহ অঞ্চলে পরিপূর্ণ আকারে আক্রমণের নির্দেশ দেন, তাহলে অস্ত্রের চালান বন্ধ করে দেওয়া হবে- যুক্তরাষ্ট্র এই মর্মে সতর্ক করার পর বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন যে ইসরায়েল একা লড়তে পারে। তিনি বলেন, যদি প্রয়োজন হয়... আমরা একাই দাঁড়াবো। আমি বলেছি যে প্রয়োজনে আমরা আমাদের নখ দিয়ে লড়াই করবো। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, রাফাহ আক্রমণ করা হলে তিনি আর্টিলারি শেলসহ কিছু অস্ত্র আটকে রাখবেন।

জেলেনস্কিকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে উত্তাল ইউক্রেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দেহরক্ষীদের কাজে লাগিয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে রাশিয়া হত্যার ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ উঠছে। দেশটির দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান বরখাস্ত হয়েছেন। অন্যদিকে মার্কিন অস্ত্র কাজে লাগিয়ে রণক্ষেত্রে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন ইউক্রেনের সেনারা। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ আবার শুরু হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে এখনো রাশিয়াকে মোকাবেলা করতে হিমশিম খাচ্ছে ইউক্রেন। সে দেশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যতটা সম্ভব ক্ষতির চেষ্টা করছে রাশিয়া। মস্কো এমনকি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে বলেও অভিযোগ উঠছে।

পাকিস্তানে ৭ ঘুমন্ত শ্রমিককে গুলি করে হত্যা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে গোয়াদার শহরের কাছে একটি বাড়িতে ঘুমন্ত সাত শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করেছে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা। জাতিগত প্রতিহিংসার কারণে ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করছে দেশটির পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ কর্মকর্তা মহসিন আলী জানান, বন্দুকধারীরা বন্দর নগরী গোয়াদার থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত একটি বাড়িতে ঢুকে ঘুমন্ত শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায়। নিহত সাত শ্রমিকের সবাই পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের বাসিন্দা। তারা সবাই একটি চুল কাটার সেলুনে কাজ করতেন। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ও চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর (সিপিইসি) বিনিয়োগের অংশ হিসেবে উপকূলীয় শহর গোয়াদারে বেইজিং এর অর্থায়নে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প চালু রয়েছে। তবে, পুলিশ মনে করছে, এই হামলার সঙ্গে তাদের কাজের কোনো সম্পর্ক নেই। যদিও উত্তর আফগান সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় পাকিস্তানি তালেবান দ্বারা সংগঠিত আগের হামলাগুলোতে পশ্চিমা ধাঁচের দাড়ি ছাঁটা ও চুল কাটার ওপর জঙ্গিদের নিষেধাজ্ঞার প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হয়। এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এ হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার না করলেও হামলাটির সঙ্গে অস্থিতিশীল বেলুচিস্তান প্রদেশে জাতিগত সংঘাতের আগের হামলাগুলোর মিল রয়েছে।

গত এপ্রিল মাসে বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি নামের একটি গোষ্ঠী মহাসড়কে চলন্ত বাস থেকে কয়েকজন শ্রমিককে অপহরণ করে হত্যার দায় স্বীকার করে। বেলুচিস্তান পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় প্রদেশ। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ প্রদেশটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বেলুচ গেরিলাদের নেতৃত্বে কয়েক দশক ধরে বিদ্রোহ চলছে।

ফ্লোরিডা পুলিশের গুলিতে মার্কিন বিমান বাহিনীর সদস্য নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন বিমান বাহিনীর একজন কৃষ্ণাঙ্গ সদস্য ফ্লোরিডা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। ভুক্তভোগীর নিজ বাড়িতে এই ঘটনাটি ঘটেছে। যে পুলিশ তাকে গুলি করেছে তার সঙ্গ থাকা ক্যামেরার ফুটেজ প্রকাশ করেছে স্থানীয় পুলিশ। বৃহস্পতিবার তার পরিবারের একজন আইনজীবী হত্যাকাণ্ডের কথা নিশ্চিত করেছেন। খবর বিবিসির। বিমান বাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিহতের নাম রজার ফোর্টসন (২৩)। তিনি মার্কিন বিমান বাহিনীর সিনিয়র এয়ারম্যান ছিলেন। তাকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তিনি মারা যান। নিহতের পরিবারের আইনজীবী একজন সাক্ষীর বরাত দিয়ে অভিযোগ করেছেন, পুলিশ ভুল বাড়িতে ঢুকেছে। তবে পুলিশ এই দাবি অস্বীকার করে বলেছে, ওই পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। কারণ তিনি ফোর্টসনকে বন্দুক হাতে সশস্ত্র অবস্থায় দেখেছেন।

মে মাসেই ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে পারে স্পেন ও আয়ারল্যান্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে স্পেন ও আয়ারল্যান্ডসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-র বেশ কয়েকটি দেশ। গত বৃহস্পতিবার এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ইইউ-র পররাষ্ট্রনীতির প্রধান জোসেপ বোরেল। ২১ মে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে পারে তারা। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। ফিলিস্তিনির পূর্ণ সদস্য হওয়ার জন্য শুক্রবার জাতিসংঘের এক প্রত্যাশিত ভোটের আগে ইইউ-র পররাষ্ট্রনীতির প্রধান জোসেপ বোরেল বলেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে স্পেন ও আয়ারল্যান্ডসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-র বেশ কয়েকটি দেশ। স্থায়ী শান্তির জন্য দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানকে অপরিহার্য বলে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ মার্চ মাসে বলেছিলেন, স্লোভেনিয়া ও মাল্টার সঙ্গে স্পেন ও আয়ারল্যান্ড ইসরায়েলের পাশাপাশি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়েছে। ২১ মে স্পেন, আয়ারল্যান্ড ও অন্যান্য ইইউ দেশগুলো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে কিনা জিজ্ঞেস করলে বোরেল বলেন, হ্যাঁ। এ ছাড়া তিনি বলেন, বেলজিয়াম এবং অন্যান্য দেশও সম্ভবত স্বীকৃতি দিবে। এর আগে তারিখ উল্লেখ না করে স্পেনের

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসে ম্যানুয়েল আলবারেস বলেছিলেন, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হামাসকে নির্মূল করতে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহতের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ও ফিলিস্তিন-ইসরায়েল বিরোধের স্থায়ী সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক আহ্বান বেড়েছে। এদিকে, ইসরায়েল বলছে, ফিলিস্তিনের স্বীকৃতির পরিকল্পনা একটি 'সন্ত্রাসবাদের জন্য পুরস্কার হবে। ফিলিস্তিনির পূর্ণ সদস্য হওয়ার জন্য শুক্রবার জাতিসংঘের এক প্রত্যাশিত ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

বিনোদন

ঢাকা মাতাবেন অঞ্জন দত্ত

বিনোদন ডেস্ক : ওপার বাংলার মতো এপার বাংলায়ও সমান জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী অঞ্জন দত্ত। সুযোগ পেলেই প্রায়শই অঞ্জন ছুটে আসেন বাংলাদেশি শ্রোতাদের সামনে! আজ শনিবার ঢাকার শ্রোতা-দর্শকদের জন্য আবারও আসছেন অঞ্জন! আজ ঢাকা মাতাবেন তিনি। ইতিমধ্যে কনসার্টের প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। কনসার্টে অঞ্জন দত্তের সঙ্গে আরো গান গাইবেন ব্যান্ড কাকতাল ও আহমেদ হাসান সানি। কনসার্টে বিবিধ ব্র্যান্ড ও পণ্যের স্টলের পাশাপাশি থাকবে স্পন্সর বুথ ও নানা কর্মসূচি। এ অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় টাইটেল স্পন্সর হিসেবে থাকছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক। ইয়ুথ এঙ্গেজমেন্ট ও আউটরিচ পার্টনার হিসেবে কনসার্টের সঙ্গে থাকবে জুনিয়র চেম্বারস্ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। এ ছাড়া বিশেষ কিছু আয়োজনে পার্টনার হিসেবে থাকবে এশিয়ান পেইন্টস্, পোলার আইসক্রিম, ডেন কেক, প্রাণ আপ, ভিশন স্মার্ট টিভি, গোযায়ান, স্পার্ক, আমা কফি, মেরন, ফটোগ্রাফার পার্টনার এর এক্সপোজ, মিডিয়া পার্টনার ৯৬.৪ স্পাইস এফএম, আরবাব গ্রুপ এবং কডিস্কেল থাকছে। কনসার্টটিতে রেগুলার ও ভিআইপি টিকিট সরবরাহ করছে গেট সেট রক। কনসার্ট আয়োজন নিয়ে অ্যাসেনের ফাউন্ডার ও সিইও আনন্দ চৌধুরী বলেন।

সালমানের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন রাশ্মিকা

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড মেগাস্টার সালমান খানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ কে না চায়? এমন সুযোগ পাওয়া মানে ক্যারিয়ার ও সৌভাগ্যের দরজা খুলে যাওয়ার মতো। আর এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাশ্মিকা মান্দানা। অবশ্য ইতোমধ্যেই ক্যারিয়ারের সোনালি সময় পার করছেন রাশ্মিকা। তবু সালমানের সঙ্গে জুটি বাঁধার সুযোগ পেয়ে দারুণ খুশি এই নায়িকা। নিজের আসন্ন সিনেমার নাম ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছেন সালমান খান। 'সিকান্দার' শিরোনামের সিনেমাটিতে এবার ঘোষণা করা হলো নায়িকার নাম। সালমানের খানের বিপরীতে থাকছেন রাশ্মিকা। প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা ঘোষণা করেছেন এমনটাই। এই খুশির সংবাদটি ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী। এক্সে (টুইটার) রাশ্মিকা মান্দানা সালমান খান অভিনীত সিকান্দার-এ যোগ দেওয়ার বিষয়ে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তিনি নাদিয়াদওয়ালার পোস্টটি পুনরায় শেয়ার করে লিখেছেন, "আপনারা অনেক দিন ধরে আমাকে পরবর্তী আপডেটের জন্য জিজ্ঞাসা করছেন এবং এখানে এটি। সারপ্রাইজ!' পোস্টে সালমান খান, মুরুগাদোস ও সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার সিনেমার অংশ হতে পেরে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন অভিনেত্রী। এবারের ঈদে সালমান খানের 'সিকান্দার'-এর ঘোষণা করা হয়। সালমান জানান, আগামী বছরের ঈদে সিকান্দার চরিত্রে আসছেন তিনি। সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার এই সিনেমাটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন আমির খানের সুপারহিট 'গজিনি'-এর পরিচালক এ আর মুরুগাদোস। এবার নায়িকা হিসেবে যুক্ত করা হলো রাশ্মিকাকে। ২০২৫ সালের ঈদে মুক্তি পাবে 'সিকান্দার।'

ইরানি চলচ্চিত্র পরিচালকের ৮ বছরের জেল

বিনোদন ডেস্ক : ইরানি পরিচালক মোহাম্মদ রসৌলফকে ৮ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ দেয়া এক পোস্টে নির্মাতার আইনজীবী বাবাক পাকনিয়া লিখেছেন, ইরানের ইসলামি বিপ্লব আদালত রসৌলফকে আট বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। সেই সাথে চাবুক মারা, জরিমানা এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। রাসউলফের ছবি "দ্য সিড অফ দ্য সেক্রেড ফিগচ এই মাসে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মূল প্রতিযোগিতায় দেখানোর কথা। আইনজীবী উল্লেখ করেন, সাজা জারি করার মূল কারণ ছিল রসৌলফের প্রকাশ্য বিবৃতি এবং চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র তৈরি করা, যা আদালতের মতে, 'দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি'। সম্প্রতি ইরানি কর্তৃপক্ষ কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে নির্মাতার সর্বশেষ সিনেমা 'দ্য সিড অফ দ্য সেক্রেড ফিগ' সরিয়ে নেয়ার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। কানে ছবিটির প্রিমিয়ার হবে এবং প্রতিযোগিতা বিভাগে লড়বে। এই ছবির প্রযোজক এবং শিল্পীদেরও হয়রানি করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছিল এবং দেশত্যাগে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হবে রসৌলফের সিনেমা 'দ্য সিড অব দ্য সেক্রেড ফিগ' এর। উৎসবের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে পাম দ'রের জন্য লড়বে ছবিটি। 'দ্য সিড অব দ্য সেক্রেড ফিগ' ছবির গল্প ইমান নামের এক ব্যক্তিকে ঘিরে। যিনি তেহরানের বিপ্লবী আদালতের একজন তদন্তকারী বিচারক। দেশব্যাপী রাজনৈতিক প্রতিবাদ তীব্র হওয়ার সাথে সাথে তার মনে জন্মায় অবিশ্বাস এবং সন্দেহ। একসময় তার বন্দুক রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। তিনি সন্দেহ করা শুরু করেন যে স্ত্রী নাজমেহ এবং তার কন্যা রেজভান এবং সানা এই ঘটনায় জড়িত। তিনি বাড়িতে কঠোর ব্যবস্থা আরোপ করেন, যার ফলে উত্তেজনা বেড়ে যায়। ধাপে ধাপে তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও পারিবারিক জীবনের চিত্র বদলে যায়। প্রায় বিশ বছর ধরে সেন্সরশিপ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে আসছেন রসৌলফ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি সরকারবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছেন। এই অভিযোগে এক বছর জেলও খাটতে হয়েছিল এই নির্মাতাকে।

ঈদে আসছে বুবলীর তিন সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক : ব্যক্তিগত নানা বিষয়ে চর্চায় থাকলেও নিয়মিত কাজটা ঠিক রাখছেন চিত্রনায়িকা বুবলী। গেল রোজার ঈদে তার দু'টি সিনেমা মুক্তি পায়। এর মধ্যে 'দেয়ালের দেশ' দিয়ে বেশ আলোচনায় ছিলেন তিনি। এ ছবিতে তার নায়ক ছিলেন শরিফুল রাজ। অন্যদিকে 'মায়া' সিনেমায় তার বিপরীতে ছিলেন আনিসুর রহমান মিলন, সাইমন সাদিক ও রোশান। নায়িকাদের মধ্যে বুবলীরই দু'টি সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল রোজার ঈদে। সেই ধারাবাহিকতা আসছে কোরবানির ঈদেও চলমান থাকছে। আসন্ন ঈদে তিন সিনেমা নিয়ে হাজির হচ্ছেন বুবলী। অর্থাৎ ঈদের ছবি মানেই বুবলীময়। বুবলী ঈদুল আজহায় হাজির হচ্ছেন সিয়াম আহমেদকে নিয়ে। 'জংলি' শিরোনামের এই ছবিটি পরিচালনা করছেন এম রহিম। এরইমধ্যে সিনেমায় সিয়ামের জংলি লুক বেশ নজর কেড়েছে। এর আগে সিয়াম ও বুবলীকে দেখা গেছে 'টান' নামক ওয়েব ফিল্মে। বেশ প্রশংসিত ছিল সেটি। এবার নতুন রূপে পর্দায় হাজির হতে যাচ্ছেন তারা 'জংলি' সিনেমায়। জানা গেছে, বেশ ভিন্ন লুকে এ সিনেমায় দেখা যাবে বুবলীকে। এ ছবির বাইরেও কোরবানির ঈদে 'পুলসিরাত' নামক সিনেমা মুক্তি পেতে যাচ্ছে তার। রাখাল সবুজ পরিচালিত এ ছবিতে তার নায়ক জিয়াউল রোশান। অন্যদিকে এমডি ইকবাল পরিচালিত 'রিভেঞ্জ' সিনেমাটিও আসছে ঈদে মুক্তি পাচ্ছে, যার নায়িকা বুবলী। ঈদে তিন সিনেমা নিয়ে বুবলী বলেন, গত ঈদে আমার অভিনীত দু'টি সিনেমা মুক্তি পায়। ছবি দু'টি থেকে বেশ ভালো সাড়া মিলেছে। আসছে ঈদেও আমার তিনটি ছবি মুক্তি পাচ্ছে। এটা আসলেই বেশ ভালো লাগার ব্যাপার। কারণ ঈদ হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। এ সময়ই দর্শকদের সব থেকে বেশি আগ্রহ থাকে সিনেমা নিয়ে। তাই এ সময় ছবি মুক্তি পাওয়াটাও অন্য রকম ব্যাপার। এবারের তিনটি সিনেমাই তিন রকমের। আমার চরিত্রও একদম আলাদা। আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে। এদিকে এ অভিনেত্রী গত বৃহস্প্রতিবার রাজধানীর ভাটারা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। তার অভিযোগ, তার বিরুদ্ধে একদল মানুষ অরুচিকর, মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার করছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। গত বুধবার ডিএমপির গুলশান বাড্ডা জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) রাজন কুমার সাহা গণমাধ্যমকে বুবলীর জিডির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে ডিএমপির সিটিটিসি বিভাগের সাইবার ইউনিট তদন্ত করছে।' গত ২৪ এপ্রিল থানায় তিনি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। যদিও পুরো বিষয়টিই শুরু থেকে গোপন রেখেছেন এই অভিনেত্রী। সাধারণ ডায়েরিতে বুবলী উল্লেখ করেছেন, 'বেশ কিছুদিন যাবৎ কিছু ব্যক্তি, অনলাইন পোর্টাল ও টিভি চ্যানেল তাদের নিজস্ব ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে আমার নামে বিভিন্ন অরুচিকর, মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রচার করছে। এমন অবস্থায় বিষয়টি সাধারণ ডায়েরিভুক্ত করে রাখা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেছি।'

বুবলির পর থানায় জিডি করলেন অপু

বিনোদন ডেস্ক : অরুচিকর, মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রচারের অভিযোগ নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ঢাকাই সিনেমার নায়িকা অপু বিশ্বাস। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর ভাটারা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তিনি। জিডিতে অপু বলেছেন,'বেশ কিছুদিন যাবত ৩৪ ব্যক্তি ও ব্লগার তাদের নিজস্ব ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে আমার নামে বিভিন্ন অরুচিকর, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য প্রচার করছে। এমন অবস্থায় বিষয়টি সাধারণ ডায়েরিভুক্ত করে রাখার প্রয়োজন বলে মনে করেছি।' গত বৃহস্পতিবার রাতে ডিএমপির গুলশান বাড্ডা জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) রাজন কুমার সাহা গণমাধ্যমকে অপুর জিডির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'এ বিষয়টি তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, 'বুবলি ফ্যান, সীমান্ত, ভাইরাল নিউজ বাই তোমা, ফাইভ টিভি বাংলা ও রাইদ রবিসহ ৩৪টি ফেসবুক পেজ-ইউটিউব চ্যানেলের নাম উল্লেখ করেছেন অপু। এ বিষয়ে মোবাইলে অপুর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাকে ফোনে পাওয়া যায়নি। এর আগে অরুচিকর, মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচারের অভিযোগ নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী। গত ২৪ এপ্রিল রাজধানীর ভাটারা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তিনি। যেখানে বুবলী বলেছেন, 'বেশ কিছুদিন যাবত কিছু ব্যক্তি, অনলাইন পোর্টাল ও টিভি চ্যানেল তাদের নিজস্ব ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে আমার নামে বিভিন্ন অরুচিকর, মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রচার করছে। এমন অবস্থায় বিষয়টি সাধারণ ডায়েরিভুক্ত করে রাখা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেছি।'

কন্যাসন্তানের মা হলেন পরী

বিনোদন ডেস্ক : ২০২২ সালের ১০ আগস্ট পুত্রসন্তান শাহীম মুহাম্মদ রাজ্য আসে চিত্রনায়িকা পরীমণির কোলজুড়ে। এবার কন্যাসন্তান দত্তক নিলেন তিনি। নাম রেখেছেন সাফিরা সুলতানা প্রিয়ম। গত বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন পরীমণি। তিনি বলেন, 'ছেলের পরে মেয়ে, কী যে আনন্দ। পৃথিবীতে আসার ছয় দিন হলো ওর। আমার ঘরে ছেলের পাশে আলো হয়ে আছে।' সন্তান দত্তক নেওয়ার বিষয়ে নায়িকা বলেন, 'আমি ওকে দত্তক নিয়েছি। নিয়ম মেনে সই করার সময় মনে হল আল্লাহ আবার আমার জন্য কিছু করলেন। জীবনে কোনো দিন কিছু নিয়ম অনুযায়ী বা পরিকল্পনা করে করিনি আমি। তাই আল্লাহ আমার জন্য যা যা চেয়েছেন তাই মাথা পেতে নিয়েছি। ও পরীর মতোই আমার কোলে চলে এল। কোলে যখন নিই, মনে হয় আমার নাভি কেটেই ও এসেছে। ওর ছবি এখন দিচ্ছি না। কেউ রাগ করবেন না! মা তো... আর কিছু দিন যাক।' অভিনেত্রী আরও বলেন, 'আমি যা মন থেকে চাই তাই করি। কে কী বলল সেসব নিয়ে কোনো দিন ভাবিনি। কে বলেছে বাবা ছাড়া সন্তান মানুষ করা যায় না? কে বলেছে জন্ম দেওয়া বাবা-মা ছাড়া সন্তান মানুষ হয় না? এইসব নিয়ম সমাজের তৈরি। এই তো আর কয়েক দিনের মধ্যেই মাতৃদিবস নিয়ে হইচই হবে। কিন্তু সেখানেও তো পিতৃতন্ত্রের আদলে তৈরি করা মেয়েদের জয়গান। কাজ আর সন্তানদের নিয়ে বাঁচব আমি। এখন রাতের দিকে সব শান্ত হয়ে আসার পরে একদিকে ছেলে, আরেকদিকে ঘুমন্ত মেয়ের মাঝে যখন চোখ খুলে দেখি তখন মনে হয় পরীমণির আকাশটা বড় হয়ে আসছে।' ঢাকাই ছবির এই চিত্রনায়িকা 'গুণিন' ছবির সেটে বিয়ে করেছিলেন অভিনেতা শরীফুল রাজকে। তাদের ঘরে আসে রাজ্য। বিচ্ছেদের পর এখন কাজ ও সন্তান নিয়েই ব্যস্ত এই তারকা।

বাঘায় ফেন্সিডিল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দূর্ঘটনায় যুবক নিহত

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় ফেন্সিডিল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দূর্ঘটনায় শহিদ হোসেন (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে বাঘা-বানেশ্বর মহাসড়কের বিনোদপুর বাজারে মাইক্রোর সাথে মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে সে নিহত হয়। নিহত শহিদ হোসেন পুঠিয়া উপজেলার দুর্লোভপুর গ্রামের মোশারফ হোসেনের ছেলে। মোটর সাইকেল আরেক আরোহী আহত জনি হোসেনকে (৩২) উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জনি হোসেন চারঘাট উপজেলার ঝিকরা গ্রামের জমির উদ্দিনের ছেলে। ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়। এ সময় ২৫ বোতল ফেন্সিডিল ও একটি মোটর সাইকেল জব্দ করা হয়েছে। তবে কোন অভিযোগ না থানায় লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, তারা বাঘা সীমান্ত এলাকা থেকে ফেন্সিডিল ক্রয় করে মোটরসাইকেল নিয়ে নিজ এলাকায় যাওয়ার পথে এ ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে মনিগ্রাম ইউনিয়নের বিনোদপুর বাজার নাইট গার্ড মকসেদ আলী বলেন, ভোর রাতে একটি মোটর সাইকেল নিয়ে চারঘাটের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় কালো রঙ্গের একটি মাইক্রো বাঘার দিকে যাচ্ছিল। হটাৎ বিকট শব্দ শুনে কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি সে একজন ছটফট করছে আরেকজন পাশে কাতরাচ্ছে। স্থানীয়দের ডাকাডাকি করতে করতে ঘটনাস্থলে একজন মারা যায়। পরে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধা করে থানায় নিয়ে যায় এবং আহত একজনকে হাসপাতালে প্রেরণ করে। এ বিষয়ে বাঘা থানার এসআই কামরুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। কারও কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ পরিবারের কাছে দেওয়া হয়েছে। তবে এ ঘটনায় একটি ইউডি মামলা হয়েছে।

হিরণের কবরে জসিমের শ্রদ্ধা নিবেদন

বরিশাল প্রতিবেদক : প্রথমধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বরিশাল সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জসিম উদ্দিন। বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণার পর সদর উপজেলাবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শুক্রবার সকালে জসিম উদ্দিন গণমাধ্যমের কাছে বলেছেন, আজকে আমার নেতা আধুনিক বরিশালের রূপকার সাবেক মেয়র শওকত হোসেন হিরণ বেঁচে থাকলে এ বিজয়ে সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। তিনি (হিরণ) প্রথম বরিশাল সদর উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে মানুষের জন্য কাজ করেছেন। আমিও তার আদর্শের সৈনিক হিসেবে উপজেলাবাসীর জন্য কাজ করতে চাই। এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে আধুনিক বরিশালের রূপকার প্রয়াত মেয়র শওকত হোসেন হিরনের কবর জিয়ারত করেছেন নব-নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন।

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা, আসামি বেনাপোলে আটক

বেনাপোল, যশোর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা মামলার আসামি ইব্রাহিম প্রধানিয়াকে (৩৮) যশোরের বেনাপোল সীমান্ত এলাকা থেকে আটক করেছে র‍্যাব। শুক্রবার মধ্যরাতে বেনাপোল ডিগ্রী কলেজ এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক ইব্রাহিম প্রধানিয়া চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ থানার বকচর এলাকার আবদুল মোতালেব প্রাধানিয়ার ছেলে। শুক্রবার সকালে র‍্যাব-৬ যশোর ক্যাম্পের অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ সাকিব হোসেন এক প্রেসব্রিফিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। প্রেসব্রিফিংয়ে তিনি জানান, ইব্রাহিম চার বছর আগে একই এলাকার খোকন মিয়ার মেয়ে খাদিজাকে বিয়ে করে। তাদের দুটি সন্তান রয়েছে। গত এক বছর ধরে ইব্রাহিম যৌতুক হিসেবে ফার্নিচার দাবি করে। খাদিজার দরিদ্র পিতা যৌতুক দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বিভিন্ন অযুহাতে খাদিজার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। এরই ধারাবহিকতায় গত ১০ এপ্রিল রাতে খাদিজাকে তার স্বামী ও শাশুড়ি মিলে নির্যাতন করে এবং একপর্যায়ে বাড়িতে থাকা ডিজেল শরীরে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় খাদিজার ডাক-চিৎকারে প্রতিবেশীরা এসে আগুন নিভায় এবং হাসপাতালে ভর্তি করে। পরবর্তীতে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১২ এপ্রিল খাদিজা মারা যায়। এ ঘটনায় মামলা হলে খাদিজার শাশুড়িকে আটক করা হয়। এরপর থেকে আত্মেগোপনে চলে যায় ইব্রাহিম। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব-৬ যশোর ক্যাম্পের সদস্যরা শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে বেনাপোল ডিগ্রি কলেজ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইব্রাহিমকে আটক করে র‍্যাব। তিনি আরো জানান, আটক আসামি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার দায় সত্যতা স্বীকার করেছে।

খাবারের খোঁজে ছানা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে মা মুরগি। মালিগাছা, পাবনা।

মিরসরাইয়ে বাড়ছে ভুট্টা চাষ

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার কৃষকেরা লাভজনক ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ফসল ভুট্টা চাষে ঝুঁকছেন। ভুট্টা উপজেলার কৃষিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ভুট্টার দানা মানুষের খাদ্য হিসেবে এবং ভুট্টার গাছ ও সবুজ পাতা উন্নতমানের গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। গরু, হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবেও এর যথেষ্ট চাহিদা আছে। কম সময়ে ও ভূগর্ভস্থ পানি কম ব্যবহার করতে রবিশস্য আবাদের জন্য কৃষকেরা ভুট্টা চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। আবহাওয়া অনুকূল ও ভুট্টায় পোকার আক্রমণ না থাকায় তারা ভালো ফলনের আশা করছেন। অনাবাদি ও এক ফসলি জমিতে ভুট্টা চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন অনেকে। গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি ভুট্টা চাষ হয়েছে। পতিত জমিতে ভুট্টা আবাদ করে বাড়তি আয় করছেন তারা। আগামীতে এর পরিধি বাড়বে বলে জানিয়েছে উপজেলা কৃষি অধিদপ্তর। মিরসরাই উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন ও দুটি পৌরসভায় ৪৬ হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষ হয়। ২০২৩ সালে আবাদ দাঁড়ায় ৩৬ হেক্টরে। চলতি বছর আরও ১০ হেক্টর বেড়েছে। জানা গেছে, উপজেলায় একাধিক পোল্ট্রি ফিড হ্যাচারি আছে। এসব হ্যাচারিতে ফিড উৎপাদনের জন্য প্রতি বছর ৫০০ টনেরও বেশি ভুট্টা স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহের পাশাপাশি ভারত থেকে আমদানি করতে হয়। তাই অনেক পোল্ট্রি ফিড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কৃষকদের চাষের খরচ দিয়ে ভুট্টা আবাদে আগ্রহী করে তুলছে। অনেক গরুর খামারি পশুর খাদ্যের জন্য ভুট্টা ব্যবহার করছেন। কৃষি অধিদপ্তর জানায়, মিরসরাইয়ে রকেট-৫৫, সুপার সাইন, টাইগার-৫৫, কোহিনূর পাইওনিয়ারসহ বেশকিছু জাতের ভুট্টা চাষ হয়। এ ছাড়া হাইব্রিড কেএমএসবি-৪১০ ও বিডব্লিউএমআরআই হাইব্রিড-২ জাতের ভুট্টা বেশি চাষ হয়। উপজেলায় সবচেয়ে বেশি ভুট্টা চাষ করেছে নাহার এগ্রো গ্রুপ। নিজেদের জমিতে চাষের পাশাপাশি অন্য জমি লিজ নিয়ে চাষ করছে। কৃষকদের অনাবাদি ও এক ফসলি জমিতে ভুট্টা চাষে উদ্বুদ্ধ করছে। অনেক কৃষক ভুট্টা চাষ করে লাভের মুখ দেখেছেন। আগামীতে ব্যাপক আকারে কৃষিপণ্যটি চাষের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় চাষি ও ব্যবসায়ীরা জানান, মিরসরাইয়ে ডেইরি শিল্প দ্রুত বাড়ছে। গড়ে উঠেছে বড় আকারের একাধিক খামার। এসব ফার্মে গরুকে খাওয়ানোর জন্য প্রতি বছর অনেক ভুট্টার প্রয়োজন হয়। আগে দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে আনা ভুট্টা দিয়ে প্রয়োজন মেটানো হতো। এখন এখানকার চাষ করা ভুট্টা দিয়ে চাহিদা মেটানো হচ্ছে। উপজেলার করেরহাট ইউনিয়নের পশ্চিমজোয়ার গ্রামের ভুট্টা চাষি শেখ মো. আক্তার হোসেন বলেন, 'আমি গরুর খাবারের জন্য উত্তরবঙ্গ থেকে ভুট্টা কিনে থাকি। কিন্তু চলতি বছর সাড়ে ৭ একর জমিতে ভুট্টা চাষ করেছি। এতে উৎপাদন হতে পারে ৮১ টন। সম্প্রতি পোকার আক্রমণে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভুট্টা ক্ষেত। কৃষি অফিসের কোনো সহযোগিতা পাইনি। এমনকি কোনো কৃষি কর্মকর্তা আমার ক্ষেতটি দেখতেও আসেননি।' মিরসরাই উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা প্রতাপ চন্দ্র রায় বলেন, 'ভুট্টা চাষে কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব। গত বছরের তুলনায় চলতি বছর আবাদ বেড়েছে। আমাদের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা কৃষকদের ধান চাষের পাশাপাশি ভুট্টা চাষে আগ্রহী করে তুলতে কাজ করে যাচ্ছেন।'

এম মাঈন উদ্দিন/এসইউ/এএসএম

হাইব্রীড 'আপন' জাতের ধানক্ষেত পরিদর্শনে চীনা বিশেষজ্ঞরা

শেরপুর প্রতিনিধি : হাইব্রীড 'আপন' জাতের ধান আবাদ পরিদর্শন করেছেন ধানটির উদ্ভাবকসহ চীনা বিশেষজ্ঞরা। বৃহস্পতিবার বিকেলে শেরপুরের নকলা উপজেলার চরমধুয়া এলাকায় কৃষক হুমায়ুন মিয়ার ১৭ কাঠা (৮৫ শতাংশ) জমিতে বোরো মৌসুমে আবাদকৃত নতুন জাতের এই ধানক্ষেতের ফলন ও সার্বিক বিষয়াদি পর্যবেক্ষন করেন তারা। পরিদর্শন দলে ছিলেন জাত উদ্ভাবক চীনের সাইথওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলোজির গবেষক অধ্যাপক হু, বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান চীনের এয়ার ফার্মার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মিস সালামো, বিক্রয় ব্যবস্থাপক মিস জেসমিন। এসময় তাদের সাথে ছিলেন এসিআই সীড লিমিটেডের ব্যবসা পরিচালক সুধীর চন্দ্র নাথ, বিক্রয় ব্যবস্থাপক মনোসিজ কুমার মন্ডল, প্রোডাক্ট ম্যানেজার মো. হুমায়ুন রফিক, কর্মকর্তা অলোক চন্দ্র শীল প্রমুখ। পরিদর্শনকালে চীনা বিশেষজ্ঞরা আবাদ করা ধানক্ষেতে নেমে বিভিন্ন অংশ থেকে ধানগাছের গোছা এবং শীষ সংগ্রহ করে সেগুলোতে ধানের সংখ্যা গণনা করেন এবং এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। পরে তারা স্থানীয় কৃষকদের সাথে কথা বলেন এবং মাঠ দিবসে বক্তব্য রাখেন। এসিআই সীড লিমিটেডের ব্যবসা পরিচালক সুধীর চন্দ্র নাথ জানান, এসিআই ফরমুলেশন হাইব্রীড ধান-১৯ যার বাণিজ্যিক নাম হলো 'আপন'। বোরো মৌসুমে আবাদযোগ্য এ ধানটি চিকন এবং গড় ফলন হেক্টরে প্রায় সাড়ে ৯ টন। অর্থাৎ শতাংশ প্রতি প্রায় এক মন করে। তাছাড়া এই ধানটি পাতা পোড়া রোগ প্রতিরোধী, প্রবল বাতাসেও ধান ঝড়ে পড়েনা। এর ভাতও বেশ ঝরঝড়ে ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ। দেশের সকল এলাকায় এই ধানটি আবাদযোগ্য হওয়ায় কৃষকদের মাঝে নতুন এই হাইব্রীড জাতের ধানটি নিয়ে বেশ সাড়া পড়েছে। তিনি জানান, চীন থেকে আমদানি করা এই ধানজাতটি কৃষি বিভাগের অনুমোদন পাওয়ায় এসিআই সীড কোম্পানি আগামী বছর থেকে এটির বাজারজাত করবে। এজন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে কৃষক মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে চীন থেকে আগত জাত উদ্ভাবক ও কৃষি বিশেষজ্ঞরা সরেজমিনে এটির আবাদ পরিদর্শনে এসেছেন। পরিদর্শন টিমের প্রধান জাত উদ্ভাবক চীনা গবেষক অধ্যাপক হু বলেন, বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এখানকার মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। তাছাড়া খাদ্য চাহিদা থাকায় অল্প জমিতে অধিক ফলন উৎপাদন করতে হবে, একইসাথে পুষ্টিমানও নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য এখানে হাইব্রীড ধান-১৯ (আপন জাতের ধান) হতে পারে একটি আদর্শ জাতের ধান। এটি বিএলবি ও পোকামাকড় প্রতিরোধী। এর গড় ফলনও অনেক ভালো। ধান গাছও অনেক শক্তিশালী হয়ে থাকে। এই ধানের আবাদ বৃদ্ধি করা গেলে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এটি কার্যকর ভুমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি। মাঠ দিবসে বীজ ডিলার মো. সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে অতিথিরা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে শতাধিক কৃষক-কৃষানী, বীজ ব্যবসায়ীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় স্থানীয় কৃষকরা জানান, হাইব্রীড ধান-১৯ যা আপন নামে পরিচিত ধানটির ফলন এবার বেশ ভালো হয়েছে। সামনের দিনে এই 'আপন' ধান কৃষকদের অতি আপন হয়ে উঠবে।

চাটমোহরে মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন নিয়ে আদালতে মামলা

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার চাটমোহর উপজেলার চরনবীন লাঙ্গলমোড়া ওয়ারেছিয়া দ্বিমুখি দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে। মাদ্রাসার সুপার মোঃ আঃ সামাদ কর্তৃক তাঁরপছন্দের লোকদের ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক সদস্য মনোনীত করায় এবং অভিভাবক সদস্য পদের মনোনয়নপত্র অন্যান্যের কাছে বিক্রি না করায় মাদ্রাসার ৩ জন শিক্ষার্থীর অভিভাবক চাটমোহরসিনিয়র সহকারী জজ আদঅলতে এই মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ১৩০, তাং ৩০/০৪/২০২৪। মামলার বাদী লাঙ্গলমোড়া গ্রামের মোঃ আঃ মতিন, চরনবীন গ্রামের আবদুল গাফফার ও ধুলাউড়ি গ্রামের মোঃ আছলাম। মামলার বিবাদীগণ হলেন মাদ্রাসার সুপার মওলানা মোঃ আঃ সামাদ,মাদ্রাসার সভাপতি মোঃ আবদুল জব্বার, নির্বাচনের প্রিজাইডিং অফিসার ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আঃ হালিম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, পাবনা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী অফিসার। মামলার বাদী পক্ষের অভিযোগ, মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন করার জন্য মাদ্রাসার সুপার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট আবেদন করেন। ইউএনও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আঃ হালিমকে প্রিজাইডিং অীফসার নিয়োগ করেন। সে মোতাবেক গত ১৬/০৪/২০২৪ ইং তারিখে নির্বাচনী তপসিল ঘোষিত হয়। ২১/০৪/২০২৪ থেকে ২৪/০৪/২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ ও গ্রহণ, ২৫/০৪/২০২৪ মনোনয়নপত্র বাছাই, ২৮/০৪/২০২৪ ইং তারিখ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, ২৯/০৪/২৪ ইং তারিখে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, ৩০/০৪/২০২৪ প্রতীক বরাদ্দ এব! ১৪ এপ্রিল নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়।

রাণীনগরে সাজাপ্রাপ্ত আসামীসহ চারজন গ্রেপ্তার

রাণীনগর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর রাণীনগর থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারকৃতদের শুক্রবার আদালতে সোর্পদ করা হয়েছে। রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু ওবায়েদ জানান, বৃহস্পতিবার রাতে পরোয়ান-াভুক্ত আসামীদের ধরতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে উপজেলার উজালপুর গ্রামের জয়নুল সরদারের ছেলে মকবুল সরদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। মকবুল সরদার একটি মামলার ৫বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি ছিল। এ ছাড়া একই রাতে পরোয়ান-ামূলে উপজেলার কাশিমপুর গ্রামের আ:ছাত্তারের ছেলে শরিফ উদ্দীন,ভবানীপুর গ্রামের আ: ছাত্তারের ছেলে টিটু সরদার ও আতাইকুলা গ্রামের মাজেদ খানের ছেলে আলম খানকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৪ মাসের নববধুর ১০ মাসের সন্তান প্রসব!

চাঁদপুর প্রতিনিধি : যুবতী নারীর বিয়ের বয়স পার হলো মাত্র ৪ মাস। এর মধ্যে ১০ মাসের সন্তান প্রসব করেছে এই যুবতী তথা নববধু। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের মাঝে মুখরোচক আলোচনা চলছে। ঘটনাটি হাজীগঞ্জের কালচোঁ দক্ষিন ইউনিয়নের শাকছিপাড়া নাজিম উদ্দিন বেপারী বাড়িতে। সরজমিনে জানা যায়, ঐ বাড়ির এক যুবতীর সাথে গত ৪ মাস আগে পারিবারিকভাবে বিয়ে হয় পাশের বাকিলা ইউনিয়নের রাধাসার গ্রামের জনৈক এক যুবকের সাথে। বিয়ের পর ঐ যুবতী কিছু দিন স্বামীর বাড়িতে থাকার পর সে বাবার বাড়িতে চলে যায়। সেখানে গত ৩০ এপ্রিল তার পেট ব্যাথা দেখা দিলে হাজীগঞ্জের একটি বেসরকারী হাসপাতালে ডেলিভারীর মাধ্যমে ১ মে কন্যাসন্তান প্রসব করে নববধু। হাসপাতাল থেকে নববধু তার সন্তান নিয়ে বাবার বাড়িতে গেলে চারদিকে কানাঘুষা শুরু হলে এক কান দু'কান করে পুরো গ্রাম ছড়িয়ে স্বামীর বাড়িতে নববধুর সন্তান প্রসবের খবর চাউর হয়ে যায়।

ধান মাড়াই করে বাড়ি নেওয়া জন্য ধানের বস্তায় ভরছেন কৃষক বাবা ও ছেলে। বাঁশমঙ্গল, কুমিল্লা।

ধানের বীজ সংরক্ষণ করবেন যেভাবে

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : হাওরে ধান কাটা প্রায় শেষ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো ধান কাটা হচ্ছে। তাই মনে রাখতে হবে, বেশি পাকা অবস্থায় ধান কাটলে অনেক ধান ঝরে পড়ে, শিষ ভেঙে যায়, শিষ কাটা লেদা পোকা এবং পাখির আক্রমণ হতে পারে। ফলে মাঠে গিয়ে ধান পেকেছে কি না দেখতে হবে। শিষের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান ঠিকমতো পেকেছে বলে ধরে নিতে হবে। ধান কাটাই শেষ কথা নয়, কাটার পর মাঠে ফেলে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাড়াই করা উচিত। কাঁচা খলার ওপর ধান মাড়াই করার সময় চাটাই, চট বা পলিথিন বিছিয়ে দিতে হবে। এভাবে ধান মাড়াই করলে ধানের রং উজ্জল ও পরিষ্কার থাকে। মাড়াই করা ধান অন্তত ৪-৫ দিন রোদে ভালোভাবে শুকানোর পর ঝেড়ে গোলাজাত করতে হবে।

ধানের বীজ সংরক্ষণ ভালো ফলন পেতে হলে ভালো বীজের প্রয়োজন। এজন্য যে জমির ধান ভালোভাবে পেকেছে, রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হয়নি এবং আগাছামুক্ত; সেসব জমির ধান বীজ হিসেবে রাখতে হবে। এবার ধান কাটার আগেই বিজাতীয় গাছ সরিয়ে ফেলতে হবে। যেসব গাছের আকার-আকৃতি, শিষের ধরন, ধানের আকার-আকৃতি, রং-শুং এবং ধান পাকার সময় জমির অধিকাংশ গাছ থেকে একটু আলাদা; সেগুলোই বিজাতীয় গাছ। সব রোগাক্রান্ত গাছও অপসারণ করতে হবে। এরপর ফসল কেটে এবং আলাদা মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে মজুত করতে হবে। বীজ ধান মজুতের সময় যেসব পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, সেগুলো হলো: ১. রোদে ৫-৬ দিন ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। যেন বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের নিচে থাকে। দাঁত দিয়ে বীজ কাটলে যদি কটকট শব্দ হয়, তাহলে বুঝতে হবে বীজ ঠিকমতো শুকিয়েছে। ২. পুষ্ট ধান বাছাই করতে কুলা দিয়ে কমপক্ষে দু'বার ঝেড়ে নেওয়া যেতে পারে। ৩. বায়ুরোধী পাত্রে বীজ রাখা উচিত। বীজ রাখার জন্য ড্রাম ও বিস্কুট বা কোরোসিন টিন ব্যবহার করা ভালো। ৪. মাটির মটকা বা কলসে বীজ রাখলে গায়ে দু'বার আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। ৫. আর্দ্রতা রোধক মোটা পলিথিনেও বীজ মজুতহ করা যেতে পারে। ৬. রোদে শুকানো বীজ ঠান্ডা করে পাত্রে ভরতে হবে। পুরো পাত্রটি বীজ দিয়ে ভরে রাখতে হবে। যদি বীজে পাত্র না ভরে, তাহলে বীজের ওপর কাগজ বিছিয়ে তার ওপর শুকনো বালি দিয়ে পাত্র পরিপূর্ণ করতে হবে। ৭. পাত্রের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে, যেন বাতাস ঢুকতে না পারে। এবার এমন জায়গায় রাখতে হবে, যেন পাত্রের তলা মাটির সংস্পর্শে না আসে। ৮. প্রতি টন ধানে ৩.২৫ কেজি নিম, নিশিন্দা বা বিষ কাটালি পাতার গুঁড়া মিশিয়ে গোলাজাত করলে পোকার আক্রমণ হয় না। সূত্র: কৃষি তথ্য সার্ভিস।

টমেটো চাষে ফিরোজের সাফল্য, ঝুঁকছেন অন্যরা

গাজিপুর প্রতিনিধি : আগাম ও উচ্চ ফলনশীল জাতের টমেটো চাষে বাজিমাত করেছেন গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরসাদী ইউনিয়নের দক্ষিণবাগ গ্রামের কৃষক ফিরোজ মিয়া (৪৫)। এরই মধ্যে লক্ষাধিক টাকার টমেটো বিক্রি করেছেন। আরও লক্ষাধিক টাকার টমেটো বিক্রি করবেন বলে আশাবাদী তিনি। উন্নত জাত, সঠিক পরিচর্যা ও কৃষি অফিসের আন্তরিকতা থাকলে কৃষকের ভাগ্য বদলাতে পারে এমন প্রত্যাশা তার। জানা গেছে, উচ্চ ফলনশীল জাতের টমেটো খেতে বেশ সুস্বাদু হওয়ায় বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা। দামও বেশ ভালো। ফলে কৃষকেরা অসময়ে টমেটো চাষে ঝুঁকছেন। ফিরোজ মিয়া পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমবারের মতো ১ বিঘা জমিতে মালচিং পদ্ধতিতে সামার টমেটো চাষ করে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছেন। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার আশায় তিনি মালচিং পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের এ টমেটোর চারা লাগিয়েছেন। চারাগুলো উপজেলা কৃষি অফিসের সহায়তায় সংগ্রহ করেন। চারা রোপণের ৪৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই গাছে ফুল ও ফল আসায় বেশ উৎফুল্ল তিনি। কৃষক ফিরোজ জানান, ১ বিঘা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে সামার টমেটো চাষ করেছেন। এতে মালচিং পেপার ছাড়াও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে ইয়েলো ট্রেপ, চেরানং, গাছের গঠন ঠিক রাখতে বাঁশের খুঁটি, রশি, সুতা, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে নেট মাচা ব্যবহার করেছেন। এতে খরচ হয়েছে প্রায় ১ লাখ টাকা। তবে ফলন দেখে খরচের কয়েকগুণ টাকা লাভের প্রত্যাশা করছেন। শীতের পরিবর্তে গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমেও টমেটো চাষের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে বলে মনে করেন তিনি। কৃষক ফিরোজের টমেটো চাষ দেখে আগামী বছর এ জাতের টমেটো চাষ করবেন বলে জানান একই গ্রামের দুলাল মিয়া (৫০), মিজান মিয়া ও মাসুম মিয়া (৩০)। তবে এমন উন্নত জাতের বিষয়ে কৃষকের সঙ্গে কৃষি অফিসকেও এগিয়ে আসতে হবে বলে দাবি আগ্রহী কৃষকদের। সরেজমিন জানা যায়, পরিত্যক্ত অনাবাদি জমিতে সামার টমেটোর চাষ করা হয়েছে। মালচিং পেপার ব্যবহার করায় আগাছা নেই বাগানে।

নড়াইলে মরণোত্তর লক্ষাধিক টাকা পেলেন একটি পরিবার

নড়াইল প্রতিনিধি : নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার লাহুড়িয়া ত্রৈলক্ষপাড়ায় মরণোত্তর লক্ষাধিক টাকা পেলেন একটি পরিবার। সোনালী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানির আয়োজনে গতকাল বিকেলে বীমা দাবির চেক হস্তান্তর করা হয়। সোনালী লাইফ ইন্সুরেন্সের গ্রাহক লোহাগড়া উপজেলার লাহুড়িয়া ত্রৈলক্ষপাড়ায় হেমায়েত শেখ অসুস্থজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের কাছে এক লাখ সাত হাজার ৭১০ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়েছে।

সরাইলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মার্কেট পুড়ে ছাঁই

সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুঁড়ে ছাঁই হয়ে গেছে পুরো একটি মার্কেট। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে শাহবাজপুর দ্বিতীয় গেইট এলাকায় এই অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি ঘটেছে। সরাইল ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাণপণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ততক্ষণে পুঁড়ে গেছে মার্কেটের ১৪-১৫ টি দোকান। ভুক্তভোগি ব্যবসায়ী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে বিকট শব্দে আগুনের লেলিহান শিখা উপরের দিকে ওঠে। আশপাশের লোকজন চিৎকার শুরূ করলে গ্রামের লোকজন জড়ো হয়। কিন্তু আগুন এত ভয়াবহ রূপ ধারণ করায় কেউ কাছে যেতে পারছিলেন না। দূর থেকে পানি আর বালি দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছেন। রাত ৪টার দিকে সরাইল ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত ষ্টেশন অফিসার রিয়াজ মোহাম্মদ ৯ সদস্যের টিম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ২ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। কিন্তু ততক্ষণে পুরো মার্কেট পুঁড়ে ছাঁই হয়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত স্বর্ণের দোকানের মালিক সীতারাম চৌধুরী বলেন, মার্কেটে স্বর্ণ, হার্ডওয়ার, মুদি, মোবাইল, সেলুন, টেইলার্স, কাপড়ের প্রায় ১৩ টি দোকানের সবগুলিই পুঁড়ে গেছে। কমপক্ষে দেড়-দুই কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। আমাদের ১৩ মালিককেই এখন পথে বসে যেতে হবে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট নাকি অন্য কোন উৎস থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে তা নিশ্চিত বলতে পারছি না। অগ্নিকান্ডের খবর শুক্রবার সকালে ওই এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

গোমস্তাপুরে অসুস্থ গরু অন্যত্র বিক্রির চেষ্টা, ২ ব্যবসায়ীকে অর্থদণ্ড

গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে অসুস্থ গরু জবাই করে অন্যত্র বিক্রির উদ্দেশ্যে নেওয়ার পথে দুই মাংস ব্যবসায়ীকে আটক করেছে এলাকাবাসী। গত বৃহস্পতিবার রাত ১০ টার দিকে রহনপুর পৌরসভার বড়বাজারস্থ বেইলি ব্রিজ এলাকা থেকে তাঁদের আটক ও মাংস জব্দ করা হয়। আটককৃতরা হলেন নাচোল উপজেলার করমজা গ্রামের আবুল হোসেন ও একই উপজেলার বেনী-পুর গ্রামের তোফাজ্জুল হকের ছেলে টুটুল। পরে দুই ব্যবসায়ীকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। স্থানীয় ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহযোগিতার এই আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিশাত আনজুম অনন্যা।

আদালত সূত্র ও স্থানীয়রা জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে ওই দুই ব্যবসায়ী উপজেলার বাঙ্গাবাড়ী ইউনিয়নের শিশাটোলা গ্রাম থেকে অসুস্থ গরু জবাই করে মাংস পিকআপ পরিবহনে রাজশাহীতে বিক্রির উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে রহনপুর বেইলী ব্রিজের কাছে স্থানীয়রা পিকআপটি আটক করে স্থানীয় প্রশাসনকে খবর দেন। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিশাত আনজুম অনন্যা ও প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. কাওসার আলি ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন। জব্দ করা মাংস প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করা হয়। এ সময় তাঁদের স্বীকারোক্তি ও উপজেলা প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের অনুমতি না থাকায় ভ্রাম্যমান আদালতে আবুল হোসেন ও টুটুলকে ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

রংপুর বিভাগ থেকে রেলওয়ের দুরত্ব রেয়াত বহালের দাবি

রংপুর প্রতিনিধি : রেলওয়ে যাতায়াতে রংপুর বিভাগ থেকে ঢাকা পর্যন্ত পূর্বের রেয়াত পদ্ধতি চালুসহ চার দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে সচেতন রংপুরবাসী। এ সময় রেয়াত পদ্ধতি বাতিলকে অসাংবিধানিক অন্যায় এবং রংপুর বিভাগের সাথে বৈষম্য বাড়ানোর সামিল বলে দাবি করা হয়। একই দাবিতে আগামী ১৭ মে পাঁবতীপুর রেলওয়ে জংশনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে। শুক্রবার দুপুরে রংপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এই মানববন্ধনে অংশ নেন কয়েকশ মানুষ। এ সময় দাবি আদায়ে বিভিন্ন ধরনের প্লাকার্ড প্রর্দশণ করে অংশগ্রহনকারীরা। তাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. তুহিন ওয়াদুদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন ।মানববন্ধনে রেল, নৌ যোগাযোগ ও পরিবেশ উন্নয়ন গণ কমিটি, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সাবেক সভাপতি কলামিস্ট নাহিদ হাসান নলেজ বলেন, ১৯৯২ সালে রেয়াত পদ্ধতির মাধ্যমে রেলওয়ে যাত্রী সংকট মেটানোর উদ্যোগ নিয়েছিল। সে কারণেই রংপুর বিভাগ থেকে যাতায়াতে ১২০ কিলোমিটার পথের কোন ভাড়া লাগত না। কারণ সান্তাহার নাটোর চাটমোহর হয়ে ১২০ কিলোমিটার পথ ঘুরে রংপুর বিভাগ থেকে রেলওয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু হঠাৎ করেই গেলো ৪ মে রেয়াত পদ্ধতি বাতিল করে ভাড়া আদায়ের কারণে রংপুর থেকে ৫০৫ টাকার ভাড়ার স্থলে ৬৩৫ টাকা গুনতে হচ্ছে এবং তিন ঘন্টা সময় বেশি লাগছে। এ সময় অবিলম্বে এই রেয়াত পদ্ধতি পুনর্বহাল, ব্রডগেজ লাইন নির্মাণ, সরাসরি রংপুর বিভাগ থেকে বালাসীঘাট হয়ে ঢাকা এবং বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ করতে হবে।' নাহিদ হাসান নলেজ আরও বলেন, 'যতদিন পর্যন্ত রেয়াত বহাল করবে না। ততদিন পর্যন্ত আমরা প্রতি শুক্রবার রংপুর বিভাগের প্রতিটি স্টেশনে স্টেশনে এই ক র্মসূচি পালন করবো। আগামী ১৭ মে পা র্বতীপুর রেলওয়ে জংশনে একই দাবিতে অবস্থান ক র্মসূচি পালন হবে। প্রসঙ্গত: গেলো ৪ মে রেলওয়ের ভাড়া বৃদ্ধি ছাড়াও রেয়াত পদ্ধতি তুলে দিয়ে ভাড়া আদায় করছে রেলওয়ে।

খেয়ার ট্রলার ডাঙায় তুলে মেরামত করা হচ্ছে। পুরোপুরি ঠিক করতে আরও ১৫ দিন লাগবে তাঁর। চন্দনীমহল, দিঘলিয়া, খুলনা।

আবারও শেষ মুহূর্তে হার এড়িয়ে লেভারকুসেনের অপরাজিত থাকার ইতিহাস

স্পোর্টস ডেস্ক : ইউরোপিয়ান ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ অপরাজিত থাকার ইতিহাসটা গড়েই ফেলল বায়ার লেভারকুসেন। ভেঙে ফেলল বেনফিকার টানা ৪৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড। গতকাল রাতে ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালের রোমার বিপক্ষে দ্বিতীয় লেগে ২-২ গোলে ড্র করে লেভারকুসেন। দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও আবারও সেই শেষ মুহূর্তে জোড়া গোলের দেখা পেয়ে ম্যাচ ড্র করে তারা। প্রথম লেগ ২-০ গোলে জেতায় দুই লেগ মিলিয়ে ৪-২ অগ্রগামিতায় ফাইনালে ওঠে জাভি আলোনসোর দল। এনিয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৪৯ ম্যাচ অপরাজিত থাকল তারা। ইউরোপিয়ান ফুটবল আগের রেকর্ডটি ছিল বেনফিকার। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত টানা ৪৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকে পর্তুগিজ ক্লাবটি। সেই রেকর্ড ভেঙেই ৩৬ বছর পর ইউরোপা লিগের ফাইনালে নাম লেখায় লেভারকুসেন। সেমিফাইনালে ঘরের মাঠে স্বস্তিতে ছিল না তারা। ৬৬ মিনিটের ভেতরই লেয়ান্দ্রো পারদেসের জোড়া পেনাল্টিতে দুই গোলে এগিয়ে যায় রোমা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ানোটাকে রীতিমত অভ্যাসে পরিণত করেছে আলোনসো শিষ্যরা। এবারও এর ব্যতিক্রম হলো না। ৮২ মিনিটে আত্মঘাতী গোল পেয়ে ব্যবধান কমায় লেভারকুসেন। যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে জোসিপ স্তানিসিচের গোলে সমতায় ফেরে বুন্দেসলিগার চ্যাম্পিয়নরা। জয়ের পর লেভারকুসেন কোচ বলেন, 'এখন আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি ফাইনাল খেলব। আজ ওদের (রোমার) দ্বিতীয় গোলের পর আমরা নিজেদের চরিত্র দেখাতে পেরেছি। আমি আমার ছেলেদের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি, ওরা আরও চায়। আমাদের এখনো তিনটি ট্রফি জেতার সুযোগ আছে। আমার ছেলেরা তিনটিই জেতার যোগ্য।' ইউরোপা লিগের ফাইনালে আগামী ২২ মে আরেক ইতালিয়ান ক্লাব আতালান্তার মুখোমুখি হবে লেভারকুসেন। ট্রেবল জয়ের হাতছানি পেতে ২৫ মে ডিএফবি পোকালের ফাইনালে কাইজারস্লতার্নের বিপক্ষে লড়বে তারা।

প্রথম ম্যাচে আমিরকে নিয়ে অনিশ্চয়তা

স্পোর্টস ডেস্ক : আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ আছে পাকিস্তানের। এর মধ্যে পরশু সকালে আয়ারল্যান্ড পৌঁছেও গেছে পাকিস্তান। তবে ভিসা জটিলতায় আটকে ছিলেন মোহাম্মদ আমির। যদিও আমিরের ইংল্যান্ডের নাগরিকত্ব আছে। ব্রিটিশ স্ত্রীর সূত্র ধরে আগেই ইংল্যান্ডের স্থায়ী নাগরিকত্ব পান এই বাঁহাতি পেসার। তারপরও ইংল্যান্ডের প্রতিবেশী দেশ আয়ারল্যান্ডে আমিরের ভিসা জটিলতা অবাক করাই ছিল বটে। ২০১৮ সালে পাকিস্তান হয়ে আয়ারল্যান্ড সফর করার অভিজ্ঞতাও আছে আমিরের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জটিলতা কেটেছে। গত বৃহস্পতিবার আমিরের ভিসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে পাকিস্তানের একাধিক সংবাদমাধ্যম। তবে এদিন ডাবলিনে প্রথম টি-টোয়েন্টির আগে এই বাঁহাতি পেসার দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন কি না তা নিয়ে দেখা দেয় অনিশ্চয়তা। সে ক্ষেত্রে অবশ্য পরের দুই ম্যাচ হাতে থাকছে। এক দিনের বিরতি দিয়ে একই ভেন্যুতে আইরিশদের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। শেষটিও একই ভেন্যুতে আগামী ১৪ মে।

বিশ্বকাপে সুযোগ না পেয়ে অবসরে নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেটার

স্পোর্টস ডেস্ক : নিউ জিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দল ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল বেশ আগেই। সেই দলে সুযোগ হয়নি ব্যাটসম্যান কলিন মুনরোর। বিশ ওভারের এই আসরে সুযোগ না পেয়ে জাতীয় দলের জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুনরো। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়লেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন ৩৭ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। অবসরের ঘোষণায় এক বিবৃতিতে মুনরো বলেন, 'যদিও জাতীয় দলের হয়ে অনেক দিন খেলা হয়নি, কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজি টিটোয়েন্টির ফর্ম দিয়ে জাতীয় দলে ফেরার আশা আমি কখনোই ছাড়িনি। টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এই অধ্যায়টা আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দেওয়ার এখনই সঠিক সময়।' নিউ জিল্যান্ডের হয়ে ১ টেস্ট, ৫৭ ওয়ানডে ও ৬৫টি টিটোয়েন্টি খেলেছেন মুনরো। ২০২০ সালের পর কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেললেও এবারের টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য মুনরোকে বিবেচনায় রাখার কথা জানিয়েছিলেন নিউ জিল্যান্ড কোচ গ্যারি স্টিড। তবে দুই সপ্তাহ আগে ঘোষিত নিউ জিল্যান্ডের বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি তার। বেশ আক্রমণাত্মক ক্রিকেটার হিসেবে খ্যাতি রয়েছে মুনরোর। ২০১৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৪৭ করেন সেঞ্চুরি। ২০১৬ সালে অকল্যান্ডে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টিটোয়েন্টিতে ফিফটি করেন ১৪ বলে, যা নিউ জিল্যান্ডের ইতিহাসে দ্রুততম। জাতীয় দলের হয়ে টিটোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ৩টি সেঞ্চুরিও এই বাঁহাতির। এদিকে মুনরোর বিদায়ে নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেটের প্রধান নির্বাহী স্কট উইনিঙ্ক বলেন, 'কলিন আক্রমণাত্মক এবং ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটিংয়ে আমাদের প্রথম দিকের ব্যাটসম্যানদের একজন, যা এখন বিশ্বজুড়ে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। একশর বেশি ম্যাচে অবদানের জন্য তাকে আমরা ধন্যবাদ এবং ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানাই।'

ফিফার বিরুদ্ধে ফিফপ্রোর আইনি ব্যবস্থার হুমকি

স্পোর্টস ডেস্ক : এমনিতেই ঠাসা সূচি নিয়ে খেলোয়াড়, কোচদের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। এর মাঝে ৩২ দলের ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজনকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছে পেশাদার ফুটবলারদের সংগঠন ফিফপ্রো এবং ওয়ার্ল্ড লিগস অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউএলএ)। প্রতিযোগিতার আয়োজন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করতে ফিফার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংস্থা দুটি। বিবিসির বৃহস্পতিবারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দাবি মানা না হলে ফিফার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছে ফিফপ্রো ও ডব্লিউএলএ। আগামী মৌসুম থেকে ইউরোপের তিনটি ক্লাব প্রতিযোগিতা-চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ইউরোপা লিগ ও কনফারেন্স লিগে দলের সংখ্যা বেড়ে হবে ৩৬। আর ২০২৫ সালের ১৫ জুন থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত মাঠে গড়ানোর কথা ৩২ দলের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। সম্প্রসারিত এসব প্রতিযোগিতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো ও সচিব মাতিয়াস গ্রাফস্ত্রমকে একটি চিঠি দিয়েছে ফিফপ্রো এবং ডব্লিউএলএ। যেখানে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক ফুটবল পঞ্জিকা এখন 'অনুসরণ অযোগ্য।' ঘরোয়া লিগগুলোই তাদের প্রতিযোগিতা যথাযথভাবে আয়োজন করতে পারছে না।

প্লে-অফ খেলতে আর্থিক সাহায্য চায় মেরিনার্স

স্পোর্টস ডেস্ক : হকি লিগের প্লে-অফ জটিলতা কাটছেই না। হকি ফেডারেশন দ্বিতীয় দফায় দুই ক্লাব আবাহনী ও মেরিনার্সকে প্লে-অফ খেলার (১০ ও ১৩ মে) আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দুই ক্লাবের কেউই ফেডারেশনকে ফিরতি চিঠি দেয়নি। তবে দুই ক্লাবেরই প্রায় একই রকম ভাষ্য এত দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্লে-অফ খেলা সম্ভব নয়। ঢাকা মেরিনার্স ইয়াংস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান উল্লাহ খান রানা বলেন, 'বিদেশি খেলোয়াড় নিবন্ধনের কোটা শেষ। অন্যদের আনার সুযোগ নেই। সেই নিবন্ধিত খেলোয়াড়রা অন্য দেশে ও নিজ দেশের ভিন্ন দায়িত্বে রয়েছেন। তাদের ছুটি পাওয়া, ভিসা করানো সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। তাছাড়া এটা চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণী ম্যাচ, সুতরাং সেই ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য বিশেষ সময় প্রয়োজন।' ঢাকা মেরিনার্স ইয়াংস ক্লাবের সিদ্ধান্ত এত স্বল্প সময়ে প্লে-অফ খেলা সম্ভব নয়। আজ রাতেই ক্লাবটির চিঠি ফেডারেশনে পৌঁছানোর কথা।

সোহেলের ভুলে ড্র করলো আবাহনী

স্পোর্টস ডেস্ক : এম এস বাবলু আগের দুইবারের চেষ্টায় গোল করতে পারেননি। শেষ দিকে এসে তৃতীয় প্রচেষ্টায় ঠিকই লক্ষ্যভেদ করলেন। তাতে অবশ্য দায়টা গোলকিপার শহিদুল আলম সোহেলের বেশি। ৮৭ মিনিটে গোলকিপারের ভুলে বাবলুর গোলে পুলিশ এফসি আবাহনী লিমিটেডকে জিততে দেয়নি। প্রিমিয়ার লিগে ফিরতি পর্বে আবাহনী ১-১ গোলে ড্র করেছে সার্ভিসেস দলটির সঙ্গে। গোপালগঞ্জ শেখ ফজলুল হক মনি স্টেডিয়ামে আবাহনী আক্রমণে ছিল। ৯ মিনিটে আবাহনী এগিয়ে যায়। সতীর্থের ক্রসে আব্দুল্লায়েভ হেড করে ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে পারেননি, বল চলে যায় পেছনে অবস্থান করা কর্নেলিয়াস স্টুয়ার্টের পায়ে। গ্রানাডিয়ান স্ট্রাইকার দেখেশুনে গোলকিপারের পাশ দিয়ে প্লেসিং করে দেন। ব্যবধান বাড়ানোর কম চেষ্টা করেনি আবাহনী। কিন্তু সফল হতে পারেনি। ৩২ মিনিটে এনামুল গাজীর কাটব্যাক থেকে পোস্টের সামনে থেকে কর্নেলিয়াসের প্লেসিং অল্পের জন্য ক্রসবারের ওপর দিয়ে যায়। যোগ করা সময়ের শেষ মুহূর্তে ওয়াশিংটন বান্দ্রোর ক্রসে এনামুল গাজী পোস্টের একদম সামনে থেকে পা ছোঁয়াতে পারেননি। বিরতির পর আবাহনীর সঙ্গে সমান তালে লড়াই করার চেষ্টা করেছে পুলিশ। ৫৬ মিনিটে তারা ভালো সুযোগ নষ্ট করে। বক্সে ঢুকে একজনকে কাটিয়ে ফাঁকায় বদলি বাবলুর কিছুটা কোনাকুনি শট ক্রসবারের একটু ওপর দিয়ে চলে যায়। দুই মিনিট পর পালাসিওর ক্রসে বাবলুর হেড লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হয়। ৬৬ মিনিটে শাহ কাজেমের থ্রু পাস থেকে বক্সের বাইরে মাহাদি ইউসুফ খান অ্যারন ইভান্সের দুই পায়ের মাঝ দিয়ে ঠিকঠাক লক্ষ্যে শট নিতে পারেননি। অল্পের জন্য তা পোস্ট ঘেঁষে যায়। আবাহনী ৮৫ মিনিটে সুযোগ পায়। রবিউল ইসলামের ফ্রি কিক আহসান হাবীব পোস্টে ঢোকার মুহূর্তে প্রতিহত করেন। ৮৭ মিনিটে অভিজ্ঞ গোলকিপার সোহেলের ভুলে আবাহনী তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি। বাবলুর বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শট এক ড্রপ খায়, গোলকিপার সোহেল নিচু হয়ে ধরার চেষ্টা করলেও তা দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে জালে জড়িয়ে যায়। বলের গতি এমন জোরালো ছিল।

ব্রাজিলে প্রবল বন্যায় ফুটবল বন্ধের নির্দেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রবল বন্যায় ভেসে গেছে ব্রাজিলের দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য রিও গ্রান্দে দো সুল। স্থবির হয়ে পড়েছে সেখানকার জনজীবন। প্রাকৃতিক এই দুর্যোগের কারণে দেশটির ফুটবল ফেডারেশনকে (সিবিএফ) ফুটবলের সকল কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে বলেছেন ব্রাজিলের ক্রীড়া মন্ত্রী আন্দ্রে ফুফুকা। স্থানীয় সরকারের প্রকাশিত তথ্যমতে, ভারি বৃষ্টিপাতে গত সপ্তাহে এই রাজ্যে তৈরি হওয়া বন্যায় এখন পর্যন্ত ৮৫ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, আহত হয়েছেন ৩৭২ জন, এখনও নিখোজ আছেন ১৩১ জন। এ ছাড়া এক লাখ ৫৯ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সিবিএফ এরইমধ্যে অবশ্য রিও গ্রান্দে দো সুলের কয়েকটি ম্যাচ স্থগিত করেছে।

মেসির পর রোনালদোও যাবেন মায়ামিতে!

স্পোর্টর্স ডেস্ক : গেল বছর লিওনেল মেসিকে দলে ভিড়িয়েছে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামি। এরপর তারা লুইস সুয়ারেজসহ বার্সেলোনার বেশ কিছু তারকাকে দলে ভিড়িয়েছেন। এবার আরও উচ্চাভিলাষী প্রকল্পে হাত দিতে যাচ্ছে আমেরিকার ক্লাবটি। মেসির পর ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকেও তারা দলে ভেড়াতে চাচ্ছে। সময়ের সেরা দুই ফুটবলারকে তারা একই তাবুর নিচে আনতে চাচ্ছে এবং এই বিষয়ে তারা সিরিয়াস। সৌদি আরবের সাংবাদিক আব্দুল আজিজ আল-তামিমির বরাত দিয়ে স্প্যানিশ ক্রীড়া পত্রিকা মার্কা জানিয়েছেন, সম্প্রতি ইন্টার মায়ামি যোগাযোগ করেছে রোনালদোর সঙ্গে। তারা জানতে চেয়েছে তিনি মায়ামিতে যোগ দিতে আগ্রহী কিনা। কোনোভাবে সেটার সম্ভাবনা আছে কিনা। অবশ্য রোনালদো এখনও কিছু জানাননি। তবে আগামী মৌসুমে সেটা সম্ভব নয়। কারণ, রোনালদো ২০২৫ সাল পর্যন্ত আল নাসরে থাকবেন। সেক্ষেত্রে ২০২৬ সালে সম্ভব। তখন রোনালদোর বয়স হবে ৪০। সেই বয়সে রোনালদোকে কি মায়ামি দলে নিবে? তবে আধুনিক ফুটবলের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মেসি ও রোনালদোকে একই তাবুর নিচে আনতে পারাটা হবে মায়ামির জন্য বিরাট অর্জন। সেই লক্ষ্যেই তারা এমন কিছু করার কথা ভাবছে হয়তো।

ভ্রমণ

চোখ ধাঁধানো রংধনু গ্রাম

ভ্রমণ ডেস্ক : রংধনু গ্রাম, যার সৌন্দর্য দেখে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। এমনো সুন্দর কোনো গ্রাম হয় কি না, ভেবে অবাক হবেন! বলছি, তাইওয়ানের তাইচুংয়ের নানতুন জেলার রেইনবো ভিলেজের কথা। এই গ্রামে প্রবেশ করতেই আপনি রীতিমতো খুশি হয়ে উঠবেন। এটিই হয়তো বিশ্বের একমাত্র গ্রাম, যেখানকার ঘর-বাড়ি, দেওয়াল, রাস্তা সবই শিল্পীর তুলিতে আঁকা হরেক রং দিয়ে। এই গ্রামে ঢুকলেই মনে হবে অজানা পৃথিবীতে পা রেখেছেন। হুয়াং ইউং ফু নামক একজন প্রাক্তন সৈনিক তার সাজানো গোছানো বাড়িটি ডেভেলপারদের কাছে হারাতে বসেছিলেন। ওই গ্রামের প্রায় সবাই ডেভেলপারদের কাছে নিজেদের ঘরগুলো বিক্রি করে সেখান থেকে চলে যান। গ্রামটি জনশূন্য হয়ে পড়ে। হুয়াং ইউং ফুর বাড়ির পাশের ১১টি বাড়ি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। এ সময় মনের অজান্তেই ভালো লাগা থেকে তিনি নিজ বাড়ির আসবাবপত্রে ছবি আঁকা শুরু করেন। তারপরে শিল্পকর্মটি এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়ালে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর প্রতিবেশীদের পরিত্যক্ত বাড়িতেও আঁকাআঁকি শুরু করেন তিনি। একবার কাছের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র তার শিল্পকর্ম দেখে ছবি তোলে। তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবিগুলো শেয়ার করে। মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পরে গ্রামের নাম। এরপর গ্রামের নাম দেওয়া হয় 'রেইনবো ভিলেজ'। এখন হুয়াং ইউং ফু রেইনবো দাদু নামেই পরিচিত সবার কাছে। তার বয়স এখন ১০০ এর কোঠায়। স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে তিনি এখন আর রেইনবো গ্রামে বসবাস করছেন না। যদিও রেনবো ভিলেজটি এখন সম্পূর্ণভাবে দখলমুক্ত। বর্তসানে এই গ্রাম তাইওয়ানের একটি জনপ্রিয় পর্যটন স্পট। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা গ্রামটি দর্শনে যান সেখানে। এছাড়া তাইওয়ানবাসীরাও সুযোগ পেলেই ঢুঁ মারেন গ্রামটিতে। ঔধমড়হবং২৪ এড়ড়মষব ঘবংি ঈযধহহবষজাগোনিউজের খবর পেতে ফলো করুন আমাদের গুগল নিউজ চ্যানেল।

এই গ্রামের শিল্পকর্মগুলোর বেশিরভাগই পারিবারিক প্রেম, বন্ধুত্ব, সুখ ও প্রকৃতির দৃশ্য চিত্রিত করে। এসব দেখে পর্যটকরাও বেশ বিমোহিত হন। রেইনবো ভিলেজ প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট নদী, পার হতে লাগে ৫ মিনিট

ভ্রমণ ডেস্ক : বিশ্বের দীর্ঘতম নদী যেমন- মিশরের নীল নদ, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপিসহ দীর্ঘতম নদী সম্পর্কে কমবেশি অনেকেরই ধারণা আছে। তবে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম নদী কোনটি, সে সম্পর্কে কি জানা আছে? জানলে অবাক হবেন, বিশ্বের সবচেয়ে ছোট নদীটি পার হতে সময় লাগে মাত্র ৫ মিনিট। এর অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্টানা প্রদেশে। নদীটির নাম রো। বিশ্বের ক্ষুদ্রতম নদী রো ছাড়াও এখান দিয়ে বয়ে গেছে আমেরিকার সবচেয়ে বড় নদী মিসৌরি। আর মজার কথা হলো বিশ্বের সবচেয়ে ছোট নদীটি বয়ে গেছে আমেরিকার সবচেয়ে বড় নদীর খুব কাছ দিয়েই। ১৯৮০ সালে লিংকন স্কুল এলিমেন্টারির শিক্ষক সুসান নারডিঙ্গার নেতৃত্বে এই নদীর হয়ে প্রচার চালিয়েছিল একদল পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। তাদের দাবি ছিল, বিশ্বের সবচেয়ে ছোটো নদী হিসেবে রো নদীর নাম গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে তুলতে হবে। কঠোর আন্দোলনের পর তাদের অভিযান সফল হয়। নদীটি ১৯৮৯-২০০০ সালের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে ছোটো নদীর মর্যাদা পায়। এর আগে এই শিরোপাটি ছিল অরেগনের ডি রিভারের নামের আগে।

এ সময় কাশ্মীরের সোনমার্গ ভ্রমণে কী দেখবেন?

ভ্রমণ ডেস্ক : কাশ্মীরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সোনমার্গ। এটি একটি প্রাকৃতিক স্বর্গ। সেখানকার অপূর্ব সৌন্দর্য, তুষার-ঢাকা পাহাড়ের চূড়া, নদী ইত্যাদি পর্যটকদের মুগ্ধ করে। বিশেষ করে মে মাস আসতেই সোনমার্গের উপত্যকা নানা রঙে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এ কারণে মে মাসে সেখানে পর্যটকদের ভিড় দেখা যায়। মে মাস মানেই সোনমার্গে বসন্তের সূচনা। সেখানকার সৌন্দর্য দ্বিগুণ বেড়ে যায় এ সময়। বন্য ফুলের গালিচা, চকচকে হিমবাহ ও সেগুলোর সুউচ্চ চূড়া মুগ্ধকর দৃশ্য তৈরি করে। আপনি যদি একজন প্রকৃতিপ্রেমী, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ও নির্জনতা পছন্দ করেন তাহলে সোনমার্গ হতে পারে আপনার ভ্রমণের সেরা গন্তব্য। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়দের জন্য সোনমার্গে নানা ধরনের দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপ করার উপায় আছে। ট্রেকিংয়ের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে সেখানে। মে থাজিওয়াস হিমবাহ, বিষানসার হ্রদ ও কৃষানসার হ্রদ ট্রেকিং অভিযানের জন্য মে মাস সেরা। কারণ এ সময় সেখানকার আবহাওয়া ভালো থাকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বাইরেও সোনমার্গ কাশ্মীরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা দেয় পর্যটকদের। সেখানকার উপত্যকা বরাবর বিস্তৃত গ্রাম ও সেখানকার বাসিন্দা, ঐতিহ্যবাহী খাবার ও স্থানীয়দের আতিথেয়তার উষ্ণতায় আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। কাশ্মীরের সুস্বাদু কাবাব ও সুগন্ধি জাফরানমিশ্রিত খাবার আপনার জিভের স্বাদ আরও বাড়িয়ে তুলবে। সোনমার্গ ভ্রমণে যেতে চাইলে মে মাসে গেলে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাবেন। কারণ এ সময় সেখানে দিনের বেলায় মনোরম আবহাওয়া থাকে। তবে সন্ধ্যার পর থেকে বেশি উচ্চতায় ঠান্ডা বাড়ে। কীভাবে পৌছবেন সোনমার্গে? সোনমার্গের নিকটতম বিমানবন্দর হল শ্রীনগর বিমানবন্দর। এটি শেখ উল-আলম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নামেও পরিচিত। চাইলে বিমানেও যেতে পারেন। এছাড়া শ্রীনগর থেকে আপনি একটি ট্যাক্সি ভাড়া করতে পারেন বা একটি বাসে সোনমার্গ যেতে পারেন, যা প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে। রাস্তার অবস্থার উপর নির্ভর করে শ্রীনগর থেকে সোনমার্গ যেতে প্রায় ৩-৪ ঘণ্টা সময় লাগে। অন্যদিকে সোনমার্গের নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন হল জম্মু তাউই রেলওয়ে স্টেশন। যা জম্মু শহরে অবস্থিত। জম্মু থেকে আপনি একটি ট্যাক্সি ভাড়া করতে পারেন বা শ্রীনগরে একটি বাস নিতে পারেন। জম্মু থেকে শ্রীনগর যেতে সড়কপথে প্রায় ৮-১০ ঘণ্টা সময় লাগে। সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

ভারতের 'ছোট্ট স্কটল্যান্ড' ভ্রমণে যা যা দেখবেন

ভ্রমণ ডেস্ক : স্কটল্যান্ড ভ্রমণের স্বপ্ন কমবেশি সবাই দেখেন! তবে অর্থ ও সময় মেলানো কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। আপনি যদি এ মুহূর্তে স্কটল্যান্ড ভ্রমণে যেতে না পারেন, তাহলে ঘুরে আসতে পারেন ভারতের ছোট্ট স্কটল্যান্ডে। হ্যাঁ, ভারতেও একটি স্কটল্যান্ড আছে। যাকে 'উটি' নামে চেনেন সবাই। এটি ভারতের সবচেয়ে সুন্দর হিল স্টেশন, যা চা বাগানের জন্য বিখ্যাত। সেখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও দর্শনীয় সব দম্পতিদের মুগ্ধ করে। আর এজন্যই বেশিরভাগ দম্পতি হানিমুনের জন্য বেছে নেন উটি। এই হিল স্টেশনটি এতোটাই সুন্দর যে একবার গেলে আর ফিরে আসতে ইচ্ছে হবে না। বেশিরভাগ পর্যটকই জানান, উটি গিয়ে মেলে স্কটল্যান্ডের মতো অনুভূতি। তাই আপনি যদি উটি যাওয়ার প্ল্যান করেন, তাহলে জেনে নিন সেখানে গিয়ে কোন কোন স্থানে ঘুরবেন- অ্যাভালাঞ্চ লেক উটির দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে একটি হলো অ্যাভালাঞ্চ লেক। উটি থেকে ২৮ কিলোমি দূরে অবস্থিত স্থানটির পাহাড়, সবুজ অরণ্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনাকে মুগ্ধ করবে। এছাড়া স্থানটি ট্রাউট মাছ ধরার জন্যও বিখ্যাত। এখানে আপনি ক্যাম্পিং, রাফটিং ও ট্রেকিং করতে পারবেন। এটি স্থানীয়দের জন্য একটি ভালো পিকনিক স্পট। উটি লেক উটি লেক হলো সেখানকার দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে একটি। এটি একটি কৃত্রিম হ্রদ, যা মাছ ধরার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল। এই হ্রদ নৌকা ভ্রমণের জন্য জনপ্রিয়। এই লেকের কাছে একটি বোটিং হাউস আছে, যেখান আপনি নৌকা ভাড়া করতে পারবেন। আপনি যদি আশপাশের দৃশ্য উপভোগ করতে চান, তাহলে লেকের ধারে সাইকেল চালাতেও পারেন। এছাড়া হরিণ পার্ক পরিদর্শন করুন ডিয়ার পার্ক উটি লেক থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি উটির এমন একটি জায়গা, যা হরিণের আবাসভূমি। সাম্বার ও চিতলের মতো প্রজাতির হরিণ'সহ, হরিণ পার্কটি বন্যপ্রাণী প্রেমীদের জন্য একটি দুর্দান্ত স্থান। গরমে স্বস্তি পেতে ঘুরে আসুন মানালির ৫ 'অফবিট প্লেসে' ২২ একর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত পার্কটি ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি শুধু তামিলনাড়ু নয়, ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। খুব কাছ থেকে সেখানে আপনি খরগোশ'সহ অনেক প্রাণী দেখতে পাবেন। কালহাট্টি জলপ্রপাত যেহেতু উটি একটি হিল স্টেশন, তাই এর আশপাশে আপনি অনেক জলপ্রপাতও পাবেন। এর মধ্যে কালহাট্টি হলো সবচেয়ে সুন্দর জলপ্রপাত। উটি থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দূরে, উটি-মহীশূর সড়কে এর অবস্থান। কালাহাট্টি গ্রাম থেকে ২ মাইল গেলেই আপনি পৌঁছাবেন জলপ্রপাতে। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনাকে অবশ্যই মুগ্ধ করবে।

সুন্দরবন ভ্রমণে কী কী দেখবেন ও কোথায় থাকবেন?

ভ্রমণ ডেস্ক : বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আমরাও বেড়িয়ে পড়লাম। আর এ যাত্রায় ধরলাম মংলার পথ। যদিও ঢাকা হতে মংলা খুব একটা ভালো বাস সার্ভিস নেই। তবে যদি ভালো এসি ও নন এসি বাসে যেতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে যেতে হবে ঢাকা হতে খুলনাগামী বাসে। আমাদের এ যাত্রার সঙ্গী এনা পরিবহনের ইকো ক্লাস হুন্দাই বাস। ঢাকা মিরপুর থেকে পান্থপথ, গুলিস্তান হয়ে যাওয়া এই বাস ভাড়া ৯০০ টাকা। যাত্রায় পথে বিরতি সাম্পান হাইওয়ে ইন রেস্টুরেন্টে। ঢাকা হতে খুলনা বেনাপোল এই পথের বেশ মান সম্পন্ন হোটেল এই সাম্পান। সুন্দরবন ভ্রমণে কী কী দেখবেন ও কোথায় থাকবেন? খুলনার গাড়িতে মংলা যেতে চাইলে, নামতে হবে কাটাখালি মোড়ে। গাড়িভেদে ৩- সাড়ে ৩ ঘণ্টা লাগে মূলত গুলিস্থান হতে কাটাখালি মোড়ে পৌছাতে। কাটাখালি পৌছেই পালা মংলা যাওয়ার। কাটাখালি হতে মংলা প্রায় ৩৪ কিলোমিটারের পথ। কাটাখালি থেকে লোকাল বাস আছে মংলায় যাওয়ার, একই সঙ্গে আছে রেন্ট-এ কার ও মাইক্রো। এছাড়া যেতে পারেন মাহেন্দ্রতে ভাড়া পড়বে ৫০০-৭০০ টাকা। এতে ৬-৮ জন বেশ আরামেই যেতে পারবেন। সুন্দরবন ভ্রমণে কী কী দেখবেন ও কোথায় থাকবেন? মাংলার এই পথের দু'ধারেই দেখা পাবেন চিংড়ির ঘের, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, মংলা পোর্টের। কাটাখালি থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ মংলা। মংলায় নামার খানিক বাদের চলে আসলো আমাদের জন্য নির্ধারিত রিসোর্টের নৌকা। আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস ও খাবার মংলা থেকেই নিয়ে নিতে ভুলবেন না। আমরা যখন নৌকায় চড়ে বসলাম তখন দুপুর ১২টা পার। এই জলপথে চলাচলের ক্ষেত্রে নদীর জোয়ার ভাটার রয়েছে বড় ভূমিকা। আর এই জোয়ার ভাটার উপরেই নির্ভর করে যাত্রাপথে কতটা সময় লাগবে সেই হিসাব। মংলা পোর্টের সাইড ঘেঁষে, পশুর নদী পেড়িয়ে, ঢুকে পড়লাম আমরা খাড়িতে। একপাশে সুন্দরবন অন্য পাশে গ্রামীণ প্রকৃতি। সুন্দরবন ভ্রমণে কী কী দেখবেন ও কোথায় থাকবেন? সাপের মতন একে বেঁকে চলা খাড়ি খাল পেড়িয়েই আমাদের ছুটে চলা বনবিবি ফরেস্ট রিসোর্ট এর পথে। প্রায় দেড় ঘণ্টার জার্নি শেষে আমরা দেখা পেলাম আমাদের রিসোর্টে। খাল ও খাড়ির মোহনায় অবস্থিত গোলপাতায় ঘেরা এই রিসোর্ট। রিসোর্টের উল্টো দিকের গভীর বন। মূলত সুন্দরবন এর চাঁদপাই রেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত এই বনাঞ্চল। ঘাগড়ামাড়ি বন বিট অফিসের পাশেই এই রিসোর্টে অবস্থান। এখন ভরা জোয়ার তাই পানির লেয়ার অনেকটাই উপরে। রিসোর্টে নেমেই প্রথমে চলে আসলো আমাদের জন্য ওয়েলকাম ড্রিংকস। সুন্দরবন ভ্রমণে কী কী দেখবেন ও কোথায় থাকবেন? যেহেতু সকালে রওনা হয়ে আসতে আসতেই অনেকটা দেরি করে ফেলেছি আমরা তাই রুমে যাওয়ার আগেই ফ্রেস হয়ে বসে পড়লাম লাঞ্চে। আয়োজনে ছিল ভাত, মাছ, মুরগির মাংস, ভারি ডাল, লাউ চিংড়ি, কলা ভর্তা, টমেটো ভর্তা সালাদ ও পানি। আমার জন্য এ যাত্রায় নির্ধারিত বন বিবি ফরেস্ট রিসোর্টের সবচেয়ে সেরা ডুপ্লেক্স কটেজটি। মিনিমাম ৬ থেকে ম্যাক্সিমাম ১০ জন পর্যন্ত থাকতে পারবেন এই কটেজে। যে কটেজের ২য় তলা থেকে পাবেন ভয়ংকর সুন্দর সুন্দরবনের ভিউ। ভারতের 'ছোট্ট স্কটল্যান্ড' ভ্রমণে যা যা দেখবেন তীব্র গরমে শীতের আমেজ পেতে ঘুরে আসুন দার্জিলিংয়ের ৫ স্পটে বনবিবি ফরেস্ট রিসোর্ট সুন্দরবনের বানিয়াশান্তা ইউনিয়নের ঢাংমারিতে অবস্থিত।